CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 20 November 2021 ■ আগরতলা ২০ নভেম্বর ২০২১ ইং ■ ৩ অগ্রহায়ন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অবশেষে কৃষি আইন প্রত্যাহারের ঘোষণা দিলেন প্রধানমন্ত্রী, ক্ষমাও চাইলেন

কৃষি আইন নিয়ে জাতির উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দিয়েছেন শুক্রবার।

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর (হি.স.)।। ''বিতর্কিত'' তিনটি কৃষি আইন বাতিল করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার সকালে দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমি সবাইকে জানাতে চাই আমরা তিনটি কৃষি আইন বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই মাসে শুরু হওয়া সংসদ অধিবেশনে প্রক্রিয়া শুরু করব। আমি কৃষকদের অনুরোধ করছি আপনারা পরিবারের কাছে ফিরে যান, আসুন নতুন করে শুরু করি।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'আমি যা করেছি, কৃষকদের জন্য করেছি। আমি যা করেছি তা দেশের জন্য। আপনাদের আশীর্বাদে আমি আমার কঠোর পরিশ্রমে কখনই কিছু বাদ দিইনি। আমি আপনাদের আশ্বস্ত করছি আমি এখন আরও কঠোর পরিশ্রম করব, যাতে আপনাদের স্বপ্ন, দেশের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে পারে।'

তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রীর আক্ষেপ, ''আমাদের উদ্দেশ্য সৎ ছিল। কিন্তু কৃষি আইনের সুফলের কথা কিছু কৃষককে আমরা বোঝাতে পারিনি।'' আন্দোলনের পথ ছেড়ে কৃষকদের আবার চাষের ক্ষেতে ফিরতেও আবেদন জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ''আসুন, সব আবার নতুন করে শুরু করা যাক।'' পাশাপাশি তাঁর মন্তব্য, ''এখন কাউকে দোষারোপের সময় নয়।'' উল্লেখ্য, গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে তিনটি কৃষি বিলে সংশোধন করে আইনে পরিণত হওয়ার পর থেকেই দিল্লি, পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্তানে বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ-বিক্ষোভ শুরু হয়। বিশেষত, পঞ্জাবে সেই বিক্ষোভের আগুন তীব্র হতে থাকে। রাস্তা অবরোধ, রেল রোকো-আন্দোলনের মাধ্যমে কৃষি আইনের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিবাদ জানায় কৃষক সংগঠনগুলি। অবশেষে বিতর্কিত তিনটি কৃষি আইন বাতিলের সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় সরকার।

দেশবাসীর জীবনকে সহজ ও সরল করতে সেবার অনুভূতি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার সকালে দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'দেব দীপাবলি এবং প্রকাশ পর্ব উপলক্ষ্যে সকলকে আমার শুভেচ্ছা। এটা অত্যন্ত আনন্দের যে প্রায় দেড় বছর পর খুলেছে কর্তারপুর করিডর। দেশ সেবার পথ অবলম্বন করলেই জীবন সুন্দরভাবে চলতে পারে। আমাদের সরকার মানুষের জীবনকে সহজ করতে এই সেবার অনুভূতি নিয়েই কাজ করে যাচ্ছে।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, '২০১৪ সালে আমি যখন প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলাম, আমরা (সরকার) কৃষকদের কল্যাণ ও উন্নয়নকেই অগ্রাধিকার দিয়েছিলাম... অনেকেই এই সত্যটি হয়তো জানেন না ৮০/১০০ জন ক্ষুদ্র কৃষক যাঁদের জমি ২ হেক্টরের কম এবং জনসংখ্যা ১০ কোটির বেশি। এইটুকু জমি তাঁদের বেঁচে থাকা সম্বল। কৃষকরা যাতে তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের জন্য সঠিক পরিমাণ মূল্য পান তা নিশ্চিত করতে অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। আমরা গ্রামীণ অবকাঠামো বাজারকে শক্তিশালী করেছি। আমরা শুধু এমএসপি বাড়াইনি, রেকর্ড সরকারি ক্রয় কেন্দ্রও স্থাপন করেছি। আমাদের সরকারের ক্রয় গত কয়েক দশকের রেকর্ড ভেঙেছে।'

এরপরই প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, 'আমি সবাইকে জানাতে চাই আমরা তিনটি কৃষি আইন বাতিল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষি আইন প্রত্যাহার নিয়ে বিভিন্ন জনের প্রতিক্রিয়া

এখনই আন্দোলন প্রত্যাহার করা হবে না, জানিয়ে দিলেন রাকেশ টিকাইত

কৃষি আইন বাতিলের সিদ্ধান্ত আরও আগে নেওয়া হলে কৃষকদের প্রাণ বাঁচত : কেজরিওয়াল

মোদী আমাদের অন্নদাতাদের মৃত্যুর জন্য কোনও অনুশোচনা প্রকাশ করেননি : ইয়েচুরি

কৃষকদের অভিনন্দন, কৃষি আইন প্রত্যাহারে অন্নদাতাদের অভিনন্দন মমতার

কৃষকদের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ বিজেপিকে নিশ্চিহ্ন করবেন অন্নদাতারা : অখিলেশ যাদব

দেশে কৃষকদের ঊর্ধে কেউ নয়, তা সরকার বুঝতে পেরেছে : প্রিয়াঙ্কা গান্ধী

কৃষি আইন বাতিলের সিদ্ধান্ত অনেক আগেই নেওয়া উচিত ছিল : মায়াবতী

অন্যায়ের বিরুদ্ধে অন্নদাতাদের জয়ে অভিনন্দন রাহুলের, খাড়গে বললেন কৃষকদের জয়

কৃষি আইন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ তৈরি করবে : নাড্ডা

কৃষি আইন প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেন যোগী আদিত্যনাথ

কৃষক ও কৃষির জন্যই মোদী সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জানালেন নরেন্দ্র সিং তোমর

পুর ও নগর সংস্থা নির্বাচনে ভোট কর্মীদের ভোট গ্রহণ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর।। পুর ও নগর নির্বাচনে ভোট কর্মীদের আজ থেকে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। দুই দিন ধরে ওই ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া চলবে বলে জানিয়েছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সচিব প্রসেনজিত ভট্টাচার্য। এদিকে, পুর নিগম এলাকায় ২৭০০ জন ভোট কর্মী ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন জমা দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন সদর মহকুমা শাসক অসীম সাহা।

আগামী ২৫ নভেম্বর ত্রিপুরায় পুর ও নগর সংস্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ২৮ নভেম্বর ফলাফল ঘোষণা হবে। নির্বাচনকে ঘিরে প্রস্তুতি জোর কদমে চলছে। বিভিন্ন স্থানে ইতিমধ্যে ইভিএম কমিশনিং-র কাজ শুরু হয়ে গেছে। আগরতলা পুর নিগম নির্বাচনে ইভিএম কমিশনিং হয়ে গেছে। ভোট কর্মীদের মহড়াও সম্পন্ন হয়েছে।

আজ সদর মহকুমা শাসক অসীম সাহা বলেন, ১৯ এবং ২০ নভেম্বর সারা ত্রিপুরায় পুর ও নগর সংস্থা নির্বাচনে নিযুক্ত ভোট কর্মীদের ভোট গ্রহণ করা হবে। ভোট দিতে ইচ্ছুক কর্মীরা ইতিমধ্যে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে আবেদন জানিয়েছেন। তাঁদের ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তাঁর কথায়, আগরতলায় পুর নিগম নির্বাচনে নিযুক্ত ভোট কর্মীদের ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া চলছে। প্রায় ২৭০০ ভোট কর্মী ভোট দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। দুইদিনে তাঁদের ভোট গ্রহণ করা হবে।

তিনি জানান, ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা রয়েছেন। সমস্ত নিয়ম মেনেই ভোট কর্মীদের ভোট গ্রহণ করা হচ্ছে।

যথাযোগ্য মর্যাদায় গুরুনানকের ৫৫২তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর।। মানব সেবাই জীবনের সবচাইতে বড় ধর্ম। আপনার কাছে যদি একটিও রুটি থাকে তবে সেটা ভাগ করে নেবেন। শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরুনানক দেব মানব জাতিকে মানবতার পাঠ দিয়েছিলেন। সেই সময় থেকে আজও গুরুনানকের নীতি, আদর্শ সমান প্রাসঙ্গিক। মানবতার আদর্শ শিক্ষক তথা শিখ ধর্মের প্রথম গুরু গুরুনানক দেবের ৫৫২ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে একথা বলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী নীতি দেব। তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে আজ সন্ধ্যায় রাজধানীর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজন করা হয় শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরুনানকের জন্মবার্ষিকী। বিশিষ্ট সমাজসেবী নীতি দেব আরও বলেন, আমাদের সর্বময় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুর ও নগর সংস্থার নির্বাচনে ভোটকর্মীদের ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে শুক্রবার। ছবি নিজস্ব।

সংসদে কৃষি আইন বাতিলের জন্য অপেক্ষা করতে হবে ঃ কিষাণ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর।। সংসদে আইনবাতিলের জন্য অপেক্ষা করতে হবে বলে জানিয়েছে অল ইন্ডিয়া কিষাণ সভা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে কৃষি আইন প্রত্যাহারের ঘোষণা দেওয়ার পরই কিষাণ সভা এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানিয়েছে।

কিষাণ সভা বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে, অহংকারী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে এবং তিনটি কৃষক-বিরোধী, জনবিরোধী এবং কর্পোরেট খামার-সমর্থক আইন বাতিল করার ঘোষণা দিয়েছে। জ্জ্জজ্জ ভারত জুড়ে লক্ষ লক্ষ কৃষক, কৃষি শ্রমিক এবং শ্রমিকদের অভিনন্দন জানায় যারা এই আইনের বিরুদ্ধে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে দৃঢ় সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন, চরম দমন-পীড়নকে সাহসী করেছেন এবং এই ঐতিহাসিক বিজয়ের জন্য মহান ত্যাগ স্বীকার করেছেন। ভারতের জনগণ কৃষকদের প্রতি আস্থা রেখেছিল এবং তাদের সমর্থনে ব্যাপকভাবে বেরিয়ে এসেছিল।

যাইহোক, এই ঐতিহাসিক কৃষকদের সংগ্রামের অন্য মৌলিক দাবি - সমস্ত কৃষকদের সমস্ত ফসলের জন্য সর্বনিম্ন সমর্থন মূল্য নিশ্চিত করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় আইন উৎপাদনের ব্যাপক খরচের দেড়গুণ - এখনও রয়ে গেছে। ঠিকানাহীন এই দাবিটি মোকাবেলায় ব্যর্থতাই কৃষি সঙ্কটকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে এবং গত ২৫ বছরে ৪ লক্ষেরও বেশি কৃষকের আত্মহত্যার দিকে পরিচালিত করেছে, যার মধ্যে মোদীর নেতৃত্বাধীন গত ৭ বছরে প্রায় ১ লক্ষ কৃষক তাদের জীবন শেষ করেছে বিজেপি শাসন।

গত এক বছরের কৃষকদের সংগ্রামে প্রায় ৭০০ প্রাণহানির জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপি সরকার সরাসরি দায়ী। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এনএলএফটির চার জঙ্গী গ্রেপ্তার গন্ডাছড়া ও রইস্যাবাড়ি এলাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর।। পুর ও নগর নির্বাচনের উত্তাপের মাঝে ত্রিপুরায় নিষিদ্ধ ঘোষিত উগ্রপন্থী সংগঠন এনএলএফটি(বিএম) গোষ্ঠির দুই জন সক্রিয় সদস্যকে আজ পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ধলাই জেলায় গন্ডাছড়া থেকে সঞ্জয় ত্রিপুরা(৩০) অখিন্দ্র দেববর্মা(৩১)-কে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও দুইজনকে পুলিশ জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে। রইসাবাড়ি থেকে বইল্যা জমাতিয়া(২৮) এবং রবি কুমার ত্রিপুরা(৪৫)-কে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। আগামীকাল তাঁদের আদালতে সোপর্দ করবে পুলিশ।

ত্রিপুরা পুলিশের আইজিপি আইন-শৃঙ্খলা জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ত্রিপুরা পুলিশ আজ সুনির্দিষ্ট অভিযান চালিয়ে উগ্রপন্থী সংগঠন এনএলএফটি(বিএম) গোষ্ঠির দুইজন সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে ধলাই জেলায় সালেমা, কুছড়া, কমলপুর, গন্ডাছড়া এবং রইসাবাড়ি এলাকা থেকে চাঁদা সংগ্রহের অভিযোগ রয়েছে। চলতি বছরের জুলাই থেকে তাঁরা চাঁদা সংগ্রহের কাজে যুক্ত রয়েছে।

তিনি জানান, ওই দুই বৈরী সদস্যের কাছ থেকে দুইটি স্মার্টফোন এবং নগদ ১৫ হাজার টাকা উদ্ধার হয়েছে। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ওই কাজে যুক্ত আরও দুইজনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তিনি বলেন, রইসাবাড়ি থানায় দায়ের মামলায় ওই চারজনকে আগামীকাল আদালতে সোপর্দ করবে পুলিশ। নির্বাচনী মুহূর্তে উগ্রপন্থী গ্রেফতারের ঘটনায় জনমনে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ খুনের মামলায় স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ি গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৯ নভেম্বর।। অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ সুপ্রিয়ার মৃত্যুর ঘটনার, সাথে জড়িত অভিযুক্ত অলক শীল শর্মা ও গোপাল শীল শর্মাকে সংবাদের জেরে গতকাল রাতে আটক করলো পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে বিলোনিয়া আর্য সমাজ এলাকা থেকে আটক করে বিলোনিয়া থানাতে নিয়ে আসে।শুক্রবার সকালে অঞ্জু শীল শর্মা নামে আরেক অভিযুক্তা বিলোনিয়া মহিলা থানাতে এসে আত্মসমর্পণ করে। এই তিনজনকেই বিলোনিয়া হাসপাতালে আজ স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা আদালতে তোলা হয় পুলিশ রিমান্ড চেয়ে।

অলক শীল শর্মা হলো মৃতাঃ সুপ্রিয়ার স্বামী। গোপাল শীল শর্মা ও অঞ্জু শীল শর্মা হলো অলকের মা বাবা তথা সুপ্রিয়ার শ্বশুর,শাশুড়ি।স্বামীর বাড়ির লোকজনরা আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দিতে চাইলেও সুপ্রিয়াকে হত্যার অভিযোগ তুলে মৃতা সুপ্রিয়ার বাপের বাড়ির লোকজনেরা স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ির বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ এনে বিলোনিয়া মহিলা থানাতে মামলা দায়ের করে গত সোমবার রাতে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে হত্যার মামলা নিয়ে , গ্রেপ্তারের দাবিতে সেদিন বিলোনিয়া মহিলা থানার সামনে উত্তেজনা যেমন দেখা দিয়েছিল তেমনি হাসপাতাল চত্বরেও দেখা যায় উত্তেজনা।

অবশেষে পুলিশ বাধ্য হয়ে হত্যার অভিযোগের মামলা হাতে নিয়ে গতকাল রাতে আটক করে দুই অভিযুক্ত সুপ্রিয়ার স্বামী অলক শীল শর্মা ও শ্বশুর গোপাল শীল শর্মাকে। অপরদিকে শ্বাশুড়ি অঞ্জু শীল শর্মা আত্মসমর্পণ করে বিলোনিয়া মহিলা থানার পুলিশের কাছে। উল্লেখ্য সুপ্রিয়ার মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটেছিল বিলোনিয়া মতাই চালতাখলা এলাকায়। পুলিশ মৃতার বাপের বাড়ির দায়েরকৃত মামলা অনুসারে ৩০৪(বি)/৩৪আই.পিসি ধারায় মামলা নেয় বিলোনিয়া মহিলা থানার পুলিশ। মহিলা থানাতে যার মামলা নম্বর ১৭/২১ ।আদালত বার দিনের জেল হেপাজত দেয় তাদের ।আগামী ১ -১২ - ২১ তারিখ আদালতে ফের তোলা হবে।

হাতির তান্ডবে দিশেহারা কল্যাণপুরবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর ১৯ নভেম্বর।। এখন আর কোন জঙ্গি আক্রমণ নেই রাজ্যে। কল্যাণপুরে ও এখন কোন জঙ্গি আক্রমণ নেই। তবে বন্য দাঁতালের তাণ্ডবে দিশেহারা উপজাতীয় অংশের মানুষ কি অউপজাতী অংশের মানুষ। বেশ কয়েক বছর ধরেই অতর্কিতে গেরিলা কায়দায় আক্রমণ চালায় ধানি জমিতে বাড়িঘরে এবং ফসলের জমিতে।

শুধু রাত্রিতে নয় এখন দিনের বেলায় নেমে আসে দাঁতালের দল। বেশ গর্জন করে একের পর এক আক্রমণ চালিয়ে যায়। আক্রমণের কারণে ভীত-সন্ত্রস্ত জনজাতি অংশের মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ঠিক কী করবেন বুঝে উঠতে পারেন না। চোখের সামনে যখন নিজের ঘাম পরিশ্রম দিয়ে তৈরি করা ফসল নষ্ট করে ফেলে বন্যহাতির দল তখন কান্না ছাড়া আর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুর নির্বাচনে সন্ত্রাস, রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কার্যালয় ঘেরাও তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর।। ত্রিপুরায় পুর নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করা হচ্ছে, অভিযোগ এনে আজ রাজ্য নির্বাচনে কমিশনের কার্যালয় ঘেরাও করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির আহ্বায়ক সুবল ভৌমিক থেকে শুরু করে সাংসদ সুস্মিতা দেব, যুব তৃণমূল সভানেত্রী সায়নী ঘোষ, অভিনেত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী সায়ন্তিকা ব্যানার্জি এবং বাবুল সুপ্রিয় সহ আরও অনেকেই ওই ঘেরাও কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন।

সুবল বাবু বলেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ত্রিপুরায় তৃণমূলের উপর হামলা বন্ধ হচ্ছে না। বরং আক্রমণ বেড়েই চলেছে। অথচ নির্বাচন কমিশনও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছে। তাঁর অভিযোগ, পুলিশের সামনে তৃণমূল প্রার্থী এবং কর্মীরা মার খাচ্ছেন। কিন্তু, কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। তাঁর বক্তব্য, কমিশন জানতে চাইছে কোন কোন প্রার্থীর নিরাপত্তার প্রয়োজন রয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৪৪ ▫ ২০ নভেম্বর ২০২১ ইং ▫ ৩ অগ্রহায়ণ ▫ শনিবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

উষ্ণায়ন বৈশ্বিক পরিবেশে ভয়ঙ্কর প্রবণতা

বৈশ্বিক পরিবেশ দিন দিন যেভাবে কলুষিত হইতেছে তাহাকে অদূর ভবিষ্যতে গোটা বিশ্ব জুড়িয়া নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই বিষয়ে রাষ্ট্রপতি প্রকাশ্যে মতামত ব্যক্ত করি আছে। উষ্ণায়ন এর হাত থেকে বিশ্বকে বাচাইতে হইলে আমাদেরকে সতর্ক হইতে হইবে। অন্যতায় উষ্ণায়ন এর কবলে হাবুডুবু খাইতে হইবে। বিগত বেশ কয়েক দশক ধরিয়া সমস্যা যে তৈরি হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।কিন্তু এই ব্যাপারে বিরাট ভাবে কোন দেশকে মাথা ঘামাইতে দেখা যায়নি। কিন্তু সমস্যা আছে।এখন চূড়ান্ত আকার ধারণ করিতে চলিয়াছে। তাহার ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই দিয়া দিলো রাষ্ট্রপুঞ্জ। জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে রাষ্ট্রপুঞ্জ দাবি করিয়াছে যে, এই দশকেই বিশ্বের তাপমাত্রা বাড়িয়া যাইবে প্রায় দেড় ডিগ্রী। অর্থাত মনুষ্য জীবনের জন্য ঘনাইয়া আসিয়াছে বিপদ।

সোমবার ১৯৫ টি সদস্য দেশকে নিয়া জলবায়ু পরিবর্তনের বৈঠকের স্বচ্ছ রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছে রাষ্ট্রপুঞ্জ প্যানেল।

সেপ্টেম্বরের ১৪ তারিখ থেকে নিউ ইয়র্কে শুরু হইয়াছে রাষ্ট্রসংঘের ৭৬তম সাধারণ সভার অধিবেশন। চলে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ইতিমধ্যে বিশ্বের মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, রুশ রাষ্ট্রনেতা ভ্লাদিমির পুতিন ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-সহ অনেকেই আন্তর্জাতিক মঞ্চটিতে ভাষণ দিয়াছেন। করোনা মহামারী, জলবায়ু পরিবর্তন, সন্ত্রাসবাদ ও আফগানিস্তান-সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে সেখানে। এবার বিশ্ব দরবারে দাঁড়াইয়া পরমাণু নিরস্ত্রীকরণে জোর দিয়াছে ভারত। সেখানে প্রধানমন্ত্রী মোদির বার্তা পৌঁছিয়া দিয়াছেন বিদেশ সচিব শ্রিংলা।২৬ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ রবিবার ছিল ”জ্জদ্রন্থত্রন্দ্রখুহুদ্রদ্রখন ঙ্গথাত্রদ্রন্টত্তুঠদ্রন্থখন কন্দ্বহুদ্রখুহুদ্রদ্র দ্র গুন্ডত্বনত্রখন ঢত্রখদ্মদ্রদ্রন্দ”। সেই উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার রাষ্ট্রসংঘে বিদেশ সচিব শ্রিংলা বলিয়াছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি ইতিমধ্যে ইঙ্গিত দিয়াছেন যে ভারত নতুন ভাবনাচিন্তার জন্য উন্মুক্ত। প্রাচীন ঋগ্বেদে বলা হইয়াছে, সমস্ত দিক থেকে ভাল চিন্তা আসুক। পরমাণু অস্ত্রবিহীন বিশ্ব গড়িয়া তুলিতে ভারত সমস্ত সদস্য দেশের সঙ্গে সহযোগিতা করিবে।’উল্লেখ্য, নিজেদের আণবিক অস্ত্রভাণ্ডার লাগাতার বাড়াইয়া চলিয়াছে পাকিস্তান ও চিন। এহেন পরিস্থিতিতে বাধ্য হইয়া ভারতকে নিজের শক্তিবৃদ্ধি করিতে হইতেছে। কিন্তু তবুও রাষ্ট্রসংঘে শ্রিংলা জানাইয়াছেন, যুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রথম পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার না করিবার সিদ্ধান্তে অনড় ভারত। সব মিলাইয়া, এদিন আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের দায়িত্বশীল দেশ হিসেবে যে ছবি রহিয়াছে তাহা আরও উজ্জ্বল । ভারত চায় শান্তি সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের পরিবেশ। গোটা বিশ্বে যেভাবে হিংসার দাবানলে জ্বলিয়া উঠিতে শুরু করিয়াছে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কষ্টকর হইয়া উঠিবে।সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপুঞ্জের ভারতের দেওয়া প্রস্তাব নিঃসন্দেহে শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তাবাহক। এই বার্তা দিয়া ভারত বর্ষ রীতিমতো গোটা বিশ্বের কাছে নিজেকে শান্তি সম্প্রীতি ধারক বাহক হিসাবে পরিগণিত করিতে সক্ষম হইয়াছে।

আইপিআরএস-র চিঠি, অনুমতি না নিলে ক্ষতিপূরণ দিতে হতে পারে সিএবিকে

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর (হি.স) : দীর্ঘ দুবছর পর রবিবার ইডেন গার্ডেন্সে আন্তর্জাতিক ম্যাচ ফিরছে। ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড টি টোয়েন্টি ম্যাচ। তারই ৪৮ ঘন্টা আগে নতুন সমস্যায় সিএবি। আইপিআরএস-র নোটিশ সিএবিকে। লাইসেন্স না নিলে দিতে হতে পারে বড়সড় ক্ষতিপূরণও।

নিয়ম অনুযায়ী, দেশের যেখানেই কোনও লাইভ অনুষ্ঠান কিংবা ডিজে ও রেকর্ডেড গান বাজানো হলে, ইন্ডিয়ান পারফর্মিং রাইট সোশ্যাইটির তরফ থেকে অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। তাদের ছাড়পত্র ছাড়া অনুষ্ঠান হোক বা ম্যাচ কোনও জায়গাতেই কোনওরকম রেকর্ডেড গান, ডিজে ব্যবহার করা যাবে না। আর এই অনুমতির বিষয় নিয়েই খানিকটা অস্বস্তিতে পড়েছে সিএবি।

ম্যাচের আর বাকি ৪৮ ঘন্টা। কিন্তু এখনওপর্যন্ত তাদের থেকে কোনওরকম অনুমতি নেওয়া হয়নি। আইপিআরএসের তরফে বেশকয়েকবার জানানো হলেও, ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য আবেদন করা হয়নি। এর জেরেই আইপিআরএসের তরফে শেষপর্যন্ত সিএবিকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। কিন্তু সমস্যাটা হল এখনও পর্যন্ত সিএবির তরফ থেকে সেই অনুমতি নেওয়া হয়নি। সময় ক্রমশ কমে আসার ফলেই, শেষপর্যন্ত বঙ্গ ক্রিকেট সংস্থাকে চিঠি পাঠিয়েছে তারা। লাইসেন্স না নিয়ে যদি গান বা মিউজিক চলে সেক্ষেত্রে বড়সড় ক্ষতিপূরণ দিতে হতে পারে সিএবিকে।

নাদিয়ায় শীত পড়তেই ডেঙ্গুর প্রকোপ

নদিয়া, ১৯ নভেম্বর (হি. স .) : বর্ষা বিদায় নিলেও শীতের শুরুতেই চোখ রাঙাচ্ছে ডেঙ্গু। যা প্রশাসন ও স্বাস্থ্যদপ্তরের কর্তাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে দিয়েছে। শক্ত হাতে পরিস্থিতি সামাল দিতে তৎপর হয়েছে নদিয়া জেলা প্রশাসনও।

জেলা স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গতবছর জেলায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৯৬। কিন্তু এবছর তা বেড়ে হয়েছে ১৬৭। এরমধ্যে কৃষ্ণনগর সদর মহকুমায় অক্টোবর মাস পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ১০৪ জন। পাশাপাশি কল্যাণী ও তেহট্ট মহকুমায় ডেঙ্গুর প্রকোপ লক্ষ্য করা গিয়েছে। যদিও স্বাস্থ্যদপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী গতবছর ও চলতি বছর এখনও পর্যন্ত জেলায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে কারও মৃত্যু হয়নি। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক স্বপনকুমার দাস বলেন, ডেঙ্গু মোকাবিলায় বিভিন্ন টিম জেলাজুড়ে কাজ করছে। আক্রান্তদের কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার সংখ্যাও কম। সরকারি নির্দেশিকা মেনে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে। জানা গিয়েছে ২০১৯ সালে জেলায় ডেঙ্গু আক্রান্তদের সংখ্যা সর্বোচ্চ ছিল। ওই বছর ছ” হাজার ৪৬৪ জন আক্রান্ত হয়েছিলেন। ২০২০ সালে আক্রান্তের সংখ্যা কমে হয় ৯৬। এবছর অক্টোবর মাস পর্যন্ত ১৬৭ জন আক্রান্ত হয়েছেন। চলতি নভেম্বর মাসের শুরুতেও কয়েকজনের আক্রান্ত হওয়ার খবর মিলেছে। জেলার ওসি হেল বিশ্বজিৎ চ্যাং বলেন, সমস্ত ব্লক ও পুরসভাকে ডেঙ্গু রোধের বিষয়ে রাজ্যের গাইডলাইন মেনে যাবতীয় কাজ করার কথা বলা হয়েছে। প্রতিটি পুরসভা ও পঞ্চায়েতস্তরে পৃথক দু”টি টিম কাজ করছে। একটি টিম ফিল্ড ভিজিট করে তথ্য সংগ্রহ করছে। অপর টিম পরবর্তীতে সেই মতো ব্যবস্থা নিচ্ছে।

স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, এবছর ডেঙ্গু মোকাবিলায় প্রায় আড়াই হাজার টিম একযোগে কাজ করছে। কল্যাণীর জহরলাল নেহেরু মেমোরিয়াল হাসপাতাল এবছর এক হাজার৭২৮ জনের ডেঙ্গু পরীক্ষা করা হয়। তার মধ্যে আক্রান্ত হয়েছেন ২৭ জন। পাশাপাশি জেলা সদর হাসপাতালে দু” হাজার ৮৪৯ জনের রক্ত নমুনা পরীক্ষায় ১০৪ জন আক্রান্তের হদিস মিলেছে। তেহট্ট হাসপাতালে ৮৩৯ জনের পরীক্ষায় ২৬ জন পজিটিভ হয়েছেন। আরও জানা গিয়েছে, বিগত বছরগুলিতে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় পরিদর্শকদের রিপোর্ট অনুযায়ী কলকাতা সহ ১২টি হাই ফোকাস জেলাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই তালিকায় নদিয়া জেলার নামও রয়েছে। এছাড়া ডেঙ্গুর প্রকোপ কমাতে আগেভাগেই রাজ্যের পুরসভাগুলির জন্য আট কোটি ২২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। রানাঘাট পুরসভার প্রশাসকমন্ডলীর চেয়ারম্যান কোশলদেব বন্দোপাধ্যায় বলেন পুরসভার কর্মীরা ইতিমধ্যেই ডেঙ্গু মোকাবিলায় কাজ করছেন। শহরের আনাচে কানাচে নিকাশি নালা পরিষ্কার রাখা হচ্ছে। এছাড়া বাড়ি বাড়ি গিয়েও বাসিন্দাদের এব্যাপারে সচেতন করা হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্যকর্মীরা জমে থাকা জল সরানো মশার লার্ভা নষ্ট করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। হিন্দুস্থান সমাচার / সোয়েল

‘স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার.....’

প্রদীপকুমার পাল

‘লাল-বাল-পাল’ নামে খ্যাত সংগ্রামশীল জাতীয়তাবদের অন্যতম নেতা ছিলেন পুনার চিতাবন ব্রাহ্মণ, প্রথম পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথের উত্তরপুরুষ বালগঙ্গাধর তিলক। তীর জন্মের ঠিক এক বৎসর পরেই জ্বলে উঠেছিল সিপাহী বিদ্রোহের আগুন। সেই আগুনে হাওয়া, মুক্তি সংগ্রামের আগুন নিয়ে এসেছিলেন তিনি। ১৮৫৬ সালের ২৩ জুলাই ভারতমাতার এই সুযোগ্য সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাবা গঙ্গাধর পন্থ ছিলেন একজন দরিদ্র শিক্ষক, মা প্রভাতীবাঈ গঙ্গাধর।

শিক্ষাজগতের প্রথম গুরু বাবা গঙ্গাধর পন্থ। পন্থ প্রথাগত পাঠশালা শিক্ষায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই তিলককে তিনি কোনো পাঠশালাতে ভর্তি করেননি। পুত্র তিলকের শিক্ষাপর্ব শুরু করেন তিনিই। তিলক শিখে ফেলেন মারাঠী এবং সংস্কৃত ভাবা। প্রির বিষয় ছিল গণিত। সব বিবয়ে তার ছিল আশ্চর্য মেধা। তিনি ছিলেন গণিতের জাদুকর হাসির কথা-তত্ত শিক্ষক মহাশয় যখন তাকে বলতেন,“ অঙ্ক কোথায়”? শুধু উত্তর কেন? অবশিষ্ট অংশ কই?” তিলক শিক্ষক মহাশয়ের কাছে গিয়ে বলতেন, “অঙ্ক আমার মাথায়।” দেখিয়ে দিতেন নিজের মাথাটি।

সেই সময়কার রীতি মেনে অল্প বয়সেই তিলকের বিয়ে হয় তপিবাঈ-এর সঙ্গে। তখনও তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দেননি। অল্প বয়সেই তিলক মাকে হারিয়েছিলেন। বিয়ের অল্প কিছুদিনের মধ্যে বাবা-মাকে হারালেন। অভাবী এবং অনভিজ্ঞ তিলক সংসারের ঘাটে ঘাটে ধাক্কা খেয়ে এগিয়ে চললেন। পড়াশোনা এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে ভর্তি হলেন ডেকান কলেজে। রীতিমতো শরীরচর্চার মনোনিবেশ করলেন। শরীর হয়ে উঠল ইস্পাতের মতো । তিনি তাঁর শরীরটি গড়ে তুললেন লৌহকঠিন করে।

সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের আপসহীন নেতা বালগনাধর তিলক অগাধ পাপিত্য ও আত্মশক্তির দ্বারা গণআন্দোলনের মাধ্যমে প্রকৃত স্বরাজ অর্জন তার লক্ষ্য ছিল। সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করে তিনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তিলক কংগ্রেসের নরমপন্থী রাজনীতির কঠোর সমালোচক ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন কংগ্রেসের আন্দোলন গণমুখী হোক। তিলক ছিলেন একজন চরমপন্থী নেতা। কংগেসের ত্ত মধ্যে সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী কংগ্রেসের এই দলকে সাধারণভাবে বলা হত চরমপন্থী বা Extremists, তিনি ভারতবাসীকে জাতীয়তাবোধে উদ্বৃদ্ধ করে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধ প্রতাক্ষ সংগ্রামের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম ঘোষণা করেছিলেন, “স্বরাজ আমাদের জন্মগতঅধিকার এবং আমরা তাহা চাই।” তিলকের সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদী আদর্শের প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৮৯৬ সালে বোম্বাই (বর্তমানে মুম্বই) এর দুর্ভিক্ষের সময়। লক্ষ লোক অনাহারে, পথে প্রান্তরে লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে তবুও ইংরেজ সরকারের ভ্রাক্ষেপ নেই। উপাধিতে ভূষিত করা হবে, সেই জন্য সরকার বাহাদুর উৎসবে মেতেছিলেন। মানুষের জীবন কত তুচ্ছ! তিনি তার ‘কেশরী’ পত্রিকার মাধ্যমে বোম্বাইয়ের অধিবাসীদের সরকারের কাছে খাদোর জন্য দাবি করার পরামর্শ দেন। জনগণকে কাপুরুষের মতো মৃত্যুবরণ না করে বীরের মতো সরকারের উদাসীনতার মোকাবিলা করতে অনুরোধ করেন। সরকারকে সমস্তরকম খাজনা বন্ধ করার পরামর্শ দেন। গরঙ্গাধর তিলক সরকারের রোষানলে পড়েন। শত্র হিসাবে পরিগণিত হন।

১৮৭৬ সালে গঙ্গাধর তিলক প্রথম শ্রেণিতে বিএ পাশ করেন। ১৮৭৯ সালে আইন পাশ করেন।

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সময় তিলক স্বদেশি ও স্বরাজ আদর্শের দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন। সুরাট কংগ্রেসে চরমন্থী-নরমন্থী বিচ্ছেদের সময় তিলক চরমপন্থী হিসাবে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসেন। রাজদ্রোহিতামূলক প্রবন্ধ লেখার জন্য ১৯০৮ সালে তিলককে ছ’বছরের জন্য নির্বাসিত করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিলক ‘হোমরুল লিগ’ (১৯১৬ সাল) আন্দোলন শুরু করেন। কংগ্রেসের সঙ্গে মিলনের পর ১৯১৬ সালে লক্ষ্মৌ কংগ্রেসের দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন, “স্বরাজা আমার জন্মগত অধিকার এবং আমি তা অর্জন করবই।

তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, জনসাধারণকে জাগ্রত করতে হলে প্রথমেই চাই শিক্ষা। পড়াতে হবে বিজ্ঞান। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। সেই সঙ্গে জানতে হবে ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি। ১৮৮০ সালে ২ জানুয়ারি তিনি পুণায় প্রতিষ্ঠা করলেন নিউ ইংলিশ স্কুল’। তাঁর রাজনৈতিক মত প্রচারের জন্য ইংরাজিতে “মারাঠা” এবং মারাঠী ভাষায় “কেশরী” নামে দুটি সংবাদপত্র তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। যুব সম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করার জন্য তিনি অনেক “আখড়া” ও লাঠি ক্লাব স্থাপন করেছিলেন। একঝাক তরতাজা যুবক এগিয়ে এসেছিলেন তাকে সাহায্য করতে। হিন্দু সংহতি স্থাপনের জন্য তিলক গো-হত্যা নিবারণী সমিতি স্থাপন করেছিলেন। তিনি “গণপতি উৎসব’কে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। ১৮৯৫ সালে শিবাজি উৎসব’ প্রবর্তন করে যুবসমাজের মধ্যে এক্যবোধ, সাহস ও দেশপ্রেম সথগর করতে চেয়েছিলেন। করুণা কিংবা ভিক্ষা নয়, তিনি বিশ্বাসী ছিলেন অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার। তিনি ছিলেন কট্টর জাতীয়তাবাদের প্রচারক। দেশপ্রেমে অন্ধ তিলক জনগণের মধ্যে জাতীয় চেতনার সৃষ্টির জন্য গণপতি, ও “শিবাজী” উৎসবের উদ্বোধন করেছিলেন। সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। জনগণের মধ্যে তীব্র ধর্মীয়ভাবের উন্মেষ ঘটে। জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম ওাতীয়তাবোধের সঞ্চার করাই ছিল তিলকের উদ্দেশ্য। ‘গণপতি’ উৎসব মহারাষ্ট্রের প্রাচীন উৎসব। তিলক এই উৎসবকে স্বদেশীমূলক বক্তৃতা, শোভাযাত্রা ও সঙ্গীতের প্রবর্তন করে জাতীয় উৎসবে রূপান্তরিত করেন। রায়গড়ে শিবাজীর স্মৃতি সৌধের শোচনীয় অবস্থাকে কেন্দ্র করে “শিবাজী” উৎসবের উৎপত্তি হয়। ১৮৯৫ সালে তিলক শিবাজী উৎসবকে জাতীয় উৎসবে পরিণত করেন। যাঁরা জাতীয় কংগ্রেস বা অপরাপর সংগঠনে যোগদান করতে পারতেন না, অর্থাৎ উপেক্ষিত ছিলেন, তারা তিলকের প্রবর্তিত গণপতি উৎসবে যোগদান করেছিলেন। দুই শ্রেণির মানুষ গণপতি উৎসবের তীর বিরোধী ছিলেন। রাণাডে প্রভাবিত উদারগষ্ঠী হিন্দুরা এই উৎসবকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। প্রাচীনপনস্থ কংগ্রেসীরা এই উৎসবের বিরোধী ছিলেন। তিলক দমবার পাত্র ছিলেন না। তিনি গ্রিস ও রোমের প্রাচীন ধর্মীয় উৎসবের দৃষ্টান্ত প্রচার করে সমালোচকদের জবাব দিয়েছিলেন। একথা অনস্বীকার্য যে, শিবাজী উৎসব সুস্পষ্টভাবে রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে। শিবাজী উৎসবের মাধ্যমে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে জনগণকে উদ্দ্ধ করার চেষ্টা হয়। উৎসবের অঙ্গ হিসাবে লাঠি চালনা, যন যায়। তিলক “শিবাজী” ও ‘স্বরাজ’ এই দুইটি শব্দকে একই অর্থবহ বলে মনে করতেন। তাই তার সম্বন্ধে যথার্থই মন্তব্য করা হয়েছে Thak has contributed mone by his life and character than by his speeches or weitings to the making of the new nationalism. শিবাজী উৎসব চলাকালীন পুণার ম্যাজিস্টটে রান্ড এবং একজন সামরিক কর্মচারী চাপেকর ভ্রাতৃদ্যের দ্বারা নিহত হন। পুণায় প্লেগ, মহামারির সময় ইংরেজ সেনাদের অকথ্য অত্যাচারের, প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্য এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। তিলকের করা হয়। বিচারে তার দেড় বছর কারাদণ্ড হয়। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সময় তিলক স্বদেশি ও স্বরাজ আদর্শের দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন। সুরাট কংগ্রেসে চরমপন্থী হিসাবে কংগ্রেস থেকে রেরিয়ে আসেন। রাজদ্রোহিতামূলক প্রবন্ধ লেখার জন্য ১৯০৮ সালে তিলককে ছ’বছরের জন্য নির্বাসিত করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিলক “হোমরুল লিগ” (১৯১৬ সাল) আন্দোলন শুরু করেন। কংগ্রেসের সঙ্গে মিলনের পর ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন, “স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার এবং আমি তা অর্জন করবই।”

তিলক সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। কংগ্রেস লিগ লক্ষ্ণৌ চুক্তির ক্ষেত্রে তীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। জনগণের কাছে তিনি গলোকমান্য” নামেই খ্যাত। মহাত্মা গান্ধি তিলককে “আধুনিক ভারতের স্রষ্টা’ আখ্যা দিয়েছিলেন। তিলকের নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম, অদম্য সাহস এবং প্রাণের বিনিময়ে স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জনের দৃঢ়সংকল্প-ভারতের মুভি আন্দোলনে নতুন পথের সন্ধান দেয়। বালগঙ্গাধর তিলক আপামর ভারতবাসীর কাছে এক স্মরণীয় চরিত্র। ১৯২০ সালের ১ আগস্ট তিনি লোকান্তরিত হন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

উইনস্টন চার্চিলের লেখক হওয়ার নেপথ্যে মালাকান্দ যুদ্ধ

ড. বিমল কুমার শীট

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার (১৯৪০-৪৫) সামলেছেন। ১৯৪৩ সালের বাংলায় দুর্ভিক্ষের জন্য কেউ কেউ তাকেই দায়ী করেন। ২৩ বছর বয়সে চার্চিল ভারতে আসেন। যোগ দেন ১৮৯৮ সালে ভারত-আফগানিস্তান মালাকান্দ যুদ্ধে যুদ্ধে তাদের জয় হয়। এই মালাকান্দ থেকে অর্জিত হতে থাকা রাজসম্মান তাকে সাহায্য করল জনজীবনে প্রবেশের প্রস্তুতিতে চার্চিল মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে (১৯৯০ সালে সেপ্টেম্বরে) পার্লমেন্টের নিম্নকক্ষ কম সভায় নির্বাচিত হন।

উইনস্টন চার্চিল যখন স্বাধীন জীবনযাত্রা শুরু করলেন তখন সময়টা ছিল ব্রিটিশ ওপনিবেশিক একাধিপত্যের বিভার ও সুদৃঢ়করণের যুগ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তখন দ্রুত প্রসারিত হচ্ছিল। ১৮৮০ সালে সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল দু’কোটি বর্গকিলোমিটার এবং তার জনসংখ্যা ছিল কুড়ি কোটি। শতাব্দীর শেষে সাম্রাজ্যের আয়তন ও জনসংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩.৩ কোটি বর্গ কিমি ও ৩৭. কোটিতে। ব্রিটেনের আগ্রাসী উপনিবেশিক নীতির ফলে একদিকে যেমন অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির (জার্মানি, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া) সঙ্গে তার বিরোধ বাড়ল। অন্যদিকে তেমনি সে ওপনিবেশিক দেশগুলির জনতার ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে লাগল। শতাব্দীর শেষভাগে দেখা গেল ভারতবর্ষের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এই আন্দোলন বিশেষভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে ভারতের উত্তরাঞ্চলে, যেখানে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব খুব প্রবল ছিল না।

১৮৯৬ সালে চার্চিলকে 4th Queen’s own Hussars নামে এক সাঁজোয়া পাঠানো হল। বোম্বাই বন্দরে নামার সময়ে তাঁর এক দুঘটনা ঘটে। উত্তাল সমুদ্রে একটা ছোট নৌকা করে নামার সময় হঠাৎ নৌকাটা সরে যায়। ফলে তার কীধ গ্রন্থিত হয়। এই জখমের ফলে তাকে সারাজীবন কষ্ট পেতে হয়েছিল। চার্চিল উৎসাহী পোলো খেলোয়াড় ছিলেন। কিন্ত এই গ্রস্থিচ্যিতির, ফলে খেলোয়াড় হিসেবে তার দক্ষতার পূর্ণ বিকাশ আর হতে পারল না।তার চেয়েও বড় কথা ডান হাতটা দুর্বল হয়ে যাবার দরুণ তার পক্ষে করা সম্ভব হল না। তলোয়ারের বদলে তাকে ব্যবহার করতে হল স্বয়ংক্রিয় মসার পিস্তল।

চার্টিলের এই সাঁজোয়া রেজিমেন্টকে বাঙ্গালোরে সামরিক ছাউনিতে রাখা হল। তার সামরিক জীবন ছিল বিলায়ময়। একদল ভৃত্য পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি থাকতেন সেখানে। সকালে বিছানায় শোয়া অর্ধঘুমন্ত দিত। ভারতকে তার মনে হয়েছিল ইন্দ্রিয়াসক, বিচিত্র ও রোমান্টিক : জলায় কাদা খোঁচা পাখি (সোপের) প্রাচুর্য সূর্যালোকে অসাধারণ সুন্দর প্রজাপতির নৃত্য ও চন্দ্রালোকের বাঈনাচ’। পোলো খেলার কাকে এই যুবক তার পিতার প্রিয় গ্রন্থগুলির মধ্যে ডুবে যেতেন। চার্চিল তীর মাকে লিখতেন ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম ও অর্থশাস্তসম্বন্ধীয় বই পাঠাতে। মা জেনি খুব আনন্দিত হয়ে গিপন, মেকলে, প্লেটো, শোপেনহাউর, লেকি, ম্যালথাস,, ডারউনি ও আরও অনেকের বই. পার্সেলের পর পার্সেল করে পাঠান। চার্চিলের বিশেষ আকর্ষণ ছিল ইতিহাসেক দিকে। তিনি মেকলে ও গিবনের লেখা পড়ে মুগ্ধ হতেন।

কিন্তু চার্চিল কেবল নিজেকে শিক্ষিত করে তুলতেই সব শক্তি ব্যয় করেননি। তার স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল এমন কাজ যাতে আছে প্রচণ্ড উত্তেজনা এবং যা করতে প্রয়োজন দৃঢ় সংকল্পের। এরকম কাজের একটা সুযোগও শীঘই মিলে গেল। ১৮৯৭ সালে দু’হাজার মাইল অতিক্রম করে চার্চিল হিমালয়ের পাদদেশে পৌঁছন। এর তিন দশক পরে স্মরণ করেছিলেন “ভারতীয় রেলওয়ের বন্ধ, যাতে তীর ঝলসানো রোদ প্রবেশ করতে না পারে। বৃত্তাকার ভিজে খড় মাঝে মাঝে ছিল, মানিয়ে নেওয়া হয়েছিল স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে। আমি পাঁচটা দিন কাটিয়ে ছিলাম একটা নরম আস্তরণ দেওয়া চলন্ত ঘরে। পড়াশোনা করেছিলাম প্রদীপ অথবা সামান্য আলোয়” সম্ভবত পড়াশোনায় মগ্ন থাকায় চার্চিল সে সময় ভারতে যে দুর্ভিক্ষ চলছিল তার কোনো বর্ণনা দেননি, সে দুর্ভিক্ষ ছিল শতাব্দীর ভয়ঙ্করতম। অবশ্য দুর্ভিক্ষের ভয়ঙ্কর চোহারাটা প্রকট হয়ে উঠতে শুরু করেছিল ১৮৯৯ সাল থেকে। আসলে ভারত সম্পর্কে চার্চিলের ধারণা গড়ে ওঠার পিছনে ভূমিকা ছিল তাঁর শিক্ষাদীক্ষা, বৃহৎ খণ্ডের গ্রন্থাদি অধ্যায়ন এবং কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে নেতৃত্ব দান ।

চার্চিল উত্তর -পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যাচ্ছিলেন। সেটা ছিল ভারত ও আফগানিস্তানের সীমানা। তাঁর প্রথম গ্রন্থ -The story of Malakand Field Force এ চিনি পাখতুন কৃষকদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অভিযানের বর্ণনা দিয়েছেন। এইগ্রন্থে লিখেছেন ‘সমতল উপতাকায় হঠাৎই পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তাদের খাড়া ও উঁচুনিচু ঢাল বড় বড় পাথর ও খসখসে ঘাসের বিন্যাসে আবৃত। নদীর দুই তীরে ধানের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র উজ্জ্বল হরিদ্বর্ণকে একটু একটু করে মেলে ধরেছে।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মালাকান্দ গিরিপথের কাছে পাঠানেরা বিদ্রোহ করল। এই পথের ধারে অনেক উপজাতি তাঁদের ঘরবাড়ি নির্মাণ করেছিল। তাঁরা তাঁদের সীমানায় অনুপ্রবেশে বাধা দিল। পাথতুন উপজাতিদের নেতা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে চার্চিল এই মত ব্যক্ত করেন, এটা নয় যে সে মর্যাদা হারিয়েছিল আমরা তাঁর উপত্যকার জন্য লালায়িত ছিলাম না। কিন্তু তাঁর কার্যকলাপ আমাদের সাম্রাজ্যের নিরাপত্তায় বিঘম ঘটাচ্ছিল। সুতরাং তাঁকে চুর্ণ করবার প্রয়োজন ছিল। পাঠান বিদ্রোহ দমনর জন্য স্যার বিন্ডন ব্লাজের পরিচালনায় একদল সৈন্য পাঠানো হল। স্যার বিন্ডনের সঙ্গে চার্চিলের পূর্ব পরিচয় ছিল। তিনি ওই অভিযানকারী সৈন্যদলে যোগ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করে স্যার বিন্ডনকে চিঠি লিখেন। কিন্তু অফিসার মণ্ডলীর কোনো স্থান খালি না থাকায় স্যার বিন্ডন যুদ্ধ সংবাদদাতা হিসেবে চার্চিলকে অভিযাত্রীদলের যোগ দিতে পরামর্শ দিলেন। সেই মতো লেঃ চার্চিলকে তাঁর রেজিমেন্ট থেকে ছুটি দেওয়া হল। এলাহাবাদের ‘পাইওনিয়ার’ পত্রিকার হয়ে তিনি যুদ্ধ সংবাদদাতার কাজ করবেন বলে চুক্তি করলেন। এদিকে জেনি চার্চিলও লন্ডনের ‘ডিলি টেলিগ্রাফে’ পুত্রের রিপোর্ট ছাপাবার ব্যবস্থা করলেন।

এই যুদ্ধভিযান মোটেই সহজ ছিল না। বিদ্রোহীরা প্রচণ্ড শক্তিতে লড়াই করে এবং ইংরেজ পক্ষের প্রভৃত ক্ষতি হয়। চার্চিল এই প্রথম প্রকৃত যুদ্ধে যোগ দিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অনন্য সাহসের প্রমাণ দিয়ে তিনি উদ্যমশীল ও দক্ষ সেনানায়ক হিসাবে নিজের পরিছয় দিলেন। দুটো পত্রিকায় প্রবন্ধতেই উত্তর পশ্চিম সীমান্তের সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে তাঁর স্বচ্ছ ধারণার ছাপ ছিল। যুদ্ধজয়ের মধ্যে দিয়ে তিনি কখনো কখনো উদারচেতা হয়ে উঠতেন। যেমন যুদ্ধ শেষ হলে উপজাতিদের সন্ধির আবেদনে তিনি পাখতুনদের বলেছিলেন, ‘সাহসী ও যোদ্ধার জাতি’ হয়ে উঠতে। যুদ্ধের সময় কিন্তু তাঁর শত্রুর চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। মাত্র এক সপ্তাহ আগে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, এইসব উপজাতির মানুষ পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্য এবং নিষ্ঠুর প্রাণী। এই উপজাতিগুলিকে যতই ক্ষতিকর কীট থেকে যুক্ত করা যাবে, মানবজাতির সুখানুভূতি বৃদ্ধি পাবে। তিনি বেশ উত্তেজিতভাবে স্মৃতিচারণ করে সবিস্তারে বর্ণনা দিয়েছেন কীভাবে ব্রিটিশ নেতৃত্বদানকারী সেনাপতি, স্যার বিন্ডন ব্লাজ সেনাশিবিরে শত্রুপক্ষে আক্রমণের প্রতিসোধ গ্রহণের হুকুম দিয়েছিলেন। একের পর এক গ্রামের দিকে এগিয়ে গেলাম। ধ্বংস করলাম বাড়িঘর, কুপগুলিকে ভরটি করলাম, স্তম্ভগুলিকে উড়িয়ে দিলাম, বড় বড় ছায়াছন্ন গাছগুলি কেটে ফেললাম, জ্বালিয়ে দিলাম শস্যখেত আর জলাধারগুলিকে গুঁড়িয়ে দিলাম শাস্তিমূলক ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে চার্চিল মালাকান্দ-এর এই সশ্য জ্বালিয়ে দেওয়ার কৌশলকে সমর্থন করেছেন এই যুক্তি দিয়ে যে, এটা শুধ্যাত্র অ-দার্শনিক চিন্তা যে, মানুষকে হত্যা করা বিধিসম্মত, কিন্তু সম্পত্তি বিনষ্ট করা অবৈধ। তাঁর সামারিক কৌশলের ভাণ্ডারের প্রধান অস্ত্র হয়ে উঠেছিল অর্থনৈতিক যুদ্ধ।

মালাকান্দ যুদ্ধ চার্চিলের জীবনে একটা মাইলস্টোন স্বরূপ। জনৈকি তরুণ অফিসার নামে স্বাক্ষতি তাঁর রিপোর্টগুলি পাঠকদের সমাদর লাভ করেছিল। এতে উৎসাহিত হয়ে যুদ্ধকত্রালে সংগৃহিত মালমশলা দিয়ে একটি ছোট সাহিত্যিক ইমারত গড়ে তোলার কাজে মনোনিবেশ করলেন। দু’মাসের মধ্যে বই লেখা শেষ হল। চার্চিলের প্রথম বই The story of the Malakand Field Force ১৮৯৮ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত হল। প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠার এই বই খুবই সমাদৃত হল। তেইশ বছরের এক স্বল্প শিক্ষিত সামারিক অফিসারের পক্ষে এই সাফল্য খুবই চমকপ্রদ। এর মারফত সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে চার্চিল যথেষ্ট সুনাম অর্জন কতরেন। একদিকে দিয়ে বলতে গেলে চার্চিল তাঁর সৌভাগ্যকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন ভারতে। মালাকান্দে তাঁর চমকপ্রদ সাফল্য প্রকাশযোগ্য হয়ে উঠেছিল। চার্চিল স্মরণ করেছিলেন, ইতিপূর্বে আমি কখনও প্রশংসিত হইনি। এখন এমনকী প্রিন্স অব ওয়েলস পর্যন্ত তাঁকে অভিনন্দন লিখে পাঠালেন। তাঁর নিজের অনেক খামতি ছিল। সেগুলিকে পূরণ করে চার্চিল চলে গেলেন অন্য রণাঙ্গনে। তবে চার্চিল অনেককে শত্রুও বানান। তাঁর লেখায় এই তরুণ লেফটেন্যান্ট ভারেত অবস্থিত অনেক প্রবীণ সেনানায়কের কাজেদর সমালোচনা এবং ব্রিটেনের ভারত রক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক বিরূপ মন্তব্য করেন। ভারত ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর নায়কদের বা ব্রিটেনের সমারিগ মহলের এই সমালোচনা মোটেই পছন্দ হয়নি। স্বভারতেই এর ফলে লেঃ চার্চিলের পরবর্তী প্রচেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হল। ১৮৯৮ সালে উত্তর ভারতের আর একটি সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণের অনুমতি চাইলে সে আবেদন সরাসরি প্রত্যাখ্যাত হল। প্রথম বই প্রকাশের পর চার্চিলকে তাঁর ভাষায় লেখার অভ্যাস পেয়ে বসল। বাঙ্গালোরে বসে তিনি তাঁর দ্বিতীয় বই (উপন্যাস) লিখলেন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বিএসএফ নিয়ে বিধানসভায় সিদ্ধান্ত, কার্যবিবরণী চেয়ে কড়া বার্তা রাজ্যপালের

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর (হি. স.) : বিধানসভা অধিবেশনের নির্দিষ্ট নথি চেয়ে কড়া বার্তা পাঠালেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। শুক্রবার টুইটে এ কথা জানিয়েছেন রাজ্যপাল। তিনি লিখেছেন, ''বিএসএফ-এর এক্তিয়ারের এলাকা সম্প্রসারণ এবং সিবিআই এবং ইডি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে বিশেষাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার প্রস্তাব পাশ করার বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কার্যধারা চাই।''

এই সঙ্গে লিখিতভাবে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার শেষ অধিবেশনের কার্যপ্রণালীগুলিকে বিশেষভাবে সুরক্ষিত করার নির্দেশও দিয়েছেন রাজ্যপাল। তিনি বিধানসভার অধিবেশনের কার্য পরিচালনার পদ্ধতির বিধি ১৬৯ অনুযায়ী রাজ্য পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জি বিএসএফ-এর এক্তিয়ারের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ নিয়ে বিধানসভায় যে প্রস্তাব এনেছিলেন সেটির উল্লেখ করেছেন।

১৭ নভেম্বর তাপস রায় যে অধিকারভঙ্গ ও অবমাননা বিষয়ক প্রস্তাব এনেছেন, সেটিরও উল্লেখ করেছেন রাজ্যপাল।

রাজ্যপাল লিখেছেন, স্পিকার মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এর আগেও কার্যবিবরণী চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা পাওয়া যায় নি। এ ধরনের অবস্থা শুধু যথাযথই নয়, অগ্রহণযোগ্য এবং অসাংবিধানিকও বটে। নির্দেশ দেওয়া দরকার যে আগে চাওয়া কার্যপ্রণালীগুলিও আজ থেকে এক সপ্তাহের পরে এই অফিসে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠাতে হবে।

কৃষি আইন প্রত্যাহারের প্রতিক্রিয়ায় নভজোৎ সিং সিধু

চণ্ডীগড়, ১৯ নভেম্বর (হি.স) : শুক্রবার কৃষি আইন প্রত্যাহারের প্রতিক্রিয়ায় সরাসরি না হলেও প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা করলেন কংগ্রেস নেতা নভজোৎ সিং সিধু। এদিন পঞ্জাব কংগ্রেস সভাপতি সিধুর প্রতিক্রিয়া ছিল একেবারেই নরম। প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্তকে কটাক্ষ সমালোচনা করা

দূরের কথা কার্যত তাকে স্বাগত জানিয়েছেন বলেন, এটা সঠিক লক্ষ্যের পদক্ষেপ। তিনি এদিন টুইট করে লিখেছেন, কৃষি আইন প্রত্যাহারের সঠিক দিশা নেওয়া পদক্ষেপ। কিষান মোর্চার আন্দোলনের একটা ঐতিহাসিক সাফল্য পেল। এবার একটা রোড ম্যাপ এর মাধ্যমে পঞ্জাবের কৃষি পুনর্জীবন ঘটবে।

গত বছর ৩ টি নতুন কৃষি আইন পাস করেছিল কেন্দ্র। মোদী সরকারের এই আইনের বিরোধিতা করে গত এক বছর ধরে রাজপথে নেমে লাগাতার আন্দোলন করছেন কৃষকরা। শুক্রবার এক বছর পর কৃষকদের দাবিকে মান্যতা দিল কেন্দ্র। দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়ে গুরুনানকের জন্ম জয়ন্তীতে ৩ কৃষি আইন প্রত্যাহার করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

নির্বাচনে হারের ভয়ে কৃষি আইন বাতিল, তোপ মহুয়া মৈত্রর

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর (হি. স.) : কেন্দ্রের তিন কালা কৃষক আইন নিয়ে বরাবরই সরব ছিল তৃণমূল কংগ্রেস। শুক্রবার নরেন্দ্র মোদীর সিদ্ধান্তে কৃষকদের আন্দোলন সফল হলেও কটাক্ষ করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব।

টুইটে কৃষি আইন বাতিল নিয়ে বিঁধতে ছাড়েননি কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তিনি টুইটে জানিয়েছেন, 'উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে হারার ভয়েই হোক বা বিবেকের দংশন, শেষমেশ কৃষি আইন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। এই কৃষক আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামী দিনে ফ্যাসিবাদী সরকারের সমস্ত মানব বিরোধী বিষয়গুলি রুখে দেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।' প্রসঙ্গত, ২০২০-র সেপ্টেম্বরে বিতর্কিত কৃষি আইন পাসের পর রাস্তায় নামেন কৃষকরা। হরিয়ানা, পাঞ্জাবের কৃষকদের মিছিল এসে হাজির হয় রাজধানীর দরজায়। কংগ্রেস সহ বিরোধীরাও সরব হয় ৩টি কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে। আগামী বছরের শুরুতেই রয়েছে পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, গোয়ার ভোট। তার আগে, বছরের শেষে এসে কৃষি আইন প্রত্যাহারের ঘোষণা করা হয়।

প্রাতঃভ্রমণে বেড়িয়ে অপর্ণা সেনকে ঠুকলেন দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর (হি. স.): প্রাতঃভ্রমণে বেড়িয়ে অপর্ণা সেনকে ঠুকলেন বিজেপির সর্ব ভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। শুক্রবার

ইকো পার্কে প্রাতঃভ্রমণে বেড়িয়ে অপর্ণা সেন প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, ''ওরা চিরদিন দেশদ্রোহী''।

তিনি বলেন, ''ওরা চিরদিন দেশদ্রোহী। আজ তার সমর্থনের পার্টি বা সরকার নেই। তাই খুব একটা দেখা যায়না। আমরা বহুদিন ধরে দেখে আসছি দেশের পক্ষে যা কিছু, ওনারা তার বিরুদ্ধে। ভারতীয় পরম্পরা, সংস্কৃতি, হিন্দুত্বের বিরোধিতা করেছেন ওনারা আর এখন দেশের বিরোধিতা করছেন। ওঁরা মানুষের থেকে ভালবাসা পেয়েছে। কিন্তু দেশের সরকার ও সমাজের বিরোধিতা করেছেন। দেশের মন এবং সমাজ পাল্টেছে যা ওনারা বুঝতে পারছেন না ''।

বিজেপি-র নৃশংসতার বিরুদ্ধে জনগণের বিজয় : ফিরহাদ হাকিম

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর (হি. স.) : কৃষি আইন বাতিলকে বিজেপি-র নৃশংসতার বিরুদ্ধে জনগণের বিজয় বলে মন্তব্য করলেন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। শুক্রবার তিনি টুইটারে লেখেন, "এই আইন বাতিল

প্রত্যেক কৃষকের বিজয় যাঁরা নিষ্ঠুরতার মুখে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই লড়াইয়ে যাঁরা প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতিটি বাড়ির বিজয় এটি। এটি ভারতের বিজেপি-র নৃশংসতার বিরুদ্ধে জনগণের বিজয়।" ঘরে ফিরে যান বিক্ষোভরত কৃষকরা। কৃষি আইন বাতিল করবে কেন্দ্র। শুক্রবার সকালে এমনই ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। এদিন সকাল নটায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে মোদী বলেন কেন্দ্র সরকার কৃষি আইন বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই বিক্ষোভ থামানো হোক। ঘরে ফিরে যান প্রত্যেক কৃষক। এদিন মোদী আশ্বাস দিয়েছেন তিনটি কৃষি আইনই বাতিল করবে কেন্দ্র।

গত ২৪ ঘন্টায় করোনা পশ্চিমবঙ্গে করোনায় আক্রান্ত ৮৭৭ জন

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর (হি. স.): করোনা হানা পিছু ছাড়ছে না শহরের। ফের ৮০০ পারলো করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা পশ্চিমবঙ্গে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৮৭৭ জন। শুক্রবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৮৭৭ জন। যার জেরে আক্রান্তর সংখ্যা বেড়ে ১৬,০৮,৩৯৩। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯,৩৬৪। করোনাকে হারিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৮৩৩। ফলত মোট সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে ১৫,৮০,৯২২। যার ফলে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৮.২৯ শতাংশ।

কঙ্গনার পর এবার গোখলে বললেন, সত্যিকারের স্বাধীনতা পেয়েছি ২০১৪ সালের পর

মুম্বই, ১৯ নভেম্বর (হি. স.) : চলচ্চিত্র অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউতের পরে, এখন অভিনেতা বিক্রম গোখলে বললেন, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দেশ স্বাধীন হলেও, ২০১৪ সালের পরে আসল স্বাধীনতা এসেছে। ২০১৪ সালের পরই দেশ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি নতুন পরিচয় পেয়েছে, যা সারা দেশ অনুভব করছে।

শুক্রবার মুম্বইয়ে সাংবাদিকদের গোখলে বলেন, ২০১৪ সালের পর দেশ প্রতিটি স্তরে উন্নয়নের পথে হাঁটছে এবং মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতাও অনুভব করছে। সে কথা বলতে তিনি দ্বিধা করবে না। গোখলে বলেন যে, তিনি কঙ্গনা রানাউতের সঙ্গে কখনও দেখা করেননি, তবে তিনি যা বলেছেন তা সত্য। এ কারণে তিনি তার বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। গোখলে কঙ্গনার বক্তব্যকে সঠিকভাবে সম্প্রচার না করার জন্য মিডিয়াকে অভিযুক্ত করেছেন। তিনি বলেন, তিনি কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নন, তবে সত্য বলার অভ্যাসের কারণে গত ৩০ বছর ধরে প্রতিটি বিষয়ে নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশ করে আসছেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লখনউ পৌঁছেছেন, তাকে স্বাগত জানিয়েছেন উপমুখ্যমন্ত্রী দীনেশ শর্মা

লখনউ, ১৯ নভেম্বর (হি.স) : ডিজিপি সম্মেলনে যোগ দিতে লখনউ পৌঁছালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার থেকে পুলিশ সদর দফতরে তিন দিনের ৫৬তম বার্ষিক ডিজিপি সম্মেলনের উদ্বোধন করতে অমিত শাহ আজ আমাউসি বিমানবন্দরে পৌঁছেছেন। এখানে তাঁকে স্বাগত জানান উপ-মুখ্যমন্ত্রী দীনেশ শর্মা, আইনমন্ত্রী ব্রিজেশ পাঠক এবং সুরেশ খান্না। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর পর তাঁর কনভয় পুলিশের সদর দফতরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

পশ্চিমবঙ্গেও 'কৃষক বিরোধী' সংশোধিত আইন বাতিলের দাবি সূর্যকান্ত মিশ্রর

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর (হি. স.) : "আমরা দাবি করি যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী অবশ্যই ঘোষণা করবেন যে রাজ্যে সংশোধিত আইনে অনুরূপ কৃষক বিরোধী বিধান বাতিল করা হবে।" শুক্রবার টুইটারে এই মন্তব্য করেছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র। তিনি লিখেছেন, শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি কৃষক আন্দোলনের শহীদদের।এই জয় সংযুক্ত কৃষক আন্দোলনের। সংযুক্ত কিষান মোর্চা কে অভিনন্দন। আমাদের রাজ্যের আইনে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে কৃষক বিরোধী সংশোধনীগুলিকেও বাতিল করা হোক। আমরা এসকেএম, এআইকেএসসিসি এবং ঐতিহাসিক কিষাণ আন্দোলনের সমস্ত অংশগ্রহণকারী এবং সমর্থকদের তাদের দুর্দান্ত বিজয়ের জন্য আমাদের অভিনন্দন জানাই।"

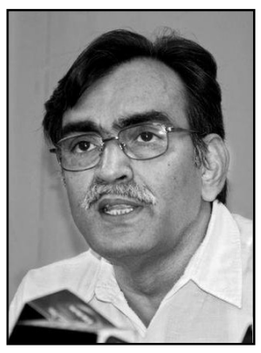

প্রসঙ্গত, বিতর্কিত তিন আইন বাতিলের পর প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন বলেছেন, কৃষকরা যাতে তাদের কঠোর পরিশ্রমের জন্য সঠিক পরিমাণ পান তা নিশ্চিত করতে অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। কেন্দ্র গ্রামীণ পরিকাঠামো বাজারকে শক্তিশালী করেছে। শুধু এমএসপি বাড়ানোই নয়, রেকর্ড হারে সরকারি ক্রয় কেন্দ্রও স্থাপন করা হয়েছে। বিজেপি সরকারের ক্রয়ক্ষমতা গত কয়েক দশকের রেকর্ড ভেঙেছে।

ভারতে টিকাকরণ ১১৫-কোটির বেশি, ২৪ ঘন্টায় ১১.৩৮-লক্ষাধিক নমুনা টেস্ট

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর (হি.স.): ভারতে ১১৫.২৩-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনাভাইরাসের টিকাকরণ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৭২ লক্ষ ৯৪ হাজারের বেশি প্রাপক। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,১৫,২৩,৪৯,৩৫৮ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৭২ লক্ষ ৯৪ হাজার ৮৬৪ জনকে। ভারতে ৬২.৯৩-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শুক্রবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৮ নভেম্বর সারা দিনে ভারতে ১১,৩৮,৬৯৯ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৬২,৯৩,৮৭,৫৪০-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১১,৩৮,৬৯৯ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১১ হাজার ১০৬ জন।

শতবর্ষ উদযাপনের অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে আবারও বিতর্কে উপাচার্য ও তার ঘনিষ্ঠ অধ্যাপক

বোলপুর, ১৯ নভেম্বর (হি. স.) : শতবর্ষ উদযাপনের অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে আবারও বিতর্কে উপাচার্য ও তার ঘনিষ্ঠ অধ্যাপক। ''প্রাননাশের আশঙ্কায় ভীত, সন্ত্রস্ত'' হয়ে শান্তিনিকেতন থানায় অভিযোগ দায়ের করা হল। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ উপলক্ষে শুক্রবার সকালে ১০০টি বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি নিয়েছিল। তার আগেই উপাচার্যের নির্দেশে এক অধ্যাপক ও বেশ কিছু বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মী এক পড়ুয়ার উপর চড়াও হয়ে তাকে মারধর করে ও প্রাণনাশের হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। এর পরেই ই-মেল করে উপাচার্য, ওই অধ্যাপক ও বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মীদের বিরুদ্ধে শান্তিনিকেতন থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। গত বছর ২৪ ডিসেম্বর বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সশরীরে উপস্থিত থাকতে না পারলেও প্রধানমন্ত্রী তথা বিশ্বভারতীর আচার্য নরেন্দ্র মোদী ও তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়ালও ভার্চুয়ালি এই উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। যদিও সেখানে রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের পরে রাজ্যপাল জানিয়েছিলেন, এক বছর ধরে নানা অনুষ্ঠানে বিশ্বভারতীর শতবর্ষ উদযাপিত হবে। কিন্তু, প্রথমে করোনা ও ভোট পর্বে সেটা আর হয় নি। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ উপলক্ষে শুক্রবার সকালে ১০০টি বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি নিয়েছে।

শতবর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী, আধিকারিক ও অধ্যাপকরা শুক্রবার সকাল থেকে পৌষমেলার মাঠ ও আশ্রম মাঠে অমলতাস, কৃষ্ণচূড়া, পলাশ প্রভৃতি গাছের চারা রোপন করেন।তবে এই বৃক্ষরোপণের স্থান হিসেবে পৌষমেলার মাঠ ও আশ্রম মাঠ (যেখানে বসন্ত উৎসব আয়োজিত হয়) বেছে নেওয়া নিয়েও আবার প্রশ্ন উঠছে। গোটা মাঠ জুড়ে গাছ লাগানো হলে ভবিষ্যতে পৌষমেলা বা বসন্ত উৎসব আয়োজনে তা অন্তরায় হয়ে উঠবে কিনা, তাই নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা। এর আগেই বিশ্বভারতীর অর্থনীতি ও রাজনীতি বিভাগের স্নাতক অন্তিম বর্ষের ছাত্র সোমনাথ সৌ ---এর উপর চড়াও হয়ে ব্যাপক মারধর ও তাকে প্রাণনাশের হুমকি দেবার অভিযোগ উঠলো।

পুলিশের কাছে দায়ের হওয়া অভিযোগ পত্রে সোমনাথ সৌ অভিযোগ করেন শুক্রবার সকাল সড়ে ন'টা নাগাদ সে যখন মোটর বাইক নিয়ে বিশ্বভারতীর সেন্ট্রাল অফিসের সামনে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, তখন তাকে রাস্তার পাশে গাড়ি পার্কিং করতে বলা হয়। সেই সময় উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর প্ররোচনায় ও প্রত্যক্ষ নির্দেশে শিক্ষাসত্রের শিক্ষক গৌতম সাহা তাকে হুমকি দিয়ে অবিলম্বে সেই স্থান ছেড়ে দেবার নির্দেশ দেন কিছু অজ্ঞাত পরিচয় নিরাপত্তা কর্মীকে দিয়ে তাকে মারা হয় বলে অভিযোগ করেছেন। সোমনাথ সৌ আরও অভিযোগ করেন গৌতম সাহা তাকে প্রাণনাশ ও 'ক্যাম্পাসের বাইরে আজকেই দেখে নেবার' হুমকি দেন। শান্তিনিকেতন থানায় এই অভিযোগ করে ''এই মুহূর্তে আমার প্রাণনাশের আশঙ্কায় ভুগছি, আমাকে সঠিক নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক'' দাবী করেছেন সোমনাথ। যদিও এই নিয়ে কোন কথা বলতে রাজী হননি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। হিন্দুস্থান সমাচার /হেমাভ

কিষান প্রেম নয়, জনরোষের আতঙ্কে ভীত নরেন্দ্র মোদী : আব্দুল মান্নান

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর (হি. স.) : ''কিষান প্রেম নয়, জনরোষের আতঙ্কে ভীত নরেন্দ্র মোদী''। শুক্রবার এই মন্তব্য করলেন প্রবীন কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান। আব্দুল মান্নান 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে জানান, "কৃষক নিধন যজ্ঞের আইন প্রত্যাহারের দাবিতে এক বছর ধরে লাগাতার ভাবে আন্দোলন ইতিহাসে বিরল। কৃষকদের এই গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনে বিজেপি দলের নেতা-মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক এমনকি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীরা পর্যন্ত যে নারকীয় অত্যাচার করেছে তা ইতিহাসে ধিকৃত কুখ্যাত নাৎসী বাহিনীর অত্যাচারকেও হার মানায়। হাজারের কাছাকাছি নারী, পুরুষ এমনকি শিশুরা পর্যন্ত নিহত হয়েছেন। তাই জনরোষের আতঙ্কে নিজেকে বাঁচাতে মোদিজী ওই কালাকানুন প্রত্যাহার করে কৃষকদরদী হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। মোদিজীর যদি সত্যি সত্যি কৃষকদের প্রতি দরদ থাকত, কিংবা কৃষক নিধনে তিনি অনুতপ্ত হতেন তাহলে খুনিদের বিরুদ্ধে কঠোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন। তা না করে কৃষকদের আবারও প্রতারণা করলেন। রাহুল গান্ধী বলেছিলেন, "পাঞ্জাব উত্তর প্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনের আগেই, মোদিজী পরাজয়ের আতঙ্কে ওই কালাকানুন প্রত্যাহার করতে বাধ্য হবেন।' তাঁর কথায় সত্যি হলো।"

মোদীজীকে ধন্যবাদ উনি মানুষের স্বার্থে বিলটা প্রত্যাহার করেছেন : শতাব্দী রায়

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর (হি. স.) : তিন কৃষি আইন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেন তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায়।

শুক্রবার তিনি বলেন, "খুব ভাল খবর। এটা আসলে কিষাণদের জয়। এ তো এক-দু'দিনের নয়, লম্বা লড়াই। তাতে ওরা জয়ী হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র জয় শুরু হয়েছিল। পঞ্জাবে সেটা আরও এগিয়ে গেল। এই বোঝাটাই যদি আরও আগে বুঝতেন তাহলে আরও অনেক মানুষের প্রাণ বাঁচত। অনেক সংসার ভেসে যেত না। তবু মোদীজীকে ধন্যবাদ উনি মানুষের স্বার্থে বিলটা প্রত্যাহার করেছেন। মানুষের কথা উনি অবশেষে বুঝেছেন।"

এর আগে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে সৌগত রায় বলেন, কৃষকরা দিল্লির সীমান্তে নিরবিচ্ছিন্ন আন্দোলন করে গিয়েছেন। রোদ, জল, বৃষ্টিতে আন্দোলন করতে গিয়ে অনেক কৃষক মারা গিয়েছেন। লখিমপুরে কৃষকদের উপর গাড়ি চাপা দেয় বিজেপি-র কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ছেলে। তাতে চার জন মারা যায়। হরিয়ানায় কোনও জায়গায় কৃষকদের সভা করতে দেওয়া হয়নি। অবশেষে কৃষকদের সামনে নত হয়েছেন নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় সরকার। কৃষকরা আগেই বলেছিলেন, বৃহৎ পুঁজিপতিরা এইক্ষেত্রে ঢুকবেন। কৃষিআইন তুলে নিলে ন্যূনতম সংগ্রহমূল্যে তাদের যে চাল-গম সংগ্রহের কথা কেন্দ্রীয় সরকারের, তা বন্ধ হয়ে যাবে। আইন প্রত্যাহৃত হওয়ায় কৃষকদের আশঙ্কা দূর হবে। তৃণমূল কংগ্রেস প্রথম দিন থেকেই কৃষকদের আন্দোলন সমর্থন করেছিল। গোড়ার দিকে মমতা ব্যানার্জি আন্দোলনের সমর্থনে বার্তা দিয়েছে।"

হড়পা বানে তিনজনের মৃত্যু, ভেসে গেলেন ৩০ জন, অন্ধ্রপ্রদেশে জলের নীচে মুখ্যমন্ত্রীর জেলা

অমরাবতী, ১৯ নভেম্বর (হি.স) :শুক্রবার অন্ধ্রের কারাপ্পা জেলায় একটি উপনদীতে হড়পা বানে মৃত্যু হল তিনজনের। নদী বাঁধের নির্মাণে অনিয়মের কারণে বাঁধ উপচে আচমকাই জল বইতে শুরু করে। সেই জলের তোড়ে ভেসে নিখোঁজ হয়েছেন আরও অন্তত ৩০ জন।

কার্তিক পূর্ণিমা উপলক্ষে ছেয়েরু উপনদীর তীরে নন্দালুরুর শিব মন্দিরে ভিড় করেছিলেন জনতা। শুক্রবার আচমকাই সেই পুণ্যার্থীরা হড়পা বানের মুখে পড়েন। পরে নন্দালুরুতে তিনজনের দেহ উদ্ধার হয়। বাকিদের খোঁজ চলছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই এস জগনমোহন রেড্ডির জেলা কারাপ্পা। জেলার পেনে নদীর উপনদী ছেয়েরুতে বাঁধ তৈরি করা হয়েছিল আন্নামায়া সেচ প্রকল্পের জন্য। সেই বাঁধের নির্মাণগত কিছু ত্রুটি এবং বেশ কিছু অনিয়মই এই হড়পা বান এবং তা থেকে হওয়া ক্ষয়ক্ষতির কারণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

প্রবল বৃষ্টির জন্য অন্ধ্রপ্রদেশে-সহ তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরিতেও বন্যার সতর্কতা জারি করেছিল কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দফতর। কেন্দ্রীয় জল কমিশন সতর্ক করেছিল বাঁধ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকেও। জলের বিপদসীমার উপর নজরদারি করতে বলার পাশাপাশি বাঁধের জল ছাড়ার ব্যাপারেও সতর্ক করা হয়েছিল কমিশনের তরফে। কিন্তু তারপরও দুর্ঘটনা ঘটল কারাপ্পায়। সতর্কতা সত্ত্বেও শুক্রবার নদীর জল বাঁধ উপচে বইতে শুরু করে। তাতে ভেসে যায় ছেয়েরু সংলগ্ন বহু গ্রাম। এমনকি শুক্রবার অন্ধ্রপ্রদেশের নন্দালুরুর স্বামী আনন্দ মন্দির চত্বরও জলে ডুবে গিয়েছে।

সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে চাপ তৈরি করতে চায় তৃণমূল, ২৯শে বৈঠক মমতার

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর (হি স)। মোদী সরকার বিতর্কিত কৃষি বিল প্রত্যাহার করে নেওয়ায় খুশি বিজেপি-বিরোধীরা। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে তৃণমূলের সাংসদরা ঠিক কোন ভূমিকা পালন করবেন কার্যত তা ঠিক করে দিতেই বৈঠকে বসবেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঠিক হয়েছে আগামী ২৯ নভেম্বর হবে ওই বৈঠক।

সূত্রের খবর, শীতকালীন অধিবেশনে কেন্দ্র সরকারকে একাধিক বিষয়ে চেপে ধরার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে তৃণমূল। তার মধ্যে অন্যতম হতে চলেছে কৃষি আন্দোলনে নেমে নিহত কৃষকদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবি। তৃণমূল সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে এই দাবি তুলবে। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক যেভাবে রাজ্যগুলির সঙ্গে কথা না বলেই যেভাবে বিএসএফের কার্যকারী এলাকার বিস্তার ঘটিয়েছে তারও তীব্র প্রতিবাদ জানাবে তৃণমূল। সেই সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার দাবিও তুলবে। পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাস যেভাবে বেড়ে চলেছে তা নিয়েও সংসদে প্রতিবাদ জানাবে তৃণমূল। এইসব বিষয় নিয়ে দলের রণকৌশল ঠিক করে দিতেই সম্ভবত ২৯ নভেম্বর সাংসদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুক্র সকালেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে ৩ বিতর্কিত কৃষি বিল প্রত্যাহার করার কথা ঘোষণা করেছেন। তার পরেই কৃষকদের শুভেচ্ছা জানিয়ে টুইট করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশের সব বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলই এই ঘটনাকে কার্যত আগামী বছরে অনুষ্ঠিত হতে চলা পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে কেন্দ্র সরকারের ড্যামেজ কন্টোলের প্রচেষ্টা হিসাবেই চিহ্নিত করেছে। তাঁদের দাবি, বিতর্কিত ৩ কৃষি বিলের জেরে গোবলয়ে বিজেপি ভোট ব্যাঙ্ক বেশ ভালই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। যা দেরীতে হলেও বুঝতে পেরেছে মোদী সরকার। তাই দলের কাউকে কোনও আঁচ না দিয়েই এদিন প্রধানমন্ত্রী কৃষি বিল প্রত্যাহার করার কথা ঘোষণা করে দিয়েছেন।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

হরমোনে গড়মিল বাঁধাতে পারে যেসব খাবার

হরমোন ভারসাম্যহীনতার কারণ হতে পারে দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাস। হরমোনের ভারসাম্যহীনতা দেহের সকল প্রক্রিয়ায়র ওপর প্রভাব রাখে। তাই সুস্থ থাকতে হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন।

পুষ্টিবিজ্ঞানের তথ্যানুসারে 'টইমস অফ ইন্ডিয়া'তে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে এমন কয়েকটি খাবার সম্পর্কে জানানো হল যা হরমোনের ভারসাম্যহীনতার জন্য দায়ী হতে পারে।

রেড মিট: গরু, খাসী ইত্যাদির মাংসে থাকা স্যাচুরেটেড এবং হাইড্রোজিনেটেড চর্বি অস্বাস্থ্যকর, যা এড়িয়ে চলাই উপকারী। অতিরিক্ত রেড মিট খাওয়া দেহে ইস্ট্রোজেনের মাত্রা বাড়ায় এবং হরমোনের ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে। তাই রেড মিটের বদলে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ মাছ বা ডিম অথবা চর্বিহীন প্রোটিন খাওয়া উপকারী। ক্রুসাফেরস সবজি: সবজি উপকারী। তবে অতিরিক্ত কোনো কিছুই ভালো নয়। ক্রুসাফেরস সবজি যেমন- ফুল কপি, ব্রকলি; এই ধরনের খাবার অতিরিক্ত খাওয়া প্রদাহ বাড়ায়। তাছাড়া এসব সবজি অতিরিক্ত খাওয়া থাইরয়েড গ্রন্থিতে প্রভাব রাখে। যা হরমোনের ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে। প্রক্রিয়াজাত খাবার: প্রক্রিয়াজাত খাবার সহজলভ্য হলেও এগুলো খাওয়া হরমোনে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে।

এসব খাবারে চিনি, লবণ, প্রিজারভেটিভ সমন্বয়ে তৈরি করা হয়। যা খাওয়া দেহের প্রদাহ, মানসিক চাপ এমনকি স্থূলতার ঝুঁকিও বাড়ায়। ক্যাফেইন: অতিরিক্ত ক্যাফেইন ধরনের খাবার ঘুমচক্রের ওপরে প্রভাব ফেলে। এছাড়াও অতিরিক্ত ক্যাফেইন গ্রহণ দেহের কর্টিসোলের মাত্রা বাড়ায় এবং যা মানসিক চাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত। আর হরমোনের ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে।

দুধের তৈরি খাবার: দুধের তৈরি খাবার পুষ্টি উপাদানে ভরপুর। তবে তা হরমোনের ভারসাম্যহীনতায় প্রভাব ফেলে। অতিরিক্ত দুধের তৈরি খাবার অন্ত্রের প্রদাহ বাড়ায় এবং হরমোনের ভারসাম্যহীনতায় প্রভাব রাখে। এমনকি অতিরিক্ত দুধ খাওয়াও দেহে ট্রাইগ্লিসারাইড ও শর্করার মাত্রা বাড়ায়। মিষ্টি, ক্যান্ডি: অতিরিক্ত ক্যান্ডি বা শর্করা-জাতীয় চকোলেট এবং মিঠাই রক্তের শর্করার মাত্রা বাড়ায়। নিয়মিত বাড়তি শর্করা গ্রহণে লেপ্টিন এবং ঘ্রেলিনের সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করে। এই দুই হরমোনই ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে যুক্ত এবং দেহের হরমোনের ভারসাম্যতায় প্রভাব রাখে। সয়া দিয়ে তৈরি খাবার: সয়া শরীরের জন্য উপকারী। তবে অতিরিক্ত সয়ার তৈরি খাবার হরমোনে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে। এতে আছে বায়োঅ্যাক্টিভ উপাদান যা ফাইটোইস্ট্রোজেন নামে পরিচিত। এটা দেহের ইস্ট্রোজেনের মাত্রা বাড়ায় এবং দীর্ঘ মেয়াদে প্রজনন স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে।

পায়ের যত্নে ভিনিগার

পায়ে দুর্গন্ধ হয়! তবে ব্যবহার করতে পারেন ভিনিগার।

ভিনিগার গোলানো পানিতে পা ভিজিয়ে রেখে নানান সমস্যা দূর করা যায়।

টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে পায়ের যত্নে 'ভিনিগার' ব্যবহারের প্রচলিত ও কার্যকর কিছু পন্থা এখানে দেওয়া হল।

একজিমা কমায়: পায়ের সাধারণ ফাঙ্গাসের মধ্যে একজিমা একটি এবং এটা পায়ের তালু ও গোড়ালিতে বেশি দেখা যায়। খালি পায়ে হাঁটা, সুমিং পুলে নামা ইত্যাদি নানান কারণে এই সংক্রমণ দেখা যায়। এর ফলে পায়ের শুষ্কতা, চুলকানি, প্রদাহ ও ফোস্কা দেখা দেয়। ভিনিগারের ফাঙ্গাস বিরোধী উপাদান। কড়া ঘ্রাণ ও সংক্রমণ কমাতে সহায়তা করে।

পা নিয়মিত ভিনিগারের পানিতে ডুবিয়ে রাখলে এক্ষেত্রে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।

পায়ের দুর্গন্ধময় ঘাম: পা ও জুতায় ঘাম ও ব্যাক্টেরিয়ার কারণে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়। ভিনিগার ফাঙ্গাস ও ব্যাক্টেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করে। ঘামের দুর্গন্ধ দূর করতে পা ভিনিগারের পানিতে ডুবিয়ে রাখলে উপকার পাওয়া যায়। নিয়মিত ব্যবহারের এই সমস্যা দ্রুত দূর হয়। অনেকেই ভিনিগারের গন্ধ পছন্দ করেন না। তাই ভিনিগার ব্যবহারের পরে তা ভালো মতো ধুয়ে নিতে হবে।

পায়ের শুষ্কতা ও পা ফাটার সমস্যা: ভিনিগার পায়ের শুষ্কতা কমায়। এতে পা ফাটার ব্যথা ও অস্বস্তি দূর হয়। এর অম্লতা পায়ের শুষ্কতা কমায় এবং আর্দতা ধরে রাখতে সাহায্য করে। ফলে পা কোমল ও মসৃণ হয়। পায়ের জন্য ভিনিগার বাথ পায়ের আরামের জন্য ভিনিগার বাথ বেশ জনপ্রিয়।

বড় এক গ্লাস পরিমাণ ভিনিগার পাত্রে ঢেলে বা দুই গ্লাস ভিনিগার এক বালতি পানিতে ঢেলে পা ডুবিয়ে রাখতে হবে। ১০ থেকে ২০ মিনিট পা ডুবিয়ে রেখে শুকানোর জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। এতে আরাম পাওয়া যাবে। প্রতিদিন ব্যবহারে পায়ের নানাবিধ সমস্যা দূর হয়।

বার্ধক্যের পথে সুস্বাস্থ্য নিয়ে এগোতে চাই আঁশ

শরীর ঠিক রাখতে বয়সের পরিক্রমায় পুষ্টি চাহিদা কীভাবে বদলায় সেদিকে নজর রাখা দরকার। সব বয়সেই স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস মেনে চলা আবশ্যক। তবে কিছু পুষ্টি উপাদান আছে যা বয়স যত বাড়ে ততই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এমন পুষ্টি উপাদানের তালিকায় প্রোটিন হল প্রধান।

তবে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল ভোজ্য আঁশ। ১৭ হোক কিংবা ৭০ সব বয়সেই ভোজ্য আঁশ জরুরি, তবে ৭০'য়ে অনেক বেশি জরুরি।

হজমতন্ত্রের ওপর বয়সের প্রভাব

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরিন সব অংশই তার জৌলুস হারায়।

নিউ ইয়র্কের স্বনদ স্বীকৃত পুষ্টিবিদ সামান্থা ক্যাসেটি বলেন, "বয়স যত বাড়ে, হজমতন্ত্রের পেশিগুলো ততই দুর্বল হতে থাকে। এর কারণে পুরো হজম প্রক্রিয়া স্বাভাবিক গতি হারায় এবং দেখা দেয় কোষ্ঠকাঠিন্য।"

ওয়েলঅ্যান্ডগুড ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তিনি আরও বলেন, "আবার এসময় ওষুধ সেবনের বিষয়টা নিয়মিত হয়ে দাঁড়ায়। আর অনেক ওষুধই হজমতন্ত্রের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে, দেখা দিতে পারে কোষ্ঠকাঠিন্য কিংবা বুক জ্বালাপোড়া।"

হজমতন্ত্রে ভোজ্য আঁশের উপকারিতা

অস্ট্রেলিয়ার 'দি ওয়েস্টমিড ইন্সটিটিউট অফ মেডিকেল রিসার্চ' ৪৯'য়ের বেশি বয়সি ১,৬০০ জনের ওপর এক পর্যবেক্ষণ চালায়।

২০১৬ সালে করা এই গবেষণায় জানা যায়, যারা ভোজ্য আঁশ গ্রহণ করেন পর্যাপ্ত, তাদের দীর্ঘায়ু পাওয়া সম্ভাবনা ৮০ শতাংশ বেশি। উচ্চ রক্তচাপ, 'টাইপ টু ডায়বেটিস', 'ডিমেনশিয়া', হতাশাগ্রস্ততা, নড়াচড়ার অক্ষমতা ইত্যাদির ঝুঁকি অনেকাংশে কমায় ভোজ্য আঁশ সমৃদ্ধ খাদ্যাভ্যাস।

কেন এমনটা হয়?

ক্যাসেটি বলেন, "ভোজ্য আঁশ হল একধরনের উদ্ভিজ্জ 'কার্বোহাইড্রেইট' যা সহজে হজম হয় না। ফল, সবজি, শষ্যজাতীয় খাবার, বাদাম, বীজ ইত্যাদিতে পাওয়া যায় এই ভোজ্য আঁশ। আর এই উপাদান তৈরি করে নরম মল যা সহজে হজমতন্ত্রের মাধ্যমে বের হয়ে যেতে পারে।"

"অন্ত্রের 'মাইক্রোবায়োম'কে প্রয়োজনীয় পুষ্টিও যোগায় আঁশ। যার কল্যাণে অজস্র ধরনের ব্যাক্টেরিয়ার সমষ্টি 'মাইক্রোবায়োম' বজায় থাকে। এই 'মাইক্রোবায়োম' শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত, অর্থাৎ এই 'মাইক্রোবায়োম'য়ের সুস্বাস্থ্যই নিশ্চিত করতে শরীরের সার্বিক সুস্থতা।"

তিনি আরও বলেন, "একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দৈনিক ২১ থেকে ৩৮ গ্রাম ভোজ্য আঁশ প্রয়োজন। তবে সিংহভাগ মানুষ গড় হিসেবে দিনে ১৫ গ্রামেরও কম গ্রহণ করেন এই উপাদান।" ভোজ্য আঁশের উৎস ক্যাসেটি বলেন, "পরিপূর্ণ শষ্যজাতীয় এবং উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে আসা খাবার গ্রহণ করা হওয়া উচিত প্রতিটি স্বাস্থ্য সচেতন মানুষের প্রধান লক্ষ্য। প্রতিবেলার খাবারের অর্ধেকটা হওয়া উচিত সবজি কিংবা ফল অথবা তার মিশ্রণ। পাতের তিনভাগের একভাগ হওয়া উচিত স্নেহজাতীয় খাবার কিংবা পরিপূর্ণ শষ্য। খাবারের বাকি অংশ হওয়া উচিত প্রোটিন।"

তিনি আরও বলেন, "কিছু খাবারে ভোজ্য আঁশ থাকে প্রচুর পরিমাণে। তাই যে খাবারে এই উপাদানের মাত্রা কম, সেগুলোকে অবহেলা করাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কারণ এই খাবারগুলো তাদের ভোজ্য আঁশের মাত্রার তুলনায় বেশি মাত্রায় হজমে সহায়তা করে। যেমন কাঠবাদামে আঁশ কম হলেও থাকে 'পরিফেনল' আর 'এলাজিক অ্যাসিড', দুটোই অন্ত্রের 'মাইক্রোবায়োম'য়ের ওপর উপকারী প্রভাব ফেলে। সীমজাতীয় খাবারে প্রচুর ভোজ্য আঁশ মেলে।"

সবার পরিচিত কিছু খাবারে থাকা ভোজ্য আঁশের মাত্রা সম্পর্কে জানান এই পুষ্টিবিদ। আধা কাপ মসুর ডালে থাকে প্রায় সাড়ে ছয় গ্রাম আঁশ। মাঝারি আকারের একটি আপেল যোগায় প্রায় পাঁচ গ্রাম। আধা কাপ শুকনা ওটস থেকে পেতে পারেন চার গ্রাম ভোজ্য আঁশ। এক ব্রকলিতে থাকে দুই গ্রাম আঁশ।

ভেজা চুলে যা করলে ক্ষতি হয়

ভেজা চুল বাঁধা বা আচঁড়ানোর কারণে চুল পড়ে যেতে পারে।

অফিস যাওয়ার তাড়া কিংবা দ্রুত কোথাও যেতে হবে এরকম পরিস্থিতিতে গোছল করে চুল আঁচড়িয়ে বেরিয়ে যান অনেকে।

ভেজা অবস্থায় চুল বাঁধা বা আঁচড়ানোর ফলে হয়ে যায় জটপ্রবণ ও রুক্ষ। পাশাপাশি চুলের গোড়া হয় ক্ষতিগ্রস্ত। ফেমিনা ডটইন'য়ে চুল ভালো রাখতে ভেজা অবস্থায় যে ভুলগুলো এড়িয়ে চলা উচিত সে বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হল। ভেজা চুল আচঁড়ানো: ভেজা অবস্থায় চুল সবচেয়ে দুর্বল থাকে। আর এই সময়ে চুল আঁচড়ালে এর ফলিকল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়াও ভেজা চুল আচঁড়ালে তা আগা ফাটা, ফুলে থাকা ও রুক্ষভাব সৃষ্টী করে। তাই চুল সম্পূর্ণ শুকানোর পরে তা আচঁড়ানো উচিত। ভেজা চুলে তাপ প্রয়োগ: 'স্টাইলিং টুলস' যেগুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করা এমনিতেই ভালো না। আর ভেজা চুলে এসব তাপীয় যন্ত্রের মাধ্যমে তাপ প্রয়োগ করা আরও ক্ষতিকর। ভেজা চুল তাপ বেশি শোষণ করে এবং 'পোড়া'ভাবের সৃষ্টি করে। তাই ভেজা অবস্থায় না বরং শুকিয়ে আসলে এগুলো ব্যবহার করা উচিত।

ভেজা চুলে ঘুমানো: চুল ভেজা অবস্থায় ঘুমানো চুলের ক্ষতির অন্যতম কারণ। এতে চুল ভেঙে যায় ও দুর্বল হয়ে পড়ে। সাধারণ বাতাসে চুল শুকানো সবচেয়ে ভালো। তবে ঘুমানোর আগে গোসল করা হলে 'ব্লো ড্রায়ার'য়ের সাহায্যে চুল শুকিয়ে নেওয়ায়া প্রয়োজন। ভেজা চুল জোরে তোয়ালে দিয়ে মোছা: ভেজা অবস্থায় চুল জোরে মোছা ঠিক নয়, এতে আগা ফাটা ও চুলের ফলিকল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই ভেজা চুল মসৃণ তোয়ালে দিয়ে আলতোভাবে প্রথমে পানি মুছে নিতে হবে। পরে তা বাতাসে শুকানো উচিত। ভেজা চুল বাঁধা: ভেজা চুলের গোড়া দুর্বল থাকে বলে তা বাঁধা ঠিক নয়। এই সময় চুল বাঁধা বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে। তাই ভেজা অবস্থায় চুলে ঝুঁটি, বেণি বা অন্য কোনো স্টাইল করা ঠিক নয়।

যৌবন ধরে রাখার মতো হাঁটার অভ্যাস যেভাবে গড়বেন

যে কোনো নতুন অভ্যাসের মতো হাঁটাহাঁটির অভ্যাস গড়ে তুলতেও প্রয়োজন সময় এবং চেষ্টা।

যুক্তরাষ্ট্রের হাঁটাহাঁটি বিষয়ক এবং 'এসিই' প্রশিক্ষক মিশেল স্ট্যানটেন বলেন, "হাঁটার রুটিন তৈরির আগে এর পেছনে আপনার অনুপ্রেরণার উৎস কী সেটা জানা জরুরি। ভর দুপুরে জুতা পরে পার্কে হাঁটতে যাওয়ার পেছনে কোনো নির্দিষ্ট কারণ যদি আপনি খুঁজে না পান তবে যাওয়ার কোনো মানে নেই।"

'ওয়েলঅ্যান্ডগুড ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তিনি আরও বলেন, "গবেষণা বলে ১৫ মিনিট হাঁটার কারণে বাড়ে সৃজনশীলতা, সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতা। হাঁটলে মন মেজাজ ভালো হয়, মানসিক অস্বস্তি কমে। তাই ভালো থাকতে হলে হাঁটতে হবে এমনটা না ভেবে হাঁটলে কী উপকার পাবেন সেটা ভাবলেই বেশি অনুপ্রেরণা পাবেন।"

হাঁটার অভ্যাসটা ধরে রাখতে হলে কিছু পরামর্শ মেনে চলতে বলছেন স্ট্যানটেন।

সামান্য দিয়ে শুরু: গবেষণা বলে সামান্য পরিমাণ ব্যায়ামও যদি নিয়মিত হয় তবে জীবন পাল্টে দেওয়ার মতো প্রভাব রাখতে সক্ষম। হাঁটা যখন শুরু করছেন প্রথমে পাঁচ কিংবা ১০ মিনিট থেকে শুরু করুন। এতে আপনার প্রতিদিন কোনো উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ব্যায়াম হবে না ঠিক তবে প্রতিদিন হাঁটার অভ্যাসটা তৈরি হবে। সেখান থেকে বাড়াতে হবে হাঁটার গতি, সময়, দূরত্ব ইত্যাদি।

যে ইঙ্গিত মনে করিয়ে দেবে: স্ট্যানটেন বলেন, "যে কেনো অভ্যাসে গড়ে ওঠার জন্য একটা নির্দিষ্ট ঘটনা প্রয়োজন যা ওই অভ্যাসটাকে সক্রিয় করবে। জীবনের দৈনন্দিন রুটিনের একটা কাজের বদলে সেখানে হাঁটাহাঁটি বসিয়ে তা বেশিদিন ধরে রাখা যাবে না। তবে প্রতিদিন করা হয় এমন একটা কাজের সঙ্গে যদি হাঁটতে বের হওয়ার সম্পর্ক তৈরি করা যায় তবে তা অভ্যাসে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা জোরালো হয়।"

যেমন, দুপুরে খাওয়ার পর এঁটো বাসনগুলো সিঙ্ক'য়ে রেখেই হাঁটতে বের হয়ে যাবেন, এটাই আপনার অভ্যাস। কিংবা প্রতিদিন সকাল ১১টার মিটিংটা শেষ করেই আপনি হাঁটতে যাবেন।

দৃশ্যপটে পরিবর্তন: স্ট্যানটেন বলছেন, "প্রতিদিন একই স্থানে হাঁটলে আপনার তাতে বিরক্তি আসতে পারে। স্থান পরিবর্তন করতে পারেন। ছুটির দিন দূরে কোথাও হাঁটতে যেতে পারেন। হাতে সময় না থাকলে প্রতিদিন যেখানে হাঁটা শেষ করে, সেখান থেকেই শুরু করতে পারেন। গতি বাড়াতে পারেন, বিরতি পথ দিয়ে দিয়ে হাঁটতে পারেন।" হাঁটার সঙ্গে প্রিয় কিছু জুড়ে নেওয়া: টিভিতে প্রিয় অনুষ্ঠানটা দেখা সময় ট্রেডমিল'য়ে হাঁটতে পারেন। এতে ওই অনুষ্ঠান দেখার সঙ্গে হাঁটার অভ্যাসটা জুড়ে যাবে। কোনো প্রিয় 'পডকাস্ট' থাকলে সেটা হাঁটার সময়ের জন্য বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। এতে হাঁটার অভ্যাসটা জোরালো হবে।

সোনালি মাছের শহরে

যদি কখনো হংকংয়ের কওলন শহরের মংককের টুং চুইয়ের রাস্তায় সন্ধ্যায় হাঁটতে বের হন, তাহলে চারপাশের উজ্জ্বল সোনালি আভায় চোখ ও মন জুড়িয়ে যাবে। টুং চুইয়ের ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে তাকালে মনে হবে যেন এক সোনার খনির মতো মনোমুগ্ধকর ও জাদুকরি স্বপ্নরাজ্যের মাঝে এসে পড়েছি। আর এই স্বপ্নরাজ্যই হচ্ছে হংকংয়ের বিখ্যাত গোল্ডফিশ স্ট্রিট, যা দিনে দিনে ছোট—বড় সবার কাছে ভীষণ পছন্দের ঘুরে বেড়ানোর জায়গা হয়ে উঠেছে। প্রায় ৩০০ মিটার রাস্তাজুড়ে ছড়িয়ে—ছিটিয়ে আছে অজস্র দোকান, যার অধিকাংশ দোকানে গোল্ডফিশ বিক্রি হয়। এসব দোকানের অ্যাকুয়ারিয়াম এবং ফুটপাতে পলিব্যাগে ঝুলিয়ে রাখা থাকে হাজার হাজার গোল্ডফিশ।

এই রাস্তা ধরে হাঁটলে আরও দেখা যাবে গোল্ডফিশকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা স্থানীয়দের জীবনযাপন, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। দোকানগুলো ভোরের আলো ফুটতে ফুটতেই খুলে যায় এবং দিনভর বেচাকেনা শেষে রাত ১০টায় বন্ধ হয়ে যায়। চায়নার নতুন বছর উপলক্ষে দোকানগুলো কয়েক দিন মাত্র বন্ধ থাকে, এ ছাড়া প্রতিদিনই খোলা। মনে রাখতে হবে, গোল্ডফিশের এই রাজ্য ঘুরে দেখার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময় সন্ধ্যার পর। কারণ, এই সময়ে গোল্ডফিশের সোনালি শরীরে চারপাশের আলো পড়ে এক অন্য রকম আবহ তৈরি করে। মাস ট্রানজিট ট্রেন, বাস ও ট্যাক্সি ব্যবহার করে খুব সহজেই এখানে চলে আসা যায়। ট্রেনে সবচেয়ে সুবিধা। খরচ তুলনামূলক কম এবং থামে প্রিন্স এডওয়ার্ড মংক মাস ট্রানজিট রেলওয়ে স্টেশনে, যেখান থেকে টুং চুইয়ে স্ট্রিটে হেঁটেই চলে আসা যায়। তবে রেল বা বাসে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ না করলে ট্যাক্সিতেও সরাসরি চলে আসা যায়। টুং চুইয়ের রাস্তায় নেমে বিখ্যাত গোল্ডফিশের রাজ্যে ঘুরতে ঘুরতে এর সম্পর্কে কিছু জেনে নেওয়া যাক।

গোল্ডফিশকে পুরো চীন, হংকং, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, মিয়ানমারে সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির প্রতীক এবং জীবনের অংশ হিসেবে দেখা হয়। অধিকাংশ বাড়িতে গেলেই অ্যাকুয়ারিয়ামে গোল্ডফিশ দেখা যায়। অনেকেই গোল্ডফিশের ছবি আঁকা তৈজসপত্র ব্যবহার করেন। অনেক দেশেই গোল্ডফিশ আকৃতির ও রঙের মজাদার বিস্কুট বানানো হয়, যা শিশুরা ভীষণ পছন্দ করে। এই বিস্কুট তৈরিতে পনির, মাখন, গম ও ভুট্টার ময়দা, মধু ব্যবহার করা হয়। চীন, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ায় গোল্ডফিশ ভাজা ও রান্না করে খাওয়া হয়।

গোল্ডফিশ বেশ সুপরিচিত একটি রঙিন মাছ। রূপের দিক থেকে এর জুড়ি মেলা ভার। বিশ্বের অন্যতম নামীদামি প্রজাতির মাছ এটি। এই মাছ সচরাচর ছোট আকৃতির হয়ে থাকে। গোল্ডফিশ পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের মাছ হলেও বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সব দেশেই এটি পাওয়া যায়। পৃথিবীতে প্রায় ১২৫ প্রজাতির গোল্ডফিশ আছে। মাছটি ২৫ বছর পর্যন্ত বাঁচে এবং ৪০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বড় হয়। যুক্তরাজ্যের নর্থইয়র্কশায়ারে ১৯৯৯ সালে একটি গোল্ডফিশ ৪৩ বছর বয়সে মারা গিয়েছিল। এটি গোল্ডফিশের বেঁচে থাকার রেকর্ড সাধারণত সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ও শখের বশে অনেকেই বাসার অ্যাকুয়ারিয়ামে গোল্ডফিশ পালন করে থাকেন। তাই বাসার অ্যাকুয়ারিয়ামে পালন করা অধিকাংশ মাছই দেখা যায় গোল্ডফিশ প্রজাতির। যেমন কমেট, ওয়াকিন, জাইকিন, সাবানকিন, ওরান্ডা, ব্ল্যাক মোর, ফান্টাইল, রুইকিন, ভেইল টেইল, রানচু ইত্যাদি। দেহের আকৃতি অনুসারে গোল্ডফিশ সাধারণত ডিম্বাকৃতি ও লম্বা দৈহিক গঠনের হয়ে থাকে। রোগ প্রতিরোধক্ষমতার দিক থেকে লম্বা দৈহিক কাঠামোর গোল্ডফিশগুলো বেশ শক্তিশালী হয়ে থাকে। সুইডেনে প্রচলিত আছে যে গোল্ডফিশের স্মৃতিশক্তি মাত্র তিন সেকেন্ডের। তাই কেউ কোনো কিছু মনে না রাখতে পারলে কখনো কখনো তাকে মজা করে 'গোল্ডফিশ মেমোরি' বলে ডাকা হয়। কিন্তু আসলে গোল্ডফিশের স্মৃতিশক্তি এত কম নয়। গোল্ডফিশ কোনো ঘটনা কমপক্ষে তিন মাস পর্যন্ত মনে রাখতে পারে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, অধিকাংশ গোল্ডফিশের স্মরণকাল ১২ দিন পর্যন্ত হতে পারে, যা অন্তত 'তিন সেকেন্ড' সময়ের চেয়ে অনেক বেশি। সন্ধ্যার আলোতে মংককের টুং চুইয়ে এবং এর আশপাশের রাস্তা ও ফুটপাতে হাঁটার অভিজ্ঞতা ছিল বৈচিত্র্যে ভরা। ঝলমলে আলোর মাঝে কত ব্যস্ত মানুষের মুখ, টুকরো টুকরো জীবনের নানা উপলক্ষ মন ভরিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। রাস্তার দেয়ালজুড়ে নানা ধরনের চিত্রকর্ম, বড় বড় মান্দারিন হরফে লেখা সাইনবোর্ড ও বিলবোর্ড, লন্ঠনের মতো নকশা করা লাইটের সৌন্দর্য যেন এই রাস্তার ঐতিহ্যকে তুলে ধরে। টুং চুইয়ের গোল্ডফিশ মার্কেট ছাড়িয়ে সামনের মোড়ে গেলেই চোখে পড়বে সে ইয়েং চই স্ট্রিট, ফা ইয়ান স্ট্রিট, সই স্ট্রিট ও ডুনডাম স্ট্রিট। তবে মনে রাখা ভালো, কওলন শহরের মংককের এই সব রাস্তাঘাট ও দোকানপাট আগে থেকেই লোকসমাগমের জন্য বিখ্যাত। এমন ঘন লোকসমাগমের রাস্তার জন্য গিনেস বুক অব ওয়ার্ল রেকর্ডসে মংককের নামও এসেছিল। ফলে এসব রাস্তা দিনরাত ২৪ ঘণ্টা ব্যস্ত ও কোলাহলপূর্ণ থাকে।

ফিলিপিন্সের পর এবার জাপানের জলসীমায় অনুপ্রবেশ চিনা রণতরীর

টোকিও, ১৯ নভেম্বর (হি.স.) : এবার জাপানের জলসীমায় অনুপ্রবেশ চিনা রণতরীর। গত শুক্রবার জাপানের সেনকাকু দ্বীপসমূহের পাশে জাপানের জলসীমায় ঢুকে পড়ে চিনের চারটি রণতরী। এই ঘটনায় সুই দেশের মধ্যে সংঘাতের আশঙ্কা আরও বেড়ে গিয়েছে বলেই মনে করছে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা। এর আগে ফিলিপিন্সের জলসীমায় ঢুকে পড়েছিল চিনা নৌবাহিনী। জাপানের সংবাদমাধ্যম কিওডো নিউজকে উদ্ধৃত করে স্পুটনিক জানিয়েছে, চলতি বছর এনিয়ে জাপানের জলসীমায় অন্তত সাঁইত্রিশবার অনুপ্রবেশ করেছে চিনা টহলদারি জাহাজ। বলে রাখা ভাল, পূর্ব চিন সাগরে জাপানের সেনকাকু দ্বীপসমূহকে বরাবর নিজেদের বলে দাবি করে এসেছে চিন। গত ফেব্রুয়ারি মাসে নয়া আইন পাশ করে নিজেদের উপকূলরক্ষী বাহিনীর হাতে আরও ক্ষমতা দেয় বেজিং। ফলে সেনকাকুর পাশে চিনের উপকূলরক্ষী বাহিনী আগ্রাসী হয়ে উঠবে বলে আশঙ্কা প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকদের। 'অনুপ্রবেশ' করলে বিদেশি জলযানগুলির উপর হামলা চালানোর অধিকার দিয়ে নিজেদের উপকূলরক্ষী বাহিনীকে আর আগ্রাসী করে তুলেছে শি জিনপিংয়ের প্রশাসন।

উল্লেখ্য, সমুদ্রে চিনা নৌবহরের আগ্রাসী কার্যকলাপের কথা মাথায় রেখে গত মার্চ মাসে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে আমেরিকা ও জাপানের উপকূলরক্ষী বাহিনীর মধ্যে। তাইওয়ানে আমেরিকার ডি ফ্যাক্টো দূতাবাস 'আমেরিকান ইন্সটিটিউট' থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছিল, দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত মউ-য়ে উপকূলরক্ষী বাহিনীর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, তথ্যের আদানপ্রদান ও কৌশলগত সহযোগিতার বিষয়টি রয়েছে।

কয়েকদিন আগেই ফিলিপিন্সের 'এক্সক্লুসিভ ইকোনোমিক জোন' তথা বিশেষ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের মধ্যে ঢুকে পড়ে চিনা উপকূলরক্ষী বাহিনী। ফিলিপিন্সের ফৌজের জন্য রসদ নিয়ে যাওয়া দু'টি নৌকার উপর জলকামান দিয়ে হামলা চালায় তারা। এই ঘটনায় কেউ আহত না হলেও দুই দেশের মধ্যে সংঘাতের আশঙ্কা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

মুখ্যমন্ত্রী না হওয়া পর্যন্ত বিধানসভায় ঢুকব না, ধনুকভাঙা পণ চন্দ্রবাবু নাইডুর

হায়দরাবাদ, ১৯ নভেম্বর (হি.স) : স্পিকারের সামনে শাসক দলের বিধায়করা তাঁর স্ত্রী সম্বন্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য করার অভিযোগ তুলে চোখের জল মুছতে মুছতে শুক্রবার বিধানসভা থেকে ওয়াক আউট করেন বিরোধী দলনেতা চন্দ্রবাবু নাইডু। তাঁর ধনুকভাঙা পণ, মুখ্যমন্ত্রী না হওয়া পর্যন্ত আর বিধানসভামুখো হবেন না। ৭১ বছর বয়সী টিডিপি নেতা ও রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আজ থেকে আর বিধানসভায় যাব না। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরই বিধানসভায় পা রাখব।'

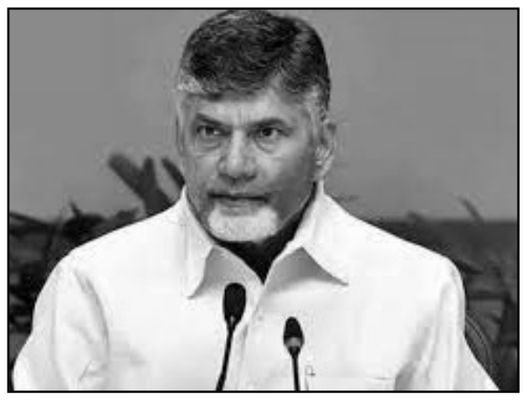

দলের সদর দফতরে সাংবাদিক সম্মেলনে কথাগুলি বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়েন চন্দ্রবাবু নাইডু। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কান্না চাপার চেষ্টা করেন।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, ওয়াইএসআর কংগ্রেস দলের বিধায়করা তাঁর স্ত্রী ভুবনেশ্বরী দেবীকে নিয়ে অপমানজনক কথা বলেছেন। তাঁর স্ত্রী রাজনীতি থেকে শতদূরে থাকেন। তা সত্ত্বেও তাঁকে জড়িয়ে উল্টোপাল্টা মন্তব্য করেন শাসক দলের বিধায়করা। যা মেনে নিতে পারেননি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তখনই সভা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। রাজ্য বিধানসভাকে মহাভারতের কুরু সভার সঙ্গে তুলনা করেন তিনি। কুরুসভাতে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করেছিল কৌরবরা। চন্দ্রবাবু বলেন, 'দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হল, আমার স্ত্রীকে টেনে এনে শাসক দলের বিধায়করা যখন উল্টোপাল্টা কথা বলছিল তখন নীরব দর্শক সেজে ছিলেন স্পিকার। তিনি আমাকে কথা বলার সুযোগটুকুও দেননি। তখনই ঠিক করি আর বিধানসভায় যাব না। নিজের অধিকার নিয়ে আমাকেই লড়তে হবে।

কেন্দ্রের তিনটি আইন বাতিলের ঘোষণা জয় কিষান আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর (হি. স.) : "মনে রাখবেন অহংকার কিন্তু এখনো চলে যায়নি - চালাকি এবং প্যাঁচের খেলা চলছে। বিজয়ের সঙ্কল্পের সাথে আন্দোলন জারি রাখতে হবে।"শুক্রবার এই ভাষাতেই প্রতিক্রিয়া জানাল জয় কিষাণ আন্দোলন। এক বিবৃতিতে তাদের তরফে জানানো হয়েছে, "গুরু নানাক দেব বলেছিলেন 'কিরাত করো" সৎ পথে মেহনতের রোজগারে জীবন যাপন করো। আজ গুরু নানকের জন্মদিনে খেটে খাওয়া কৃষকের জয় হয়েছে। ভারতের সব কৃষককে অভিনন্দন।

এই জয় কোন নেতা বা মোর্চার থেকেও বেশি সেই লক্ষ লক্ষ কৃষকদের যারা গত এক বছর দুঃখ কষ্ট ভুলে হাড় কাঁপানো শীতে, জলে ভাসানো বর্ষায় আর মাথা ফাটা গরমে দৃঢ় সংকল্পের সাথে আন্দোলন চালিয়ে গেছে। এই জয় সেই ৭০০ শহীদ কৃষকদের যারা প্রাণ দিয়ে এই আন্দোলনকে সফল করেছে। এই বিজয় ঐতিহাসিক কারণ কৃষক বুঝিয়ে দিয়েছে যে তাকে ইতিহাসের আবর্জনায় স্তূপে তাকে ফেলে দেওয়া যাবে না - কৃষক কেবল এই দেশের ইতিহাস ও অতীতের অংশ নয় - সে এই দেশের ভবিষ্যতের অংশীদার ও বটে। আজ অহংকারের মাথা নত হয়েছে। যে সরকার সংবিধান মানে না, আইন মানে না, মনুষ্যত্ববোধ মানেনা, কৃষকের সুখ দুঃখ নিয়ে যে ভাবে না - শেষ অবধি সেই সরকারকেই কৃষকের সামনে মাথা নত করেছে। হয়ত ভোটের জন্যই মাথানত করেছে কিন্তু তা হলেও সেটা গণতন্ত্রের জয় হয়েছে। কিন্তু এই জয় এখনো সম্পূর্ণ নয়। কৃষকদের দুটি প্রধান দাবি ছিল। একটা ছিল ৩টি কালা আইন বাতিল করার। তার সঙ্গে কৃষক বলেছিল যে তার মেহনতের পুরো দাম অর্থাৎ ন্যূনতম সমর্থন মূল্য, যা পাবার আইনি অধিকারের কথা প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজে ২০১১ সালে তুলেছিল যখন তিনি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, সেটা আইনি গ্যারান্টি মারফত কৃষকে দিতে হবে। আজ আংশিক ভাবে মাথার উপর থেকে এই ৩ কালো আইনের বোঝা নেমে গেল ঠিকই কিন্তু কৃষক প্রশ্ন করছে: আমরা পেলাম কি? তাই এই আন্দোলন চলতে থাকবে। আন্দোলন কিভাবে করা হবে তা সংযুক্ত কৃষক মোর্চার সব শরিক দল মিলে ঠিক করবে এবং তা সকলে মেনে নিয়ে চলবে।"

শিক্ষক নেতা মইদুল ইসলাম ও বিষপানকারী সেই পাঁচ শিক্ষিকা এবার তৃণমূলের পথে

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর (হি. স.) : অন্য জেলায় বদলি করে দেওয়ার অভিযোগ তুলে বিকাশ ভবনের সামনে বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন পাঁচ শিক্ষিকা। দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গে বদলি করে দেওয়ার অভিযোগ তুলে সেদিন সল্টলেকে বিক্ষোভ দেখায় শিক্ষক ঐক্য মুক্ত মঞ্চ। সেখানেই গলায় বিষ ঢালেন পাঁচজন। সেদিন এই ঘটনাকে বলা হয়েছিল বাংলার বুকে লজ্জা। শিক্ষিকারা বিষপান করতে বাধ্য হচ্ছেন এই সরকারের আমলে। এক শিক্ষিকা তো এই বিষপানের পর দীর্ঘদিন হাসপাতালে ভর্তিও ছিলেন। মইদুল ইসলাম অবশ্য এ বিষয়ে বলছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনিক কাজে তিনি অত্যন্ত খুশি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ভরসা রেখেই তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। আগামিদিনেও মুখ্যমন্ত্রীর দেখানো দাবি আদায়ের পথেই হাঁটতে চান তাঁরা। মইদুল ইসলাম জানান, আগামী রবিবার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর উপস্থিতিতে ডায়মন্ড হারবারে তৃণমূলে যোগ দেবেন তাঁরা। সমস্ত শিক্ষক ঐক্য মঞ্চই এবার থেকে তৃণমূলের সঙ্গে থাকবে। রাজ্যের যেখানে যেখানে তাঁদের সংগঠন রয়েছে, সেখান থেকেই প্রতিনিধিরা রবিবার ডায়মন্ড হারবারে যাবেন।

প্রশ্ন উঠছে, এই সেই মইদুল ইসলাম, এই সেই শিক্ষক ঐক্য মঞ্চের সদস্যরা যাঁরা আদি গঙ্গায় নেমে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে, যাঁরা এসএসকে এমএসকে শিক্ষিকাদের হয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল, কী কারণে তাঁরাই তৃণমূলের হাত ধরছে? এ প্রসঙ্গে শিক্ষক ঐক্য মঞ্চের নেতা মইদুল ইসলামের বক্তব্য, "লড়াই তো যে কোনও সময়ে করা যায়। এটা তো গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। একাধারে লড়াই থাকে, একাধারে আলাপ আলোচনা থাকে। এই সরকারের কিছু সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করেছি। সেটা আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু আমরা মনে করি সরকার যে ভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনমুখী প্রকল্প নিচ্ছে, বিভিন্ন খাতে অর্থ বরাদ্দ করছে, সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষকে পরিষেবা দিচ্ছে নিশ্চিত ভাবে তারা শিক্ষকদেরও সমস্ত দিকই দেখবে।"

কৃষি আইন প্রত্যাহার বুঝিয়ে দিল, ক্ষমতায় থাকলেই যা ইচ্ছে তা-ই করা যায় না : বাদশা মৈত্র

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর (হি. স.) : "কেন্দ্রের এই আইন প্রত্যাহার এক বছর পরে শান্তিতে ঘুমোতে দেবে কৃষকদের। স্বস্তি এনে দেবে সমস্ত দেশবাসীকেও। কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকলেই যা ইচ্ছে তা-ই করা যায় না, যাবে না সে কথা বুঝবে কেন্দ্রীয় সরকারও। কঙ্গনা রানাউত সহ বহু বিশিষ্ট জন বলছেন, এটা নাকি জেহাদিদের দেশ হয়ে উঠছে! আমি কিন্তু বলব, আরও এক বার জিতে গেল গণতন্ত্র।" শুক্রবার এই প্রতিক্রিয়া দেন বামপন্থী অভিনেতা বাদশা মৈত্র। তাঁর মতে, "যে তিনটি কৃষি বিল তড়িঘড়ি পাশ হয়ে আইন হয়েছিল সংসদের দুই কক্ষে, সেগুলি সত্যিই কৃষকদের পরিপন্থী ছিল।

কৃষি ব্যবস্থার বেসরকারিকরণ ঘটলে না খেয়ে মরতে হত কৃষকদের। সমস্ত জনসাধারণকেই। কারণ, আমাদের দেশ কৃষিনির্ভর।

এ কথা আমরা কোনও ভাবে আম জনতাকে বোঝাতে পারিনি। এটা আমাদের ব্যর্থতা। কৃষি আইন কার্যকরী হলে, মধ্যসত্ত্বভোগী হয়ে দাঁড়াত কিছু নির্দিষ্ট সংস্থা, যারা এখন বাজারদর নিয়ন্ত্রণ করে। এরা যদি কোনও কারণে কৃষি পণ্যের দাম কমিয়ে দিত তা হলে চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে হত কৃষকদের। আদালতে যাওয়ার রাস্তাও তখন খোলা থাকত না তাঁদের জন্য। দেশের এক জন নাগরিক হিসেবে কেন্দ্রের এই পদক্ষেপকে তাই স্বাগত জানাচ্ছি। মন থেকে চাইছি, সরকার ফসলের নির্দিষ্ট দাম বেঁধে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করুক। এতে দেশের কৃষকেরা বেঁচে যাবেন। পরিশ্রমের ন্যায্য মূল্য পাবেন। পাশাপাশি, এই জয় বিরোধী দলগুলিরও। তারা এই বিষয়ে এক জোট হয়েছিল। কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। এই জয় তাই দেশের জয়। শুধু কৃষক সমাজ নয়, সকলে মিলে উদযাপন করার দিন।"

খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার অবনতি

ঢাকা, ১৯ নভেম্বর (হি. স.) : বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে। চিকিৎসার জন্য দ্রুত বিদেশে না নিয়ে যেতে পারলে অবস্থার আরও অবনতি ঘটবে বলে আশঙ্কা চিকিৎসকদের। যদিও চিকিৎসার জন্য প্রাক্তন বিদেশ মন্ত্রীকে দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিতে রাজি নয় প্রশাসনের শীর্ষ মহল।

সরকার বিএনপি চেয়ারপার্সনকে বিদেশে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি না দিতে চাইলেও বিএনপি'র শীর্ষ নেতারা ইতিমধ্যেই দুবাই, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ড দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছেন। যাতে ওই সব দেশের বিশিষ্ট চিকিৎসকদের সঙ্গে দলনেত্রীর চিকিৎসা নিয়ে পরামর্শ পাওয়া যায়। পাশাপাশি প্রশাসনের উপরে চাপ সৃষ্টি করতে খালেদা জিয়ার পরিবারের সদস্যদের দিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে গত শনিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া। শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটায় রবিবার তাঁকে হাসপাতালের সিসিইউ-তে স্থানান্তরিত করা হয়। খালেদার চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, 'সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বিএনপি চেয়ারপার্সনের শারীরিক জটিলতা বাড়ছে। লিভার ও কিডনির অবস্থা খারাপ। গত শনিবার রক্ত বমি হওয়ার পরেই বিশেষ পরীক্ষা করা হয়। সেই পরীক্ষায় ধরা পড়েছে, বিএনপি চেয়ারপার্সনের লিভার প্রায় অকার্যকর। সুস্থ রাখার জন্য শরীরে অক্সিজেন সাপোর্ট বাড়ানো হয়েছে। ক্রমশই ইলেকট্রোলাইট সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও ক্লোরিন উপাদানের পরিমাণ কমছে।' হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি / কাকলি

রাজ্যপাল বিধানসভার জবাব তলব নিয়ে পাল্টা তোপ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর (হি. স.) : বিধানসভার কাজকে ব্যাহত করার চেষ্টা করছেন রাজ্যপাল। শুক্রবার রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের একটি বার্তার পর এই মন্তব্য করলেন পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

বিএসএফের পরিসর বৃদ্ধি নিয়ে বিধানসভায় প্রস্তাব নিয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষের ব্যাখ্যা চেয়েছেন রাজ্যপাল। এক সপ্তাহের মধ্যে জবাব তলব করলেন রাজ্যপাল। রাজ্যপালকে পাল্টা জবাব দিতে গিয়ে পার্থবাবু সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করেন, "উনি প্রতিনিয়ত বিধানসভার কার্যপ্রনালীকে নানাভাবে ব্যাহত করার চেষ্টা করছেন। পার্থবাবু বলেন, "বিধানসভার অন্দরে যা কিছু হবে তা বিধায়করা করবেন অধ্যক্ষের

নেতৃত্বে। ১৬৯ নম্বর ধারা আমাদের কার্যবিধির মধ্যেই পড়ে। আমরা সেই অনুযায়ী বিএসএফের পরিসর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রস্তাব এনেছি। সেটা গৃহিত হয়েছে। এটা রাজ্যপাল মহোদয়ের জানা উচিত। প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই জগদীপ ধনকরের সঙ্গে বিধানসভার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রাজ্যের বিরোধ প্রায় লাগাতার হয়ে উঠেছে। গত ২ জুলাই দুপুরে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধিবেশন শুরুর দিনই তুমুল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। হাতে প্ল্যাকার্ড ধরে, চিৎকার করে স্লোগান দিয়ে সভায় তুমুল হইচই বাধিয়ে দেন বিজেপি বিধায়করা। যার জেরে বক্তৃতা অসমাপ্ত রেখেই বিধানসভা ছাড়তে বাধ্য হন রাজ্যপাল। কৃষ্ণনগর উত্তরের বিধায়ক মুকুল রায় পিএসি চেয়ারম্যান হওয়ার পর রাজভবন—বিধানসভা সংঘাত ফের প্রকাশ্যে আসে। জল অনেকদূর গড়ায়। রাজ্যপালের চিঠি আর বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোকসভার স্পিকারকে নালিশ এই পরিস্থিতিতে সর্বভারতীয় স্পিকার সম্মেলনে রাজ্যপাল এবং কেন্দ্রীয় এজেন্সির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ১৫ সেপ্টেম্বর ভরা অধিবেশনে স্পিকার অভিযোগ করেন, তাঁকে অন্ধকারে রেখে কাজ করা হচ্ছে। যার ফলে বিধানসভার মর্যাদা ক্ষুন্ন হচ্ছে। কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি বিধায়কদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার আগে তাঁকে জানাচ্ছে না। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজ্যপালের বিধানসভায় অনধিকার চর্চা।

দিলীপ ঘোষ রাজ্যের 'এন্টারটেইনমেন্ট ফ্যাক্টর', খোঁচা বাবুল সুপ্রিয়র

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর (হি. স.) : দিলীপ ঘোষ আমাদের রাজ্যের এন্টারটেইনমেন্ট ফ্যাক্টর। সকালে তিনি যেটা বলেন, তা সারাদিন বাংলার মানুষের মনোরঞ্জনের কাজে লাগে। বিজেপি ছাড়লেও বাবুল ও দিলীপ ঘোষের সাপে ও নেউলে সম্পর্ক বজায় রয়েছে। নানা বিষয়ে দিলীপবাবুর বিরুদ্ধে বাবুল তোপ দাগেন। পাল্টা কটাক্ষ ছুঁড়ে দেন দিলীপ ঘোষও। সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল শুক্রবার। ত্রিপুরা পুরসভা নির্বাচনে প্রচারের জন্য গিয়েছেন বাবুল সুপ্রিয়। কিন্তু তাঁর এই ত্রিপুরা সফর নিয়ে কটাক্ষের সুরে মেদিনীপুরের সাংসদ দিলীপ ঘোষ জানিয়েছেন, 'তৃণমূল কী ত্রিপুরায় কোনও প্রার্থী দিতে পেরেছে? স্টার বা সুপারস্টার ওখানে প্রচারে যেতে

পারেন। কিন্তু, কার হয়ে প্রচার করবেন? ত্রিপুরায় তো তৃণমূল প্রার্থীই দিতে পারছে না। এমনটাই তো শুনছি।'যার পাল্টা দিতেও দেরী করেননি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। ত্রিপুরা সফরের আগে বাবুল বিমানবন্দরে দিলীপ ঘোষের কটাক্ষের পাল্টা দিতে গিয়ে 'এন্টারটেইনমেন্ট ফ্যাক্টর' প্রসঙ্গটি তোলেন। সেই সঙ্গে জানান, 'আমি দিলীপ ঘোষের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কোনও মন্তব্য করতে চাই না। ওঁকে ওঁর মতো করে বলতে দিন। তাঁর মন্তব্যে কিছু যায় আসে না। উনি গুরুত্বপূর্ণ নন। কিছুই যায় আসে না। দল আমাকে যেসব তথ্য দিয়েছে, সেগুলোই আমি মানুষের কাছে নিয়ে যাব। ত্রিপুরা বছর ধরে যাচ্ছি। কাজেই কী হয়েছে, আর কী হয়নি তার একটা খতিয়ান আমার কাছে আছে।'

বাবুল বলেন, 'আমি বিজেপি-তে ছিলাম। সেখানে থেকে বুঝতে পেরেছি কোথায় কোথায় ভুল হচ্ছে। ত্রিপুরার মানুষ কী চাইছে, তার মধ্যে কোনগুলো হচ্ছে না, সবই জানি। তথাগত রায় ওখানকার রাজ্যপাল ছিলেন। সে সময়ও ত্রিপুরার অনেকটা দেখার সুযোগ হয়েছিল। প্রথম থেকেই ছন্দপতন ছিল। সেটার তথ্য আমার কাছে আছে। দল যা চাইছে সেটাও তুলে ধরব। পাশাপাশি, নিজের অভিজ্ঞতাকেও কাজে লাগাব। আগামী দু'দিনের ত্রিপুরা সফর ভালো হবে বলেই মনে করছি।'

কৃষকদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে ফের কবিতা লিখলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর (হি. স.) : দেশের অন্নদাতাদের প্রতি হৃদয়ের শ্রদ্ধা জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন নতুন কবিতা। আবারও শব্দ-ছন্দ-কাব্যে নতুন কবিতা উঠে এল তাঁর কলমে। সংগ্রামকে অভিনন্দন জানিয়ে ফের কলম ধরলেন।

শুক্রবার দেশের ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিন। প্রবল কৃষক আন্দোলনের চাপে তিন বিতর্কিত কৃষি আইন প্রত্যাহার করেছে কেন্দ্র। খুশির হাওয়া কেন্দ্রবিরোধী সব মহলে। এবার তাঁদের সেই আনন্দের শরিক হয়েই কবিতা লিখলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অন্নদাতার অন্নর অধিকার/ফিরিয়ে দিতে হবেই/ মাঠ-মাটি-জমি প্রান্তরে/ কৃষিক্ষেত্র জাগবেই" — এভাবেই কথামালায় শুরু হয়েছে তাঁর নতুন কবিতা। কৃষকদের সংগ্রাম, আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গিয়েছে কবিতার স্রোত। মধ্যভাগে শাসকের ঔদ্ধত্য, অহংকারের ভগ্নদশা, অস্ত্রের ঝংকারকে ভেঙেচুরে দিয়ে কীভাবে কৃষকরা প্রতিবাদের আগুন জ্বালিয়ে রেখেছেন, সেকথা উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আর শেষভাগে সেই জীবনের জয়গান — "তবুতো থামোনি/ থামোনি তোমরা/ লড়ে গেছো আপন গৌরবে/ তাই তো আজ জয়ী হলে তোমরা/ অভিনন্দন সংগ্রামী সৌরভে"। তবে প্রথম নয়।

এর আগে নানা ইস্যুতে প্রতিবাদে কলম গর্জে উঠেছে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর। এনআরসি, সিএএ থেকে কৃষি আইন প্রণয়ন — সবেতেই তাঁর কবিতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন আমজনতা। এবার নতুন বিষয় — কৃষি আইন প্রত্যাহারের মতো কেন্দ্রের ঐতিহাসিক ঘটনায় কৃষকদের প্রতিরোধী মনোভাবকে কুর্নিশ করে রচনা করলেন নিজের কবিতা।

আইন প্রত্যাহার নিয়ে বিমান বসু, অশোক ভট্টাচার্য, সুজন চক্রবর্তী : তিন বাম নেতার প্রতিক্রিয়া

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর (হি. স.) : গুরুনানক জয়ন্তীতে দেশবাসীর উদ্দেশে বড় ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিতর্কিত তিন কৃষি আইন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণায় কার্যত আনন্দলহরী বয়ে গিয়েছে গোটা দেশে। লাগাতার এক বছরের বেশি সময় ধরে চলা এই কৃষক আন্দোলনকে আগেই সমর্থন জানিয়েছিল বাম শিবির। এবার, কৃষকদের জয়ে শুভেচ্ছা বার্তা জানালেন শীর্ষ আরও তিন বাম নেতা।

বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, "ওই তিনটি বিল গায়ের জোরে পাশ করিয়েছিল কেন্দ্র। জবরদস্তি চালু করবে বলে উঠে পড়ে লেগেছিল। ওই আন্দোলনে ১০০ জনের বেশি কৃষক প্রাণ দিয়েছেন। তাঁদের রক্তের বিনিময় ব্যর্থ হয়নি। প্রধানমন্ত্রী বুঝতে পারছেন জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে তার ফল কী হবে! যে কৃষকরা তাঁদের মহামূল্য জীবন দিলেন তা কি ফিরিয়ে দিতে পারবেন মিস্টার মোদী? এই জয় কৃষকদের বড় জয়।"সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্য বলেন, "এ এক ঐতিহাসিক জয়। আমি স্বাধীনতা আন্দোলন দেখিনি। এই আন্দোলন দেখলাম। ধারাবাহিকভাবে এই আন্দোলনের চাপেই আইন প্রত্যাহারে বাধ্য হয়েছে কেন্দ্র। আমরাও শিখলাম। আন্দোলনের ধারা আগামীতে এমনটাই হবে। আশা করি কৃষি আইন প্রত্যাহারের পাশাপাশি, অন্য সব ক্ষেত্রেও পিছু হটবে সরকার।" অন্যদিকে, বাম নেতা সুজন চক্রবর্তীর কথায়, "প্রধানমন্ত্রীর দম্ভের অবসান হল। বিগত এক বছর ধরে এই আন্দোলন চলেছে। এই জয় সাধারণ কৃষকের জয়। আন্দোলন করতে গিয়ে প্রাণ দিতে হয়েছে কৃষকদের।"

১০৩২৩ ভিক্টিমাইজ শিক্ষক সংগঠনের সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৮ নভেম্বর।। "১০৩২৩ এই সংখ্যাটা বহুবছর ধরে আমরা শুনে আসছি। আপনারা ভিক্টিমাইজড। যদিও বর্তমানে এই সংখ্যাটা আর নেই। কেউ টেট দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এখন পর্যন্ত ১১৪ জন প্রয়াত হয়েছেন। যদিও ২০১৮'র আগে ১১৪ জনের মধ্যে ৪৮ জনের মতো শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রয়াত হয়েছিলেন। এই সংগঠনের প্রদীপ বাবু এবং অরবিন্দ বাবুরা প্রায়শ:ই এ রাজ্যের বর্তমান মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা তৎকালীন বিজেপি রাজ্য সভাপতি বিপ্লব কুমার দেব বা তৎকালীন রাজ্য প্রভারী সুনিল দেওধর জি'র সাথে সাক্ষাৎ করতেন। ১০৩২৩ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দু:খ, দুর্দশার কথা আলোচনা করতেন। আমিও শোনতাম। হৃদয় চায় আপনাদের জন্য কিছু করার। কিন্তু আইনের জাতাকলে আপনারা আটকে গেছেন। আপনারা সবাই জানেন কাদের কারনে এসব হয়েছে। যারা আইন না মেনে চাকরী দিয়েছিলেন এবং যারা যে ইস্কনে বিষয়টিকে হাইকোর্ট পর্যন্ত নিয়ে গেছেন, আপনারা সবটাই জানেন। এরপরও কত খেলা হয়েছে। অনেকেই আপনাদের নিয়ে খেলেছেন। তারপরও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী আপনাদের বিষয়ে সর্বদা সহৃদয়। গতকালও কথা হয়েছে। তবে শিক্ষকতা থেকে নিচের দিকে কোন কাজে নিযুক্ত হওয়ার মতো মর্যাদিক কাজ হতে পারে? এটা দুর্ঘটনার সামিল। তারপরও ভীষণ ডকুমেন্টের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবজি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে ১০৩২৩ এর বিষয়টিকে নিয়ে ভাবছেন। এছাড়া অসম রাজ্যেও এমনই কিছু সমস্যা হয়েছিল কিন্তু বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাজি সেটার সমাধান করেছেন। আমরাও এবিষয়ে কথা বলবো। আপনাদেরকে নিয়ে সরকার না বিজেপি কেউই কোনো রাজনৈতিক খেলা খেলতে চায়না।" "অল ত্রিপুরা ১০৩২৩ ভিক্টিমাইজড শিক্ষক সংগঠন"-এর ডাকে আজ ১৮ই নভেম্বর আগরতলাস্থিত রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত সাংগঠনিক সভায় আলোচনা করতে গিয়ে এভাবেই নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা।

এদিন ভিক্টিমাইজড সংগঠনের সাংগঠনিক সভার উদ্বোধন করে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বিজেপি রাজ্য প্রভারী বিনোদ সোনকরজি বলেন, "আপনাদের সমস্যা সবচেয়ে দু:খজনক। সবচাইতে বড়ো সমস্যার সম্মুখিন আপনারা। আর এমনই সমস্যা আপনারা সহ্য করছেন যাতে আপনাদের কোনো হাত নেই। যে ভুল আপনারা করেননি সেই ভুলের মাশুল আপনাদের গুনতে হচ্ছে। বিজেপি দল এবং বর্তমান সরকার ১০৩২৩ ইস্যুতে সম্পূর্ণ সংবেদনশীল। আমি এখানে আসার আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীজি'র সাথে সাক্ষাৎ করেছি। যে শিক্ষকদের হাত ধরে রাষ্ট্রের নির্মান হয় সেই শিক্ষকরা ভিক্টিমাইজড কি করে হয়? আপনাদের বিষিয়টি আমাদের জন্য রাজনৈতিক নয়, সামাজিক বিষয়। তাই আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি বর্তমান সরকার আপনাদের বিষয়ে সংবেদনশীল। আজ থেকে আমিও আপনাদের সাথে সামিল হলাম। দেশের শীর্ষ আদালতের রায়ের পরও সরকার আপনাদের জন্য যা করা যায় তাই করবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সংবেদনশীল। রামায়ণে যেভাবে শ্রীরাম লঙ্কা বিজয়ের সময় সমুদ্রের উপর সময় একটা সেতু বানিয়েছিলেন, সেখানে যারা সহযোগী ছিলেন ঠিক তেমনি আমিও একজন প্রভারী হিসাবে আপনাদের সাথে থাকবো। আপনাদের একটা সম্মানজনক সমাধান না হওয়া অবধি আমরা আপনাদের সাথে আছি।"

অপরদিকে ভিক্টিমাইজড সংগঠনের রাজ্য সভাপতি প্রদীপ বণিক স্বাগত ভাষন রাখতে গিয়ে বিগত বাম সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। এবং ১০৩২৩ এই সংখ্যার উৎপত্তির জন্য পূর্বতন সরকারকে তুলোধুনো করেন। প্রদীপ বাবু বলেন, একসময় যারা ৭ বছর বা ১০ বছর শিক্ষকতা করেছেন আজ তারা রাস্তায় বসে আছেন। এরজন্য দায়ী বাম সরকারের শ্রমিক শোষন নীতি। আজকের দিনে ১০৩২৩ শিক্ষক সমাজ যখন রাস্তায় তখন আমাদের সুরসুরি দিয়ে বিভিন্নভাবে বিপথগামী করার চেষ্টা হচ্ছে। ১০৩২৩ এর কোন কালার নেই। ১০৩২৩ ভিক্টিমাইজড। মানিক বাবুর নোংরা রাজনীতির কারনে আমরা বিভাজিত হয়েছি।

আমরা কোন পার্টি বুঝিনা। আমরা কোন রং বুঝিনা। যদি আমাদের জন্য কিছু করতে হয় তবে এই বিজেপি পরিচালিত সরকারটাকেই করতে হবে। তাহলে কেন আমরা এই সরকারটাকে সমর্থন করবো না। যারা আমাদের জলে ভাসিয়ে দিয়ে গেছেন আমরা তাদের সাথে থাকবো নাকি জনদরদী বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীজি'র সাথে থাকবো, সেটা আপনারা বিচার করে নেবেন।"

"অল ত্রিপুরা ১০৩২৩ ভিক্টিমাইজড শিক্ষক সংগঠন"-এর ডাকে আজ ১৮ই নভেম্বর আগরতলাস্থিত রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে এক সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে উক্ত সভার শুভ উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবক তথা রাজ্য প্রভারী, ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি বিনোদ সোনকর। ছিলেন রাজ্য সভাপতি, ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি ড় মানিক সাহা। উপস্থিত ছিলেন এটিভিটি সংগঠনের রাজ্য সভাপতি প্রদীপ বণিক, রাজ্য সাধারন সম্পাদক অরবিন্দ শর্মা সহ অন্যান্যরা। প্রথমেই জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এরপর ১০৩২৩ এর ১১৪ জন প্রয়াত শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সদ্য মনীপুরে শহীদ জওয়ানদের আত্মার সদগতি কামনায় ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এদিনকার সাংগঠনিক সভায় ১০৩২৩ ক্ষতিগ্রস্থ চাকুরীচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যনীয়। এদিন এছাড়াও আলোচনা করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অরবিন্দ শর্মা, ডলি চক্রবর্তী, রিতাবালা দেববর্মা, প্রমুখ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিকেআই স্কুলে ভোটকর্মীদের ভোট

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া ,১৯ নভেম্বর।। নির্বাচন কমিশনের সময়সূচি অনুযায়ী শুক্রবার ১৯ শে নভেম্বর এবং আগামীকাল ২০ নভেম্বর সারা রাজ্যের সাথে বিলোনিয়া বি কে আই স্কুলে সকাল ১০ ঘটিকা থেকে শুরু হয় ভোটের কাজে নিযুক্ত বিভিন্ন কর্মচারীদের পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া, দুপুর পর্যন্ত ১১০ টি পোস্টালের মধ্যে প্রায় অর্ধেক গ্রহণ হয়।আর যে সকল ভোটাররা বাকি থাকবে তাদের জন্য আগামীকালও চলবেএই পোস্টাল ব্যালটে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া, সকাল থেকে এই ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই ,সম্পূর্ণ নিরাপত্তা মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সুষ্ঠুভাবে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া চলছে, রিটার্নিং অফিসার তথা মহকুমা শাসক মানিকলাল দাসের তত্ত্বাবধানে চলছে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া।

বিলোনীয়ায় তৃণমূলের প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৯ নভেম্বর।। পৌর ও নগর ভোটের দিনক্ষন ঘোষণা হতেই বিলোনিয়া পৌর পরিষদের নির্বাচনে তৃনমুল কংগ্রেস ছয়টি আসনে মনোনীত প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করেই মনোনীত প্রার্থীদের সমর্থনে আর্শিবাদ চাইতে জনতার দরবারে। শুক্রবার সকালে১৪ নং ওয়ার্ডের তৃনমুল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী আশিষ বিশ্বাসের সমর্থনে জোড়া ফুলে ভোট দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীকে জয়যুক্ত করার আহ্বানে বাড়ি বাড়ি প্রচার করে কলেজ স্কোয়ার এলাকায়। পাশাপাশি শুক্রবার বিকেলেও সাতমুড়া এলাকায় ৬ নং ওয়ার্ডের তৃনমুল কংগ্রেসের মনোনীত শ্যামল সোমের সমর্থনে হয় নির্বাচনী বাজার সভা। তৃনমুল কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতা ত্রিদিব দত্তের নেতৃত্বতে নির্বাচনী কর্মসূচি হাতে নেয়। এদিনের নির্বাচনী প্রচারে উপস্থিত ছিলেন , তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কাজল বনিক , প্রার্থী শ্যামল সোম, রাহুল মজুমদার, আশিষ বিশ্বাস , প্রশান্ত সেন সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

উদয়পুরে পৃথক দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত পাঁচজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৯ নভেম্বর।। আবারো সড়ক দুর্ঘটনা একই থানার অন্তর্গত দুই পৃথকস্থানে। প্রথম ঘটনা বাইক ও স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত তিন জন। প্রথম ঘটনা শুক্রবার সন্ধ্যা আনুমানিক সাড়ে সাতটায় উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত চন্দ্রপুর সিদ্দিকউল্লা ডাউন এলাকায়। সংবাদ সূত্রে জানা যায় দ্রুত গতিতে স্কুটি চালানোর ফলেই সংঘটিত হয় এই দুর্ঘটনাটি। ফলে ৩ জন ছিটকে পড়ে রক্তাক্ত অবস্থায় জাতীয় সড়কে লুটিয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীরা দেখতে পেয়ে উদয়পুর অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের খবর দেন , অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। আর এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা চন্দ্রপুর এলাকায়।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে রাধাকিশোরপুর থানার এ এস আই সঞ্জিত দেবনাথের নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে ঘটনার তদন্ত শুরু করেন এবং দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইক ও স্কুটিকে থানায় নিয়ে আসে। সড়ক দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দুর্ঘটনা স্থলে আসেন ৩২মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ। ঘটনা স্থলে আহতদের সাথে কথা বলেন, ঘটনার খোজখবর নেন এবং আহতদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ এবং ওনার সাথে থাকা মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন সুজন কুমার সেন। দ্বিতীয় সড়ক দুর্ঘটনার ঘটনাটি সংঘটিত হয় একই রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত বাগমা আউট পোষ্ট সংলগ্ন বন দপ্তরের অফিস এলাকায়। ঘটনা শুক্রবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ উদয়পুর থেকে বাইকে চেপে দুই যুবক আগরতলার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। কিন্তু হঠাৎ বাগমা বনদপ্তরের অফিসের সামনে জাতীয় সড়কের ওপর থাকা ডিভাইডারের মধ্যে দ্রুত গতিতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। বাইক নম্বর টি আর-০১- ডি ৯৯১০।

জানা গিয়েছে , দুই যুবকের বাড়ি আগরতলা মরা চৌমুহনী এলাকায়। বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম অবস্থায় দুই যুবক রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে। দুর্ঘটনার পরে বাগমা ফাঁড়ি থানার ওসি খোকন সাহা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে খবর দেয় উদয়পুর দমকল দপ্তরের কর্মীদের কে। পরে দমকল দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আহত ২ যুবককে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসা করানোর জন্য। বর্তমানে দুই যুবক হাসপাতাল চিকিৎসাধীন। সড়ক দুর্ঘটনার ঘটনা উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় উদয়পুরের জনগণ উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত। ট্রাফিক ব্যাবস্থা আঁটোসাটো হওয়া দরকার বলে দাবি উঠেছে সংশ্লিষ্ট মহল থেকে।

উদয়পুরে সমবায় সপ্তাহ পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৯ নভেম্বর।। প্রতি বছর ১৪ নভেম্বর থেকে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত সমবায় সপ্তাহ উদযাপন করা হয়। এই বৎসর গোমতি জেলার মূল অনুষ্ঠান হয় গকুলপুর এগ্রিকালচার চৌমূহনী স্থিত পঞ্চায়েত রাজ ইনস্টিটিউটের কনফারেন্স হলে। এই বৎসর ৬৮ তম অখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ পালিত হচ্ছে। এই ৬৮ তম সমবায় সপ্তাহ ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে শুক্রবার গকুলপুর স্থিত পঞ্চায়েত রাজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট হল ঘরে গোমতী জেলা ভিত্তিক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে গোমতী জেলা ভিত্তিক আলোচনা চক্রের উদ্বোধন করেন রাজ্যের সমবায় ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী রাম প্রসাদ পাল। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা সভাধিপতি স্বপন অধিকারী, ৩২ মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ,৩০ বাগমা বিধান সভা কেন্দ্রের বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, বিধায়ক বুবর্গে মোহন ত্রিপুরা , গোমতি জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি দেবল দেবরায়, উদয়পুর পুরপরিষদের প্রাক্তন পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উদয়পুর প্রাইমারি মার্কেটিং কো অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের চেয়ারম্যান তথা পুর পরিষদের বরিষ্ঠ কাউন্সিলর বিক্রম দাস। এই আলোচনাচক্রে সমবায় সমিতির সদস্য সদস্যাদের উপস্থিতি ছিলো লক্ষ্যণীয়। আলোচনা সভায় আগত সকলেই তথ্য শুনে খুশি হয়েছেন।

উদয়পুর বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে চালু হল আধার সংযুক্তিকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর,১৯ নভেম্বর।। শিক্ষার্থী দের অসুবিধার কথা মাথায় রেখে শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগ উদয়পুর মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিসে আজ থেকে চালু হলো আধার সংযুক্তি করন প্রক্রিয়া। আজ উদয়পুর মহকুমা শাসকের আধার সংযুক্তি করন বিভাগে এক দিনের ট্রেনিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে উদয়পুর মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শক সোমনাথ চক্রবর্তীর হাতে এই আধার সংক্রান্ত যাবতীয় যন্ত্রপাতি তুলে দেওয়া হয়। আজ প্রথম দিন অল্প কিছু শিক্ষার্থী নিয়ে এই মহৎ কাজের শুভ সূচনা হয়। যেহেতু ছাত্র / ছাত্রীদের যে কোন সুযোগ সুবিধা বিগত কয়েক বছর ধরে অন লাইনে প্রদান করা হচ্ছে এবং অন লাইনে আধার সংযুক্তি বাধ্যতামূলক, তাই আধার সংযুক্তির অভাবে অনেক শিক্ষার্থী সরকারী বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পেতে বিলম্বিত হতো অথবা হয়রানির শিকার হতো। সেই উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে মহকুমা আধার সংযুক্তি বিভাগ থেকে আজ মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শকঅফিসে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের আধার হীন শিক্ষার্থীরা এই সেন্টারে আধার আপডেট করাতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে এখন থেকে মঙ্গল ও বুধবার সকাল এগারোটা থেকে তিনটা পর্যন্ত উদয়পুর মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিসে, অথবা বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার টেপানিয়া বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে সকাল এগারোটা থেকে এই আধা, আই কার্ড সংশোধন করতে পারবে প্রতি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এই সুযোগ পাবেন। ফলে বিদ্যালয়ে সরকারী বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে এত দিন বঞ্চিত করা হলেও কিছুটা হলেও রক্ষা পেলো বলে। এই সুযোগ পেয়ে শিক্ষার্থীরা যার পর নাই খুশি। এই পরিষেবা প্রদানে মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিসের কাদের হোসেন, চন্দন দে, পৃথ্বীরাজ চৌধুরী সহ সংশ্লিষ্ট মহলের সাথে বিশদ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

কৃষি আইন প্রত্যাহারে সন্তোষ প্রকাশ সিপিআইএমএলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৯ নভেম্বর।। আজ কৃষিক্ষেত্রে মোদি সরকারের কর্পোরেট ফ্যাসিবাদী কোম্পানি রাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পরাজিত হয়েছে এবং ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের মহান বিজয়ের দিন ঘোষিত হয়েছে বলে সিপিআই(এমএল) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন। সিপিআই(এমএল) ও অখিল ভারত কিষাণ মহাসভা আজকের দিনটিকে ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের মহান বিজয়ের দিন বলে আখ্যায়িত করছে এবং তিন কৃষি আইন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছে। আজ কর্পোরেট ফ্যাসিবাদী কোম্পানি রাজ প্রতিষ্ঠার জোরপূর্বক প্রয়াস পরাস্ত হয়েছে। কৃষি - কৃষক বিরোধী ৩টি কেন্দ্রীয় কৃষি কালা কানুন বাতিল করার দাবীতে কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ - বীরোচিত সংগ্রাম ও মহান আত্মত্যাগের কাছে উদ্ধত মোদি রাজ পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু সংসদে এই আইন প্রত্যাহার,ন্যূনতম সহায়ক মূল্য গ্যারান্টি আইন প্রনয়ণ, ৭০০ -র অধিক আন্দোলনরত সংগ্রামী কৃষকদের আত্মবলিদানের প্রতি ন্যায়বিচার,কিষাণ হত্যাকারী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনিকে বরখাস্ত করার পরই দিল্লীর বর্ডারে আন্দোলনরত কিষাণেরা ঘরে ফিরবে। এখন উপযুক্ত সময় যখন কেন্দ্রীয় মোদি সরকারের উপর দেশের শ্রমিক ও নাগরিকদের পক্ষ থেকে চাপ তৈরী করতে হবে যাতে শ্রম কোড, সিএএ বাতিল করা হয় এবং জাতীয় মুদ্রাকরন পাইপলাইন প্রকল্প বাতিল করে জাতীয় সম্পদ অবাধে বিক্রি করা বন্ধ করা হয়। দানবীয় উপা(ইউএপিএ) আইন বাতিল করা হয়। এই দাবীগুলি আদায়ে আন্দোলন জারি থাকবে। তাছাড়া ক্ষমা চাওয়ার নাটক বন্ধ করে সবার আগে দেশে স্বাধীনতা উত্তর ৭৫ বছরে সর্বোচ্চ মূল্যবৃদ্ধি, বেরোজগারী রোধ করতে হবে এবং দেশবাসীর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।সিপিআই(এমএল), ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির পক্ষে সম্পাদক পার্থ কর্মকার ও , অখিল ভারত কিষাণ মহাসভা (এআইকেএম)ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির পক্ষে মানিক পাল এই প্রেস বিবৃতি দিয়েছেন

পুর ও নগর ভোটকে প্রহসনে পরিণত করা হচ্ছেঃ টিইউসিসি

আগরতলা, ১৯ নভেম্বর।। বিজেপি, আই পি এফ টি একটি জোট সরকার দীর্ঘ তালবাহানা করে মেয়াদ শেষ হওয়ার এক বৎসর পর আগরতলা পুর নিগম ও ১৯ টি নগর সংস্থার নির্বাচন ঘোষণা করেছেন। প্রায় এক বৎসর নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার কে হরণ করেছেন। আগামী ২৫ নভেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচনকে বিজেপি আইপিএফ,টি জোট সরকার প্রহসনে পরিণত করেছে। টি.ইউ.সিসি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি ভোটারদের নিকট আহ্বান করেছে, বিজেপিকে একটিও ভোট নয়। কারণ ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে বিজেপি-আইপি একটি জোট সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার একটিও পূরণ করে নাই। সেই সময় তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মিস কলের মাধ্যমে ঘরে ঘরে চাকরি দিবেন। প্রথম বৎসরে ৫০ হাজার চাকরি দিবেন। কর্মচারীদের ৭ম বেতন কমিশন চালু করিবেন। রেগায় ও টুয়েপ্সে ৩৪০ টাকা মজুরি এবং বৎসরে ২০০ দিনের কাজের ব্যবস্থা করবেন, সামাজিক ভাতা দুই হাজার টাকা করবেন। ১০,৩২৩ শিক্ষকদের নিয়মিত চাকরি ব্যবস্থা করবেন। বিজেপি-আইএফটি জোট তার একটি ও পূরণ করে নাই বরং ১৩ হাজারের বেশি শিক্ষক কর্মচারী চাকরি থেকে ছাঁটাই হয়েছেন। প্রায় ৫০ হাজারের বেশি সামাজিক ভাতা প্রাপকের নাম বিনা কারণে বাদ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক কর্মচারীরা ২৮ শতাংশ ডি.এ. প্রাপ্য। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিকে বেসরকারীদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। রাজ্যে প্রতিদিন খুন হচ্ছে। মহিলারা ধর্ষিত হচ্ছে। মানুষের নিরাপত্তা নেই। ৫ টি নগর সংস্থার বিরোধী দল গুলির প্রার্থীরা মনোনয়ন পত্র দাখিল করতে দেওয়া হয় নাই।

এছাড়া আগরতলা পুর নিগম পাঁচ জন প্রার্থীকে মনোয়ন প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেছেন। রাজ্যে আইনের শাসন বলে কিছু নেই। রাজ্যে সংবাদিকদের কোনও নিরাপত্তা নেই। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সাংবাদিকরা আক্রান্ত হচ্ছে। টি. ইউ. সিসি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি আগরতলা পুর নিগম ও নগর সংস্থার ভোটারদের নিকট আহ্বান করছে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন এবং বিজেপিকে একটিও ভোট নয়।

ব্রীজ

● আটের পাতার পর

এই ব্রীজ পরিদর্শন করে বীরেন্দ্র কিশোর বলেছিলেন ক্ষমতায় আসলে ব্রিজ এবং ব্রিজের দিকে রাস্তা বাউন্ডারি ওয়াল দিয়ে গ্রামবাসীদের সুবিধার্থে ঠিক করে দেওয়া হবে। কিন্তু বিধায়ক হওয়ার পর কেটে গিয়েছে প্রায় চার বছর।আজ পর্যন্ত এই ব্রীজ পরিদর্শনে আসেন নি উনি। দিনদিন ব্রিজের দুই দিকের অংশ নদীতে চলে যাচ্ছে। গ্রামবাসী চলাফেরা করতে পারছে না।যার ফলে বাধ্য হয়ে গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে প্রত্যেকটি পরিবার থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে ব্রিজের পাশে হানা দিয়ে মাটি ফেলে কিছুটা ঠিকঠাক করেছিল। কিন্তু বর্ষায় সমস্ত মাটি নদীতে চলে গিয়েছে। এখন প্রতিটা মুহূর্ত প্রতিটা গ্রামবাসি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাফেরা করছে এই ব্রিজের উপর দিয়ে। যেকোনো সময় ব্রিজসহ নদীতে চলে যাবে। বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছে এলাকাবাসী। এলাকাবাসীর দাবি অতি দ্রুত যাতে স্থানীয় বিধায়ক জম্পুই জলা ব্লকের বিডিওর সঙ্গে কথা বলে এবং দপ্তর এর সঙ্গে কথা বলে ব্রিজ এবং বীজের দুই দিকের রাস্তা ঠিক করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। না হলে অতি দ্রুত গ্রামের মানুষ প্রমোদনগর জম্পুইজলা রাস্তা অবরোধে শামিল হবে। কারণ তাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গিয়েছে। এখন দেখার বিষয় বিধায়ক এবং প্রশাসন এলাকাবাসীর সমস্যা নিরসনে কত দ্রুত হস্তক্ষেপ করে?কারণ এলাকাবাসীর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছে এই ব্রিজকে নিয়ে।

কিষাণ সভা

● প্রথম পাতার পর

এআইকেএস দাবি করে যে প্রধানমন্ত্রী এবং বিজেপি সরকারকে তাদের সংবেদনশীল এবং অনড় অবস্থানের কারণে শত শত প্রাণহানির দায় নিতে হবে এবং জাতির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। ঐক্যবদ্ধ কিষাণ আন্দোলনের হাতে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের এটি দ্বিতীয় পরাজয়। কৃষকদের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে তারা এর আগে জমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা কৃষিকে কর্পোরেটাইজ করার এবং আগ্রাসীভাবে নব্য উদারনৈতিক অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে একটি বড় বিজয়। এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের শহীদদের অভিবাদন জানায় এবং আমাদের সকল দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শপথ নেয়।

বিজেপি সরকার চরম দমনপীড়ন চালিয়েছিল এবং কৃষকদের প্রতিবাদকে খারাপ করার জন্য কর্পোরেট মিডিয়া ব্যবহার করেছিল, প্রধানমন্ত্রী নিজেই প্রতিবাদী কৃষকদের "আন্দোলজীবিস" বলে উপহাস করার অভিযোগের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আরও অনেক নেতা কৃষককেও অপমান করেছেন। তারা এই সংগ্রামকে দেশবিরোধী বলে হেয় প্রতিপন্ন করেছিল এবং একে অপদস্থ করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। এই বিজয় এমন সব আক্রমণের উপর জয়লাভ করেছে। ভারতের কৃষক ও জনগণ চরম দমন-পীড়ন, নৃশংস হামলা, আমাদের কমরেডদের হত্যা এবং কৃষকদের প্রতি অপমান ভুলে যাবে না। কংক্রিটের দেয়াল, কাঁটাতার ও ব্যারিকেড, পরিখা খোঁড়া, পেরেক লাগানো, অপমান, জলকামান, টিয়ারগ্যাস, ইন্টারনেট বন্ধ, সাংবাদিকদের ওপর হামলার কথা আমরা ভুলব না। সবকিছু মনে রাখা হবে।

আমাদের সজাগ থাকতে হবে এবং সংসদে আইনবাতিলের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী যদি বিশ্বাস করেন যে তার ঘোষণা কৃষকদের সংগ্রামের অবসান ঘটাবে, তিনি চরম ভুল করছেন। পারিশ্রমিকমূলক পাশ করা, বিদ্যুৎ সংশোধনী বিল এবং শ্রম কোড প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত একটি আইন না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে। লখিমপুর খেরি ও কর্নালের খুনিদের বিচারের আওতায় না আনা পর্যন্ত এটা চলবে। এই বিজয় আরও অনেক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে উৎসাহিত করবে এবং আমরা নব্য উদারনৈতিক অর্থনৈতিক নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে গিয়ে কৃষক-বিরোধী, শ্রমিক-বিরোধী বিজেপির কাছে আরও অনেক পরাজয় হস্তান্তর করব।

উদযাপিত

● প্রথম পাতার পর

কর্তা একজনই। যেটা গুরুনানক শিখিয়েছিলেন। গুরুদের নীতি ও আদর্শ মেনে চলতে যুব সমাজের উদ্দেশ্যে আহ্বান রাখেন তিনি। এর পাশাপাশি শিখদের ধর্মগুরু গুরুনানকের জন্মদিন পালনের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরকে বিশেষ ধন্যবাদ জানান নীতি দেব।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে স্বাগত ভাষণে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সচিব পি কে গোয়েল গুরুনানক দেবের স্মৃতিচারণ করেন। তিনি বলেন, গুরুনানক বলেছিলেন ঈশ্বর এক। আমরা একই ঈশ্বরের সন্তান। তাই গুরুনানকের নীতি ও আদর্শ আগে যেমন প্রাসঙ্গিক ছিলো তা এখনও রয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ বক্তার ভাষণে চানমারিস্থিত গুরুদোয়ারার প্রধান জার্নেইল সিং শিখদের ধর্মীয় গুরু গুরুনানকের নীতি ও আদর্শের কথা ফের একবার মনে করিয়ে দেন। তিনি গুরুর নির্দেশিত পথে এগিয়ে চলার বার্তা দেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সহসভাপতি সুভাষ দেব। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস, কর্ণেল ভি রবিশঙ্কর এবং কর্ণেল রোহিত গুপ্তা।

এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে শিখ ধর্মের গুরু গুরুনানকের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী নীতি দেব সহ অন্যান্য অতিথিগণ। এরপর গুরুবাণী পাঠ করেন সতনাম সিং, দলজিৎ সিং এবং পরগত সিং। অনুষ্ঠানে প্রচুর সংখ্যায় অংশ নেন শিখ ধর্মাবলম্বী অংশের মানুষ। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের হাতে গুরুনানকের জন্মভূমি থেকে আনা বৃক্ষ তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে পরিবেশিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

কল্যাণপুরবাসী

● প্রথম পাতার পর

কিছুই থাকে না। প্রত্যেক এই বলে থাকেন এই আক্রমণ থেকে পরিত্রান চাই।কিন্তু হচ্ছে টা কোথায় প্রতিবছর এই ধানের মরসুমে বন্য হাতির দল পাহাড় থেকে নেমে আসে কোথাও পাঁচটি কোথাও ছয়টি কোথাও আটটি দল তার মধ্যে রয়েছে ছোট বড় হাতি বন্যহাতির দল। কারণ এরই মধ্যে অনেকেই এই ধানী জমি বা ফসল চাষাবাদ করে তাদের সংসার প্রতিপালন করেন হাতির আক্রমণের কারণে ফসল নষ্ট হয় ধানী জমি নষ্ট হয় তখন চিন্তায় পড়ে যান ক্ষতিগ্রস্তরা তাদের সংসার কিভাবে প্রতিপালন করবে। একদম অসহায় হয়ে পড়েন। এই মরশুমে প্রতিদিন রাতে ঘুম হয় না অনেকেরই। কেননা কখন চলে আসে হাতির দল। কৃষকদের পাকাঁ ধান খেয়ে নষ্ট করে দিচ্ছে কৃষকদের মাথায় হাত।জমি থেকে ধান কেটে বাড়িতে নেওয়ার সময় হয়েগেছে তখন বন্যহাতি দল বেধে গেরিলা কায়দায় আক্রমন করে দেখলে মনে হয় কেউ যেন ধান গুলি কেটে বাড়িতে নিয়ে গেছে।আজ কল্যাণপুর থানা এলাকার উত্তর মহারানীপুরে গিয়ে দেখা গেল কয়েক কানি ধান যেমন খেয়েছে তেমনি হাতির বড় বড় পায়ের চাপে নষ্ট করে। প্রায়দিনই হাতির দল খাবারের সন্ধ্যানে পাহাড় থেকে নেমে আসে কৃষকদের জমিতে।ধানের সঙ্গেসঙ্গে সজী ও নষ্ট করে দিচ্ছে। বিকালবেলা, সন্ধ্যার সময় যেকোন সময় নেমে আসে।মহারানীপুর, বাঘবেড়,প্রেমসিং, গোদাইবাড়ি,শান্তীনগর,উওরমহারানীপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় প্রায়দিনই আক্রমন করে। দপ্তর থেকে চেষ্টা করা হয় আক্রমণ আটকানোর জন্য। কিছু বাজি পটকা ফাটানো হয়। কিন্তু এরপর শেষ আবার সেই হাতির দল নেমে আসে। ক্ষতিগ্রস্তরা সরকারি সহায়তা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন।অবিলম্বে হাতি তাড়ানোর ব্যবসা করা,যারা হাতির আক্রমনে বিভিন্ন ক্ষতির স্বীকার হয়েছেন তাদের যেন প্রয়োজনীয় সাহায্যর উদ্যোগ নেয় তার দাবী রাখেন এলাকাবাসীরা। এইদিকে বনদপ্তর থেকেও মাঝেমধ্যে সহায়তা করা হয় বলে জানা যায়। সব মিলিয়ে হাতির আক্রমণ থেকে বাঁচতে ক্ষতিগ্রস্তরা চাইছেন স্থায়ী সমাধান।

তৃণমূলের

● প্রথম পাতার পর

অথচ, তাঁদের জানানো সত্ত্বেও প্রার্থীরা সুরক্ষিত থাকতে পারছেন না।

তিনি বলেন, নির্বাচনে সিসিটিভি এবং ভিভিপ্যাটের ব্যবস্থা রাখেনি নির্বাচন কমিশন। তাতেই স্পষ্ট, কমিশন শাসক দলের নির্দেশে কাজ করছে। তাঁর হুঙ্কার, আজ এই ঘেরাও মাধ্যমে প্রতিকী আন্দোলনের জানান দিয়ে গেলাম। পরিস্থিতি নির্বাচনের অনুকূলে না আসলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

এদিন সুস্মিতা দেব বলেন, রাজ্য নির্বাচন কমিশন নিযুক্ত পর্যবেক্ষক কি দায়িত্ব পালন করছেন বুঝতে পারছিনা। কারণ, পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে কমিশন ঘুমাচ্ছে। তাঁর সাফ কথা, নির্বাচনে নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করা হোক। সুপ্রিম কোর্টের কাছেও ওই আবেদন জানানো হয়েছে। আজ তৃণমূল কংগ্রেস প্রায় দুই ঘন্টা রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কার্যালয় ঘেরাও করে রেখেছিল।

অবশেষে

● প্রথম পাতার পর

করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা তিনটি কৃষি আইন বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এই মাসে শুরু হওয়া সংসদ অধিবেশনে প্রক্রিয়া শুরু করব। আমি কৃষকদের অনুরোধ করছি তাঁদের পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য, আসুন নতুন করে শুরু করি।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'আমি যা করেছি, কৃষকদের জন্য করেছি। আমি যা করেছি তা দেশের জন্য। আপনাদের আশীর্বাদে আমি আমার কঠোর পরিশ্রমে কখনই কিছু বাদ দিইনি। আমি আপনাদের আশ্বস্ত করছি আমি এখন আরও কঠোর পরিশ্রম করব, যাতে আপনার স্বপ্ন, দেশের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে পারে।'

ক্রীড়াঙ্গন

নিউ জিল্যান্ডকে উড়িয়ে সিরিজ ভারতের

প্রথম ম্যাচে তবু শেষ দিকে ছড়িয়েছিল উত্তেজনা। এবার ভারতের সামনে দাঁড়াতেই পারল না নিউ জিল্যান্ড। তাদের প্রথম পাঁচ ব্যাটসম্যানই গেলেন দুই অঙ্কে। কিন্তু ইনিংস বড় করতে পারলেন না কেউ। কিউইদের দেড়শ ছাড়ানো রান লোকেশ রাহুল ও রোহিত শর্মার ব্যাটে সহজেই পেরিয়ে গেল ভারত। এক ম্যাচ হাতে রেখে জিতে নিল টি-টোয়েন্টি সিরিজ।

রাঁচিতে শুক্রবার সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতের জয় ৭ উইকেটে। ১৫৪ রানের লক্ষ্য স্বাগতিকরা পেরিয়ে যায় ১৬ বল বাকি থাকতেই। তিন ম্যাচের সিরিজে ভারত এগিয়ে গেল ২-০ ব্যবধানে। পূর্ণ মেয়াদে ভারতের কোচ হিসেবে প্রথম সিরিজেই জিতলেন রাহুল দ্রাবিড়। বিরাট কোহলির টি-টোয়েন্টির নেতৃত্ব ছাড়ার পর অধিনায়ক হিসেবে রোহিতের শুরুটাও হলো সিরিজ জয় দিয়ে। যদিও তাকে স্থায়ীভাবে নেতৃত্ব দেওয়া নিয়ে এখনও কিছু বলেনি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড-বিসিসিআই।

গত রোববার বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে শিরোপা স্বপ্ন ভাঙে নিউ জিল্যান্ডের। পাঁচ দিন পরই তারা হারল সিরিজ। আগামী রোববার কলকাতায় তাদের সামনে হোয়াইটওয়াশ এড়ানোর চ্যালেঞ্জ।

ভারতের জয়ের ভিত গড়ে দেন মূলত দুই স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও আকসার প্যাটেল এবং অভিষিক্ত মিডিয়াম পেসার হার্শাল প্যাটেল। প্রথম ম্যাচে নিজের বলে ফিল্ডিংয়ের সময় হাতে চোট পাওয়া মোহাম্মদ সিরাজের জায়গায় আন্তর্জাতিক অভিষেক হলো গত আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালোরের হয়ে ১৫ ম্যাচে ৩২ উইকেট নেওয়া হার্শালের। ৪ ওভারে ২৫ রানে ২ উইকেট নিয়ে দলের সফলতম বোলার তিনি।

গত আইপিএলের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারিও ছিলেন হার্শাল। ১৩টি ডট বল করা ৩০ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার জাতীয় দলের হয়ে প্রথম ম্যাচেই জিতলেন ম্যাচ সেরার পুরস্কার। মাত্র ১৯ রানে একটি উইকেট নেন অফ স্পিনার অশ্বিন। বাঁহাতি স্পিনার আকসারও একটি উইকেট নেন ২৬ রানে। ভুবনেশ্বর কুমার ও দিপক চাহার ছিলেন খরুচে।

ব্যাটিংয়ে ৪৯ বলে ৬ চার ও ২ ছক্কায় ৬৫ রানের ইনিংস খেলেন রাহুল। ৩৬ বলে ৫ ছক্কা ও একটি চারে ৫৫ রান রোহিতের। দুজনে ৮০ বলে গড়েন ১১৭ রানের উদ্বোধনী জুটি। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি শতরানের উদ্বোধনী জুটির রেকর্ডে তারা স্পর্শ করলেন পাকিস্তানের বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ানকে, ৫টি করে। একাদশে তিনটি পরিবর্তন আনা নিউ জিল্যান্ড টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে মার্টিন গাপটিলের ব্যাটে শুরুটা দারুণ করেছিল। পাওয়ার প্লের ৬ ওভারে ১ উইকেটে হারিয়ে তারা তোলে ৬৪ রান। কিন্তু পরের ৮৪ বলে করতে পারে কেবল ৮৯ রান। ১ রানে জীবন পেয়ে ইনিংস সর্বোচ্চ ৩৪ রান করেন গ্লেন ফিলিপস।

ভুবনেশ্বরের প্রথম দুই বলে দুটি চার মেরে শুরু করেন গাপটিল। চতুর্থ বলে তার ক্যাচ ফেলেন লোকেশ রাহুল। শেষ বলে আরেকটি বাউন্ডারিতে বিরাট কোহলিকে ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি রানের রেকর্ড নিজের করে নেন কিউই ওপেনার।প্রথম ম্যাচে শূন্য রানে ফেরা ড্যারিল মিচেল পরপর দুটি চার মারেন দিপককে। ভুবনেশ্বরকে ছক্কায় ওড়ান গাপটিল। ৪ ওভারেই আসে ৪২ রান।

পরের ওভারে দিপককে ছক্কা মারার পরই শর্ট বল পুল করার চেষ্টায় আকাশে তুলে ফিরে যান গাপটিল। ১৫ বলে ৩ চার ও ২ ছক্কায় সাজানো তার ৩১ রানের ইনিংস। প্রথম ম্যাচে তিনি ৪২ বলে করেছিলেন ৭০।

গাপটিলের বিদায়ের পরই নিউ জিল্যান্ডকে চেপে ধরেন অশ্বিন, আকসার, হার্শালরা। আগের ম্যাচে ফিফটি করা মার্ক চাপম্যানকে (১৭ বলে ২১) বেশিক্ষণ টিকতে দেননি আকসার। মিচেলকে (২৮ বলে ৩১) ফিরিয়ে প্রথম আন্তর্জাতিক উইকেটের স্বাদ পান হার্শাল। দুই ব্যাটসম্যানই ছক্কার চেষ্টায় ক্যাচ দেন বাউন্ডারিতে।

গ্লেন ফিলিপস আউট হতে পারতেন শুরুতেই। আকসারের বলে তার ক্যাচ ফেলেন ভেঙ্কাটেশ আইয়ার। জীবন পেয়ে দলকে এগিয়ে নেন ফিলিপস। ছক্কা মারেন তিনি আকসার ও ভুবনেশ্বরকে। টিম সাইফার্ট পারেননি তেমন কিছু করতে (১৫ বলে ১৩)।

হার্শালের নিচু ফুলটস লং অনের ওপর দিয়ে আছড়ে ফেলে এই বছর স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি ছক্কার সংখ্যা ৯৭-এ নিয়ে যান ফিলিপস। দুই বল পরই তাকে ফিরিয়ে জবাব নেন ডানহাতি মিডিয়াম পেসার হার্শাল।

জেমস নিশাম পারেননি শেষের দাবি মেটাতে। বরং ৩ রান করতে তিনি খেলেন ১২ বল! শেষ তিন ওভারে কোনো বাউন্ডারিই মারতে পারেনি সফরকারীরা। রান তাড়ায় শুরুতে রাহুল ও রোহিতের ব্যাটে অতটা দাপট ছিল না। পাওয়ার প্লেতে রাহুলের রান ছিল ২৬ বলে ৩২, রোহিতের ১০ বলে ১০।

পরে আগ্রাসী হয়ে ওঠেন তারা। দশম ওভারে মিচেল স্যান্টনারের চার বলের মধ্যে দুটি ছক্কা হাঁকান রোহিত। এরপরই অবশ্য আউট হতে পারতেন তিনি। কিন্তু ক্যাচ ফেলেন ট্রেন্ট বোল্ট। রোহিতের রান তখন ২৯।

পরের ওভারে অ্যাডাম মিলকে পরপর ছক্কা-চারের পথে রাহুল ফিফটি পূর্ণ করেন ৪০ বলে। সবশেষ পাঁচ টি-টোয়েন্টি ইনিংসে এটি তার চতুর্থ পঞ্চাশ ছোঁয়া ইনিংস। রাহুলকে ফিরিয়ে বড় জুটি ভাঙেন টিম সাউদি। মিলকে ছক্কায় উড়িয়ে রোহিত পঞ্চাশে পা রাখেন ৩৫ বলে। সাউদি নিজের পরের ওভারে ফিরিয়ে দেন রোহিত ও সূর্যকুমার যাদবকেও। ৪ ওভারে মাত্র ১৬ রানে তার প্রাপ্তি ৩টি।

নিশামকে পরপর দুই ছক্কা মেরে দলের জয় নিয়ে ফেরেন রিশাভ পান্ত। বিশ্বকাপে নিউ জিল্যান্ডের কাছে ৮ উইকেটে হেরেছিল ভারত। দলটির বিপক্ষে এবার সিরিজ জিতে সেই ক্ষতে কিছুটা প্রলেপ দিতে পারল তারা।

সংক্ষিপ্ত স্কোর: নিউ জিল্যান্ড: ২০ ওভারে ১৫৩/৬ (গাপটিল ৩১, মিচেল ৩১, চাপম্যান ২১, ফিলিপস ৩৪, সাইফার্ট ১৩, নিশাম ৩, স্যান্টনার ৮*, মিল ৫*; ভুবনেশ্বর ৪-০-৩৯-১, দিপক ৪-০-৪২-১, আকসার ৪-০-২৬-১, অশ্বিন ৪-০-১৯-২, হার্শাল ৪-০-২৫-২)

ভারত: ১৭.২ ওভারে ১৫৫/৩ (রাহুল ৬৫, রোহিত ৫৫, ভেঙ্কাটেশ ১২*, সূর্যকুমার ১, পান্ত ১২*; সাউদি ৪-০-১৬-৩, বোল্ট ৪-০-৩৬-০, স্যান্টনার ৪-০-৩৯-০, মিল ৩-০-৩৯-০, সোধি ২-০-১৩-০, নিশাম ০.২-০-১২-০)

ফল: ভারত ৭ উইকেটে জয়ী

সিরিজ: তিন ম্যাচের সিরিজের দুটি শেষে ভারত ২-০ তে এগিয়ে

ম্যান অব দা ম্যাচ: হার্শাল প্যাটেল

দীর্ঘ ১৮ বছরের কেরিয়ারে ইতি টেনে সবধরণের ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন ডেভিলিয়র্স

কেপ টাউন, ১৯ নভেম্বর (হি.স) : এবার সবধরণের ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন এবি ডেভিলিয়র্স। শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়াতেই নিজের অবসরের কথা ঘোষণা করেন ডেভিলিয়র্স। বয়স বাড়ছে, পারফরম্যান্সের ধারও কমেছে, তাই সবদিক বিচার করেই দীর্ঘ ১৮ বছরের কেরিয়ারেল ইতি টানলেন তিনি।

দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট তো বটেই, বিশ্ব ক্রিকেটে ডেভিলিয়র্সের ভক্তের সংখ্যা কম নয়। টেস্ট থেকে একদিনের ক্রিকেটে সব জায়গাতেই চূড়ান্ত সাফল্য পেয়েছেন এবি ডেভিলিয়র্স।

অপ সাইড থেকে লেগ সাইড সব দিকেই সমান দক্ষ ছিলেন বলে ক্রিকেট বিশ্বে তিনি মিস্টার থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি নামেই পরিচিত। সেই ডেভিলিয়র্সই শেষপর্যন্ত গ্লাভস, প্যাড তুলে রাখার সিদ্ধান্তটা নিয়েই ফেললেন।

এদিন সোশ্যাল সাইটেই তিনি জানিয়েছেন, 'ক্রিকেটের বাইশগজে এক আসধারণ সফরের সাক্ষী হয়েছি। ক্রিকেটের প্রতিটা মুহূর্ত দারুণভাবে উপভোগ করেছি। কিন্তু এখন আমার বয়স ৩৭ বছর। পারফরম্যান্সের ধারও কমছে। তাই সবকিছু চিন্তা করেই ক্রিকেট থেকে পুরোপুরি অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্তটা নিলাম'।

প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন তিনি। যদিও আইপিএলে ডেভিলিয়র্স খেলা চালিয়ে যান। শেষ মরসুমেও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়েই খেলেছেন তিনি। একদিন, টেস্ট ও টি-২০ ক্রিকেটে রয়েছে ২০ হাজারের ওপর রান।

আজ আইএসএলে মুখোমুখি এটিকে মোহনবাগান-কেরল

পানাজি, ১৯ নভেম্বর (হি.স) : শুক্রবার আইএসএলের উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে এটিকে মোহনবাগান ও কেরল ব্লাস্টার্স। এমনিতে এটিকে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে কেরল ব্লাস্টার্সের ট্র্যাক রেকর্ড কোনওদিনই ভাল নয়। তবুও এবারের প্রথম ম্যাচে সাক্ষাতের আগে কেরল ব্লাস্টার্স প্রসঙ্গ উঠলেই হাবাস বলছেন, "প্রতিপক্ষ সব দলকেই আমি সম্মান করি। কিন্তু সত্যি বলতে, ম্যাচের আগে প্রতিপক্ষ নিয়ে একদমই ভাবি না। যাবতীয় ভাবনা আবর্তিত হয়, আমার নিজের দল নিয়েই। ম্যাচের আগে প্রতিপক্ষ দল নিয়ে আমার ভাবনা থাকে মাত্র ১৫ শতাংশ। আমার দল নিয়ে ৮৫ শতাংশ।" আবার কেরল কোচ ইভান ভুকোমানোভিচ বলেন, "আমি শুধু আমার দল নিয়েই ভাবনা চিন্তা করছি। প্রত্যেক খেলাতেই হয় আমাদের আক্রমণ করতে হবে, নাহলে ডিফেন্স। তাই এটিকে মোহনবাগানকে নিয়ে আলাদা করে কিছুই ভাবছি না। আর যদি পুরনো রেকর্ডের কথা বলেন, তাহলে সেসবই পুরনো। আমরা নতুন ম্যাচ খেলতে নামছি।" প্রথম ম্যাচ খেলতে নামার আগে হাবাসের সবচেয়ে বড় সমস্যা, প্রথম দলে বিদেশি নির্বাচন। ছ'জনের মধ্যে চার বিদেশি নির্বাচনের এই কঠিন কাজটা হাবাসের করতে হচ্ছে, শেষ মুহূর্তে সন্দেশ দল ছাড়ার জন্য। সন্দেশ ডিফেন্সে থাকলে, নিঃসন্দেহে রয় কৃষ্ণ, ডেভিড উইলিয়মস, কাউকো এবং হুগো বুমোসকে আক্রমণে নামিয়ে দিতে পারতেন। শুধুমাত্র আইএসএল খেলার জন্য এবার তিন থেকে সাড়ে তিন মাস ধরে প্রস্তুতি নিয়েছে কেরল ব্লাস্টার্স। সেখানে কয়েকদিনের প্রস্তুতিতে নামছে হাবাসের দল। কেরালা কোচ বললেন, "প্রত্যেক দলেরই নিজস্ব পরিকল্পনা থাকে। সেভাবেই এটিকে মোহনবাগানও কিছু পরিকল্পনা নিয়েই এগিয়েছে। আমরা আমাদেরটাই ভাবছি।"

কোহলীর বিশ্বরেকর্ড ভেঙে টি২০-তে সর্বোচ্চ রানের মালিক হলেন কিউয়ি গাপ্টিল

রাঁচি, ১৯ নভেম্বর (হি.স) : বিরাট কোহলীর রেকর্ড ভাঙলেন নিউজিল্যান্ডের মার্টিন গাপ্টিল। আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রানের মালিক হলেন তিনি। শুক্রবার রাঁচিতে ভারতের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচে এই রেকর্ড করলেন এই ডান হাতি ব্যাটার।

ম্যাচ শুরুর আগে কোহলীর থেকে ১০ রান পিছিয়ে ছিলেন গাপ্টিল। প্রথম ওভারেই ভুবনেশ্বর কুমারকে ১৪ রান মারেন তিনি।

তার সঙ্গেই টপকে যান কোহলীকে। শেষ পর্যন্ত ১৫ বলে ৩১ রান করে দীপক চাহারের বলে আউট হন গাপ্টিল। ১১১টি টি২০ ম্যাচে ৩২৪৮ রান হল গাপ্টিলের। ২টি শতরান ও ১৯টি অর্ধশতরান করেছেন তিনি। অন্য দিকে ৯৫ টি২০ ম্যাচে ৩২২৭ রান রয়েছে কোহলীর। কোনও শতরান না করলেও ২৯টি অর্ধশতরান রয়েছে তাঁর দখলে। টি-২০-তে রানের তালিকায় তিন নম্বরে রয়েছেন ভারতের বর্তমান টি-২০ অধিনায়ক রোহিত শর্মা। তাঁর রান ৩০৮৬। কোহলী বর্তমান সিরিজে না থাকায় তাঁর কাছেও সুযোগ রয়েছে ব্যবধান কমানোর। তালিকায় চার নম্বরে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার টি-২০ অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ (২৬০৮) ও আয়ারল্যান্ডের অধিনায়ক পল স্টার্লিং (২৫৭০)।

নিউজিল্যান্ড ম্যাচের আগে ইডেনে সৌরভ

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর (হি.স) : দু'বছর পরে ফের ক্রিকেট ফিরছে ইডেনে। রবিবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজের শেষ ম্যাচ খেলবে ভারত। সেই ম্যাচের আগে ইডেনের প্রস্তুতি ভাল করে খতিয়ে দেখলেন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। কথা বললেন পিচ

প্রস্তুতকারক থেকে শুরু করে ম্যাচ আয়োজনের দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের সঙ্গেও। শুক্রবার বিকেলে ইডেনে যান সৌরভ। সোজা চলে যান মাঠে। সেখানে তখন ছিলেন পিচ প্রস্তুতকারক সুজন মুখোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে বেশ কিছু ক্ষণ কথা বলতে দেখা যায় সৌরভকে। কিছু ক্ষণ পরে মাঠে আসেন সিএবি সচিব স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। ছিলেন ম্যাচ আয়োজনের দায়িত্বে থাকা অন্য আধিকারিকরাও। সরেজমিনে সব কিছু খতিয়ে দেখেন বোর্ড সভাপতি। বেশ কিছু ক্ষণ সেখানে থাকার পরে মাঠ ছাড়েন তিনি। সৌরভ যাওয়ার আগে শুক্রবার ইডেনে যান কলকাতার পুলিশ কমিশনার সৌমেন মিত্রও। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পুলিশের অন্য আধিকারিকরা। ম্যাচের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন তাঁরা। নিয়ে যাওয়া হয় পুলিশ কুকুর। দু'দলের সাজঘর থেকে শুরু করে গোটা স্টেডিয়াম পরীক্ষা করে দেখে তারা।

Invitation for expression of interest

The undersigned is directed to invite expression of interest for carrying out Scientific study on the following topics in project mode.

A.

1) Feeding ecology and behavioural study of elephant, found in forests of Tripura.
2) Feeding ecology and behavioural study of Bison, found in forests of Tripura.
3) Feeding ecology and behavioural study of primates found in forests of Tripura.
4) Feeding ecology and behavioural study of, Clouded Leopard found in forests of Tripura.

B. Further Forest Department wants to have Documentation of wildlife and their activities with coloured photographs and videos in Sepahijala Wildlife Sanctuary, Gumti Wildlife Sanctuary, Trishna Wildlife Sanctuary and Rowa Wildlife Sanctuary for 2(two) years in project mode.

Interested NET cleared candidates Asst Professors / Professors / Retired Forest Officers may apply in plain paper along with their profiles experience and methodology of study to the undersigned through email (chiefwildlife@gmail.com).

E-mail ID: chiefwildlife@gmail.com

Last date & time of receiving EOI: 30-11-2021; 3 pm.

Sd/- (N. B. Debnath, IFS)
Conservator of Forests (WL)
O/o the PCCF(T)
Gurkhabasti, Agartala.
M-8787332160

ICA-C-2664/2021-22

PRESS NIeT. NO. 591EE/OWS/DIVN/UDP/2021.22 Dated, 11/11/2021

The Executive Engineer, DWS Division Udaipur, Gomati District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender from the approved and eligible Contractors / Firms I Agencies of appropriate class registered with PWD I TTAADC 1 MES I CPWD / Railway / P&T I Other State PWD Central & State Sector undertaking and also having experience certificate not blow the rank of Executive Engineer) to completed such type of works successfully with good credentials certificate (along with work order copy for SI NO.2.10)for the following works :-

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money
1	DNIeT. No. 278/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	₹ 9,66,872.00	₹ 9,669.00
2	DNIeT. No. 279/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 6,42,018.00	₹ 6,420.00
3	DNIeT. No. 280/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	₹ 40,04,262.00	₹ 40,043.00
4	DNIeT. No. 281EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	₹ 42,18,850.00	₹ 42,189.00
5	DNIeT. No. 282/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	₹ 43,41,950.00	₹ 43,420.00
6	DNIeT. No. 283EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 21,87,150.00	₹ 21,872.00
7	DNIeT. No. 284/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 44,81,450.00	₹ 44,815.00
8	DNIeT. No. 285/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 47,31,650.00	₹ 47,317.00
9	DNIeT. No. 286/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 43,41,950.00	₹ 43,420.00
10	DNIeT. No. 287/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 46,04,550.00	₹ 46,046.00

Last date and time for document downloading and bidding : Up to 15.00 Hrs on 29-11-2021

Place, Time and date of opening of online bid : Olo the Executive Engineer. CWS Division, Udaipur at 15:30 P.M. on **29-11-2021** if possible

Details tender notice may be seen in the office of the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur and office of the Assistant Engineer, DWS Sub-Division No- I/II, Udaipur/KakrabaniKilla/RiglAmarpurl Karbook/Ompi and the website **https://www.tripuratenders.gov.in**

(ERS. H. Jamatla)
Executive Engineer
DWS Division Udaipur
Gomati District, Tripura

ICA-C-2670/2021-22

রবিবার ৭০ শতাংশ দর্শক প্রবেশের অনুমতি ইডেনে

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর (হি.স) : অপেক্ষা আর মাত্র দুই দিনের। দুই বছর পরে আন্তর্জাতিক ম্যাচ পেয়ে সেজে উঠছে ইডেন। কোভিডের হাজার বিধিনিষেধের মধ্যে ইডেনে আদৌ দর্শক প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন ছিল। কিন্তু রবিবার ভারত-নিউজিল্যান্ড টি-২০ ম্যাচে ৭০ শতাংশ দর্শক প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

রবিবার মোট ৪৭ হাজার দর্শক মাঠে বসে খেলা দেখতে পারবেন। মনে করা হচ্ছে, বিরাট কোহলীহীন ভারতের খেলা দেখতে ইডেন সে দিন ভরে যাবে। অনলাইনে টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে সোমবার থেকে। মঙ্গলবার সিএবি-র সদস্যদের টিকিট দেওয়া হয়েছে। বুধবার ও বৃহস্পতিবার সিএবি অনুমোদিত বিভিন্ন ক্লাবগুলিকে টিকিট দেওয়া হয়েছে।

দেড় হাজার টিকিট অনলাইনে বিক্রির জন্য রাখা হয়েছিল। কিন্তু সোমবার বিক্রি শুরু হওয়ার ১৫ থেকে ২০ মিনিটের মধ্যে তা শেষ হয়ে যায়। ফলে ৪৭ হাজার আসন খেলা দেখার জন্য রাখা হয়েছে, তা ফাঁকা থাকবে না বলেই মনে করা হচ্ছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করেছে প্রদেশ কংগ্রেস। ছবি নিজস্ব।

দৈনিক সংক্রমণ ফের ঊর্ধমুখী, ভারতে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ৪৬৫,০৮২

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর (হি.স.): ভারতে বিগত কয়েকদিন ধরে বাড়ছে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, ঊর্ধমুখী মৃত্যুর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১১ হাজার ১০৬ জন। বৃহস্পতিবার সারাদিনে ভারতে মৃত্যু হয়েছে ৪৫৯ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১২,৭৮৯ জন, ভারতে এই মুহূর্তে সুস্থতার হার ৯৮.২৮ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১,২৬,৬২০-এ পৌঁছেছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা কমেছে ২,১৪২ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ১১,১০৬ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,৪৪,৮৯,৬২৩ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.৩৭ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৭২ লক্ষ ৯৪ হাজার ৮৬৪ জন প্রাপক, ফলে ভারতে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,১৫,২৩,৪৯,৩৫৮ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৪৫৯ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৬৫,০৮২ জন (১.৩৫ শতাংশ)। ভারতে সুস্থতার স্বস্তি দিয়ে বেড়েই চলেছে, বৃহস্পতিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১২,৭৮৯ জন। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৩৮,৯৭,৯২১ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.২৮ শতাংশ।

ভারতে করোনা টিকাকরণ ১১৫ কোটির বেশি

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর (হি.স.): ভারতে ১১৫.২৩-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনাভাইরাসের টিকাকরণ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৭২ লক্ষ ৯৪ হাজারের বেশি প্রাপক। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,১৫,২৩,৪৯,৩৫৮ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৭২ লক্ষ ৯৪ হাজার ৮৬৪ জনকে।

ভারতে ৬২.৯৩-কোটির ঊর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শুক্রবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৮ নভেম্বর সারা দিনে ভারতে ১১,৩৮,৬৯৯ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৬২,৯৩,৮৭,৫৪০-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১১,৩৮,৬৯৯ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১১ হাজার ১০৬ জন।

শান্তিরবাজারে রাস মেলা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৯ নভেম্বর।। শান্তির বাজার মহকুমার কালির বাজার ও নগদা এলাকায় অনুষ্ঠীত হয় রাস মেলা। শান্তির বাজার মহকুমার কালীর বাজার এলাকায় এলাকাবাসীর প্রচেষ্টায় এইবছর প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠীত হলো রাস মেলা। দুইদিন ব্যাপী চলবে এইমেলা। বৃহস্পতিবার রাত্রিবেলায় ফিতাকেটে ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যদিয়ে এইমেলার শুভ সূচনাকরলেন ৩৬ শান্তির বাজার বিধানসভার বিধায়ক প্রমোদরিয়াং। উদ্ভোধকের পাশাপাশি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বগাফাক্লকের বি এস সি চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন ডেপুটিস্পীকার গৌরিশঙ্কর রিয়াং, শান্তির বাজার পূর্ত দপ্তরের মুখ্যবাস্তকার তাপস মারাক সহ অন্যান্যরা। এই মেলা সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান মেলাকমিটির উদ্দ্যোগতারা। উনারা জানান রাস মেলায় দুইদিনব্যাপী মেলার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করাহয়েছে। উনারা জানান আগামীদিনে এইমেলাকে বৃহৎ আকারে করার পরিকল্পনা রয়েছে।

কৈলাসহরে পুর ভোটকে কেন্দ্র করে জমজমাট প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর।। উনকোটি জেলার কৈলাসহর পুর পরিষদের ভোটকে কেন্দ্র করে শাসক বিজেপি দলকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুড়ে প্রচারে এগিয়ে রয়েছে বিরোধীদল সিপিআইএম।

কৈলাসহর পুর পরিসদের ছয় নং আসনের সিপিআইএম দলের প্রার্থী মোহিত লাল ধরকে নিয়ে বিধায়ক মোবস্বর আলী মোহনপুর এলাকায় বাড়ি বাড়ি প্রচারাভিযান করছেন। প্রচারে সাধারণ মানুষের অভুতপূর্ব সাড়া লক্ষ্য করা যায়। প্রচারাভিযানে বিধায়ক মোবস্বর আলী এবং কৈলাসহর পুর পরিষদের ছয় নং আসনের প্রার্থী মোহিত লাল ধর ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় নেতৃত্ব মুকুল ধর, দেব দুলাল দেব সহ আরও অনেকে। দিনভর এলাকায় প্রচার করা হয়। প্রার্থী মোহিত লাল ধর জানান, দল প্রার্থী হিসেবে ঘোষণার পর ইতিমধ্যেই প্রত্যেক ভোটারের বাড়ি একবার করে যওয়া হয়ে গেছে। দ্বিতীয় বার যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলেও জানান। মোহিত লাল ধর আরও বলেন যে, দল প্রার্থী করেছে বলেই উনি প্রত্যেকের বাড়িতে যাচ্ছেন এমনটা নয়, এই এলাকাতেই ছোটো থেকে বড় হয়েছেন। এলাকার প্রতিটি বাড়ির সাথে উনার আত্মার সম্পর্ক রয়েছে। সারাবছরই এলাকার প্রত্যকের সুখে দুঃখে পাশে থাকার চেষ্টা করেন। দল প্রার্থী করার পর এলাকার প্রতিটি বাড়িতে যাওয়ার পর প্রত্যেকেই মোহিত বাবুকে আশীর্বাদ, স্নেহ , ভালোবাসা দিচ্ছেন।কৈলাসহর পুর পরিসদের ছয় নং আসনের প্রার্থী মোহিত লাল ধরকে নিয়ে ছয় নং আসনের মোহনপুর এলাকায় বাড়ি বাড়ি প্রচারাভিযান চলাকালীন বিধায়ক মোবস্বর আলী বলেন, আসন্ন কৈলাসহর পুর পরিষদের ভোটে ছয় নং আসনে মোহিত লাল ধরের ভোটে জেতা শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। কারন, এলাকার প্রতিটি বাড়িতে যাওয়ার পর সাধারণ মানুষেরা শুধু একটা কথাই বলছেন মোহিতের জন্য ভোট চাইতে হবে না, মোহিত এলাকার সবারই অতি ভালোবাসার সুপরিচিত যুবক। বিরোধীদল সিপিআইএমের প্রার্থী ৬ নং ওয়ার্ডের যেভাবে বাড়ি বাড়ি প্রচার শুরু করেছেন এবং সাড়া পাচ্ছেন তাতে শাসকদল রীতিমতো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। এ আসনটি শাসক দল বিজেপির হাতছাড়া হতে পারে বলেও অনেকেই অনুমান করছেন।

পুতুল বানানোর কাজ শিখে স্বাবলম্বী হলেন রঞ্জিত দেবনাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর।। লক ডাউনের সময় বাড়িতে অবসর সময় না কাটিয়ে পুতুল বানানোর কাজ শিখে বর্তমানে স্বাবলম্বীর পথে উদয়পুর শান্তিপল্লী এলাকার বাসিন্দা রনজিৎ দেবনাথ। নানা ধরনের সুতো এবং উলের কাজের হরেকরকম পুতুল তৈরী করছেন রনজিৎ। তার হাতে তৈরী নিপুন ও সুক্ষ্ম কাজের পুতুল গুলি ইতিমধ্যেই সাধারণ মানুষের নজর কেড়েছে। এর ফলে এখন দিনরাত খেটে পুতুল তৈরী করছেন রনজিৎ।এ বিষয়ে বলতে গিয়ে রনজিৎ জানায়, করোনা মহামারী রুখতে সরকারের তরফে দেওয়া লক ডাউনে বাড়িতে বসে অবসর সময় না কাটিয়ে পুতুল তৈরীর কাজ শিখেছে সে।বর্তমানে নানান রকমের সুতো এবং উলের কাজের তৈরী পোষাকের পুতুল তৈরী করছে। এই পুতুল গুলি বিভিন্ন বাজার হাট এবং বিভিন্ন মেলায় দোকান খুলে বিক্রি করা হয় বলে জানান রনজিৎ। এই পুতুল গুলি একশো থেকে তিনশো চারশো টাকা করে বিক্রি হয়।

সরকারী ভাবে কোনও সহযোগিতা পেলে আগামীদিনে অনেকটাই সুবিধা হতো বলে এদিন ক্যামেরার মুখোমুখি হয়ে জানান রনজিৎ।

মৎস্য চাষীদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে দেয়া হল টমটম, বাইক ও বাইসাইকেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৯ নভেম্বর।। কল্যাণপুর এলাকার গরিব চাষিদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে এগিয়ে এলো মৎস্য দপ্তর বা রাজ্য সরকার। মৎস্য দপ্তরের সহায়তায় সাবসিডিতে দেয়া হলো টমটম মোটরসাইকেল এবং বাইসাইকেল। সুবিধাভোগীরা টমটম এবং মোটরসাইকেল পেয়ে এখন অনায়াসেই যার যার মাছ নিয়ে এখান থেকে ওই গ্রামে ঘুরে বেড়াবে এবং বিক্রি করবে। যাতে করে লাভ হবে চাষীদের এবং বিশেষ করে গ্রামের মানুষও হাতের কাছে পেয়ে যাবেন মাছ। মানুষদের আর যেতে হবে না বাজারে। অর্থাৎ গ্রামে ও শহরের ছোঁয়া।প্রধানমন্ত্রী মৎস সম্বিদ্ধ যোজনার মাধ্যমে কল্যাণপুর মৎস দপ্তর ছয় জন কে স্বাবলম্বী করার জন্যে উদ্যোগ নিলো। বৃহস্পতিবার ঐ ছয় জনকে বিভিন্ন সামগ্রী প্রদান করা হয় যাতে তারা বাড়ি বাড়ি ফেরি করে মাছ বিক্রি করতে পারে। দক্ষিণ ঘিলাতলীর একজন কে আইস বক্স সহ ভর্তুকি তে একটি টমটম দেওয়া হয়। কমল নগরের একজনকে আইস বক্স সহ একটি মোটর বাইক দেওয়া হয়। ঠিক তেমনি আইস বক্স সহ সাইকেল দেওয়া হয় পূর্ব কল্যাণপুর এর দুই জন, দক্ষিণ দুর্গাপুর, পূর্ব কুঞ্জবন এর মোট চার জন কে আইস বক্স সহ সাইকেল দেওয়া হয়। এতে সরকারের মোট ব্যয় হয় ২৪৯০০০ টাকা। বৃহস্পতিবার এর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণপুরের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, ব্লক চেয়ারম্যান সোমেন গোপ, কল্যাণপুর পঞ্চায়েতের প্রধান তাপস দেব রায় এবং কল্যাণপুর মৎস দপ্তরের আধিকারিক দিলীপ দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।

বিধায়ক বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে মধ্য দিয়ে দুস্থ গরিব মানুষদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে কাজ করে চলছে রাজ্য সরকার। এদিনের অনুষ্ঠানে সুবিধাভোগীরা টমটম মোটরসাইকেল এবং বাইসাইকেল হাতে পেয়ে বেজায় খুশি।

বিজেপির প্রভারী বিনোদ সোনকর সভা করলেন ধর্মনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর।। বিজেপির সর্বভারতীয় সম্পাদক তথা রাজ্য বিজেপির প্রভারী বিনোদ সোনকরের উপস্থিতিতে সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ধর্মনগরে। আসন্ন ধর্মনগর পুর পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে শুক্রবার ধর্মনগর বি এম এস কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হল শাসক দল বিজেপির এক সাংগঠনিক বৈঠক। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় সম্পাদক তথা রাজ্য প্রভারী বিনোদ সোনকার।

এছাড়াও রাজ্য বিধান সভার উপাধ্যক্ষ তথা ধর্মনগরের বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন, জেলা সভানেত্রী মলিনা দেব নাথ, রাজ্য ওবিসি করপোরেশন এর চেয়ারম্যান তথা বিজেপির প্রদেশ কমিটির সদস্য তাপস মজুমদার সহ জেলা ও মন্ডল স্তরের নেতৃত্বরা।

মুলত আজকের এই সাংগঠনিক বৈঠক ধর্মনগর পুর পরিষদ নির্বাচন এর ২৫ জন বিজেপি মনোনীত প্রার্থীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনী রনকৌশল এবং নির্বাচনের পরের কাজ কর্ম বা পুর পরিষদ পরিচালনা সম্পর্কে আলোচনা হয় সাংগঠনিক বৈঠকে। নির্বাচনের দূর গোড়ায় ধর্মনগরে বিজেপির রাজ্য প্রভারির উপস্থিতিতে এই বৈঠক তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

তেলিয়ামুড়ায় বিজেপির প্রচার সজ্জা নষ্টের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর।। বৃহস্পতিবার রাতের অন্ধকারে শাসকদল বিজেপির প্রচার সজ্জা নষ্টের অভিযোগ উঠলো সি.পি.আই.এম এবং তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনা তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ৩নং ওয়ার্ডে। তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিরোধীদল গুলোর পাশাপাশি শাসক দল বিজেপি প্রচারাভিযান শুরু করেছে। কিন্তু প্রায় প্রত্যেক দিন নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস অব্যাহত রয়েছে তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের বিভিন্ন এলাকা জুড়ে। বৃহস্পতিবার শেষ রাতে এমনই এক নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটলো। এবারের ঘটনায় শাসক দল বিজেপির প্রচার সজ্জা নষ্টের অভিযোগ উঠল সি.পি.আই.এম এবং তৃণমূল কংগ্রেস দলের আশ্রিত দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে। জানা যায়, বিজেপির পতাকা পার্শবর্তী একটি খালি জায়গা সহ ড্রেনে উপড়ে ফেলে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে ৩নং আসনের বিজেপি দলের মনোনীত প্রার্থী বরুণা ঋষি দাসের ফ্লাক্স ফেস্টুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনার খবর দেওয়া হয় তেলিয়ামুড়া থানায়।

তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ঘটনা সরোজমিনে প্রত্যক্ষ করে। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এক বিজেপি নেতা জানান, শুক্রবার সকালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে দেখতে পান বিজেপি দলের প্রচার সজ্জা নষ্ট করে দিয়েছে রাতের অন্ধকারে কে বা কারা। এ ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন তিনি।তাছাড়া তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন,, ত্রিপুরা রাজ্য সহ তেলিয়ামুড়াকে পশ্চিমবঙ্গের মতো আমরা হতে দেব না। আমরা যুব মোর্চা সর্বদা লড়াই করে যাব সমাজের জন্য। আমরা শান্তি-শৃঙ্খলার পরিবেশ বজায় রাখতে চাই। আমাদেরও ধৈর্যের একটা সীমা আছে।

কৃষি আইন প্রত্যাহারের খবরে সিঙ্ঘু-গাজিপুরে উচ্ছ্বাস, হল মিষ্টি বিলি

সিঙ্ঘু, ১৯ নভেম্বর (হি.স) : শুক্রবার সকালে গুরু নানক জয়ন্তীতে তিন কৃষি আইন প্রত্যাহারের ঘোষণা হতেই আনন্দ-উচ্ছ্বাসে মেতে উঠলেন সিঙ্ঘু-গাজিপুরে সামানার কৃষকরা। এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণে তিন কৃষি আইন প্রত্যাহার করার কথা ঘোষণা করেন।

অন্যদিনের মতো এদিনও এই দুই আন্দোলনস্থলে ভোর থেকে ছবিটা স্বাভাবিকই ছিল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে কৃষকরা। শীতের রাজধানীতে সবে উষ্ণতার ছোঁয়া নিচ্ছিলেন কৃষকরা। সিঙ্ঘু সীমানায় কয়েক বর্গ কিলোমিটার জুড়ে আন্দোলনকারী কৃষকদের সার দিয়ে তাঁবু ফেলা। আগের মতো বিপুল সংখ্যায় কৃষক না থাকলেও আন্দোলনস্থলের চেহারা বদলায়নি। এদিন বিপুল সংখ্যায় কৃষক জড়ো হন সিঙ্ঘু সীমানায়। কৃষি আইন প্রত্যাহারের খবর শুনতেই উল্লাসে মাতেন তাঁরা। মিষ্টি, জিলিপি বিলি করা হয়। আনন্দে পরস্পরকে আলিঙ্গন করা এমনই ছবি ধরা পড়েছে সেখানে।

প্রসঙ্গত, ২০২০-র ২৫ নভেম্বর রাজধানীতে আন্দোলনে বসেছিলেন কৃষকরা। পঞ্জাব, হরিয়ানা থেকে প্রচুর সংখ্যায় কৃষক হাজির হয়ে সেই আন্দোলনের ঝাঁঝ আরও বাড়িয়ে তোলেন। কৃষি আইন প্রত্যাহারের ঘোষণা শোনার পর কৃষকরা আনন্দ-উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেন।

মরণ ফাঁদে পরিণত হয়ে আছে ব্রিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর।। জগাই বাড়ি এডিসি ভিলেজের নিদান কোবড়া পাড়া রাঙ্গাপানিয়া নদীর উপর ব্রীজ টি মরণ ফাঁদে পরিণত। সংস্কারের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না। তাতে প্রশাসনের ওপর ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী। দীর্ঘ প্রায় দুই বছর ধরে জাম্পুইজলা ব্লকের অন্তর্গত জগাইবাড়ি এডিসি ভিলেজ এর ৩ নং ওয়ার্ড নিদান কোবড়া পাড়া এলাকার রাঙ্গাপানিয়া নদীর উপর ব্রীজটি মরণ ফাঁদে পরিণত হয়ে রয়েছে। ব্রিজের দুই দিকের অ্যাপ্রচের সমস্ত মাটি ভেঙ্গে গিয়েছে। ব্রিজটি ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে বর্তমানে। যেকোনো সময় ব্রীজটি নদীতে পড়ে যেতে পারে। এই আশঙ্কায় দিন গুজরান করছেন গ্রামের মানুষ। ব্রীজটি প্রমোদনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় রোড থেকে শুরু করে এই ব্রিজের উপর দিয়ে তারাপদ, গুলিরাইবাড়ী, দেওয়ানবাজার ,ডন বস্কো ,মহারাম দুহারাম, গুজিমাপাড়া এলাকার হাজার হাজার মানুষ চলাফেরা করে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত।জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে শত শত ছাত্র-ছাত্রী প্রমোদনগর দ্বাদশে পড়তে আসে।বিগত দুই বছরে এই ব্রিজের উপর দিয়ে চলাফেরা করতে গিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেকে হাতে পায়ে ব্যথা পেয়েছে ,কোমরে ব্যথা পেয়েছে।বাইক নিয়ে নদীতে পড়ে গিয়েছে। বাইক ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছে। গর্ভবতী মায়েদের হাসপাতাল নিতে গিয়ে সমস্যা হচ্ছে। কৃষকরা পাকা ধানের বোঝা কাঁধে করে নিয়ে যাবার সময় এই ব্রিজের পাশে পড়ে হাত পা ভেঙ্গেছে।এমন ভুরি ভুড়ি ঘটনার সাক্ষী গ্রামবাসী। গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে জগাই বাড়ি ভিলেজ কমিটিকে জানিয়েছে। প্রশাসনের সমস্ত স্তরে বিষয়টি নিয়েছে গ্রামবাসী। জগাই বাড়ি ভিলেজ রেজুলেশন করে বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা স্বাক্ষর সম্বলিত রেজুলেশন জম্পুইজলা ব্লকে পাঠিয়েছে ২৪ত্ত১০ত্ত২০২০ তারিখে। অথচ আজ পর্যন্ত জম্পুইজলা ব্লকের জগাইবাড়ি এডিসি ভিলেজ কর্মকর্তা এবং এলাকার বিধায়ক ব্রিজ পরিদর্শনে আসেন নি বলে গ্রামের মানুষ আজ একত্রিত হয়ে সংবাদ প্রতিনিধির সামনে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন।গ্রামবাসী বলেছেন ভোটের আগে বিধায়ক হওয়ার আগে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শাসকদলীয় এক মেম্বারের দৌলতে মাঝপথেই আটকে গেল উন্নয়নমূলক কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর।। শাসকদলীয় এক মেম্বারের দৌলতে মাঝপথেই আটকে গেল উন্নয়ন মূলক কাজ। ঘটনা শুক্রবার তেলিয়ামুড়া আর.ডি ব্লকের অধীনস্থ মধ্য কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডে। তেলিয়ামুড়া ব্লক এলাকার মধ্য কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩নং ওয়ার্ডে প্রায় তিন লাখ টাকায় ১০৫ মিঃ ড্রেন নির্মাণের কাজ শুরু হয়। যার ওয়ার্ক অর্ডার বের হয় এই পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সচিব সনজিৎ দেববর্মার নামে। কিন্তু, ওই পঞ্চায়েতের ২নং ওয়ার্ডের মেম্বার তথা শাসক দল বিজেপির চুনোপুঁটি নেতা সুজিত দাস নিজের ক্ষমতা বলে পঞ্চায়েত সচিব সঞ্জীত দেববর্মার বদলে নিজে কাজটি করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু সেই ড্রেন নির্মাণের জন্য ব্যাবহৃত আড়াই থেকে তিন হাজার ইট রাতের অন্ধকারে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায় ওই শাসকদলীয় চুনোপুঁটি নেতা তথা ২ নং ওয়ার্ডের মেম্বার সুজিত দাস। এমনটাই অভিযোগ এলাকাবাসীদের।এই এলাকার বাসিন্দা তথা প্রবীণ ব্যাক্তি গৌরাঙ্গ দাস অভিযোগ করে বলেন,,তিনি নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন ২ নং ওয়ার্ডের মেম্বার সুজিত দাস ড্রেন নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত ইট গুলো তার নিজ বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে।

ঘটনা শুক্রবার সকালে চাউর হতেই স্থানীয় গ্রামবাসীরা একত্রে মিলিত হয়ে সুজিত দাসের বাড়িতে যায় এবং তার বাড়ির পেছনে প্রায় আড়াই থেকে তিন হাজার ইট খুঁজে পায়। এ প্রসঙ্গে চুনোপুঁটি নেতা সুজিত দাসকে জিজ্ঞেস করা হলে সে জানায় সে ইটভাট্টা থেকে এগুলো কিনে এনেছে। কিন্তু কোন ইটভাট্টা থেকে ইটগুলো কিনে এনেছে সে সম্পর্কে সে সঠিক তথ্য দিতে পারেনি।

ড্রেনের নির্মাণ কাজে যুক্ত রাজমিস্ত্রিদের হাজিরার টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ রয়েছে এই মেম্বারের বিরুদ্ধে। ৩২০ টাকা হাজিরার পরিবর্তে ২৫০ টাকা করে হাজিরা দিচ্ছে রাজমিস্ত্রিদের বলে অভিযোগলাকাবাসী ঘটনাটি ফোন যুগে তেলিয়ামুড়া ব্লকের বিডিও শান্তনু বিকাশ দাস এবং মধ্য কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সচিব সঞ্জিত দেববর্মার গোচরে নিয়েছেন। ফোন পেয়ে পঞ্চায়েত সচিব ঘটনাস্থলে তদন্তে আসেন। তিনি দেখতে পান উনার নির্মাণ কাজের জায়গা থেকে ২ নং ওয়ার্ডের মেম্বার সুজিত দাস তার নিজের বাড়িতে ইট গুলো নিয়ে এসেছে। তিনি জানিয়েছেন মামলা করবেন। তবে সাধারণ জনগনের মনে এখন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে রাজ্যে প্রকৃতপক্ষে উন্নয়ন কিভাবে হবে? এলাকাবাসীদের তরফ থেকে দাবি উঠেছে যেন মেম্বার সুজিত দাসের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করে দপ্তর।

শুক্রবার আগরতলায় বিজেপির প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানিয়ে শ্রমজীবী অংশের মানুষ মিছিল করেছেন। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।